ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 20 October, 2019 ■ আগরতলা, ২০ অক্টোবর, ২০১৯ ইং ■ ২ কার্তিক ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

উদয়পুরে হাসপাতালের আইসিইউ-তে আগুন, আতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয় পুর, ১৯ অক্টোবর।। ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা পেলো উদয়পুর টেপানিয়াস্থিত গোমতি জেলা হাসপাতাল। ঘটনায় চাঞ্চল্য ও আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা হাসপাতালে। শনিবার বেলা আনুমানিক সাড়ে বারোটায় উদয়পুর টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালের আইসিইউ-এর এসি মেশিনে আগুন লাগে। তাতে, রোগী এবং চিকিৎসাকর্মীরা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। আইসিইউ থেকে বের হতে গিয়ে তিনজন রোগী সামান্য আঘাত পেয়েছেন।

এদিন, এই আগুনের খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালজুড়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে রোগীদের নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যও তৎপরতা দেখা গেছে। হাসপাতাল সুপার জানিয়েছেন, আইসিইউ-তে এসি মেশিনে হঠাৎ আগুন লেগে গিয়েছিল। ফলে চারিদিক ধোঁয়ায় ঢেকে যায়। ওই ঘটনায় আইসিইউতে ভরতি রোগী, রোগীর আত্মীয়স্বজন-সহ কর্তব্যরত স্বাস্থ্যকর্মীরা চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেন। তিনি জানান, আগুন লাগার খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই দমকল বাহিনীকে জানানো হয়।

খবর পেয়ে হাসপাতালে ছুটে আসেন দমকলের কর্মীরা। দমকলের কর্মীরা অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুন আয়ত্তে নিয়ে আসে। হাসপাতাল সুপারের কথায়, দুটি এসি মেশিন পুড়ে গেলেও রোগীদের কোন ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। সকলেই অক্ষত আছেন। তবে দৌড়াদৌড়ি করতে গিয়ে তিন জন রোগীর গায়ে হালকা চেঁট লেগেছে। তবে, তারাও সুরক্ষিত আছেন, জানান হাসপাতাল সুপার।

বাদল অধরা, আরও এক ডেপুটি পুলিশ সুপার বরখাস্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। রাজ্যের প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রীকে গ্রেফতার করতে ব্যর্থতার দায়ে আরও এক পুলিশ আধিকারিক বরখাস্ত হয়েছেন। ডিআইবি শাখার ডিএসপি বনোজ বিপ্লব দাসকে আজ বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁকে নিয়ে এখন পর্যন্ত মোট নয় পুলিশ আধিকারিক বরখাস্ত হয়েছেন। এর পরও বাদল চৌধুরীকে খুঁজে বের করতে পারছে না পুলিশ। এদিকে, পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিককে আজ ফের আদালত পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বাদলকে খুঁজতে ব্যর্থতার দায়ে মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নির্দেশে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অজিত প্রতাপ সিংকে বরখাস্ত এবং ডিআইজি দক্ষিণাঞ্চল অরিন্দম নাথকে অপসারণ করেছে রাজ্য সরকার। শাস্তির খড়গ চালানো এখানেই থেমে থাকেনি। পুলিশ প্রশাসনে সম্প্রতি মাঝারি ধরনের রদবদলও করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বাদল চৌধুরীর তিন দেহরক্ষী প্রদীপ আচার্য, অমর সরকার এবং অমল দাসকেও বরখাস্ত করা হয়েছে।

শুক্রবার দিনভর অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মিহিরলাল দাসের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী সারা আগরতলায় দফাওয়ারি তল্লাশি চালিয়েছে। আগরতলায় শঙ্কর চৌমুহনি, রামনগর, কৃষ্ণনগর এলাকায় দুই শতাধিক বাড়িঘরে বাদল চৌধুরীর খুঁজে তল্লাশি করেছে পুলিশ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন চিকিৎসক রয়েছেন যাঁরা বাদলবাবুর চিকিৎসা করেন। কিন্তু তাঁকে কোথাও খুঁজে পায়নি পুলিশ।

এরই মধ্যে শুক্রবার পশ্চিম আগরতলা থানার ওসি দেবপ্রসাদ রায়কে বরখাস্ত করেছে পুলিশ প্রশাসন। সম্ভবত, বাদল চৌধুরীকে খুঁজতে ব্যর্থতার কারণেই তাঁকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তাছাড়া, ওই তালিকায় রয়েছেন তিন গোয়েন্দা কর্মীও। শ্যামল দেববর্মা, কিশোর রাউথ এবং রঞ্জিত দেববর্মা ওই তিন গোয়েন্দা কর্মীকেও বরখাস্ত করা হয়েছে। তাঁদের বরখাস্তের পেছনে বাদল চৌধুরীর সন্ধান দিতে না পারার কারণ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। এদিকে, আমতলী থানার ওসি সুব্রত চক্রবর্তীকে পশ্চিম আগরতলা থানা এবং ইন্সপেক্টর সিদ্ধার্থ করকে আমতলি থানার নতুন ওসি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

আজ শাস্তির তালিকায় নব সংযোজন ডিআইবি শাখার ডিএসপি বনোজ বিপ্লব দাস। ত্রিপুরা সরকারের সাধারণ প্রশাসনের অবর সচিব অনিমেশ দাস এক নির্দেশিকা জারি করে তাঁকে বারখাস্তের

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

টেট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে এক যুবককে উত্তমমাধ্যম দিয়ে পুলিশে দিলেন পরীক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। টেট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে এক যুবককে আটক করে পরীক্ষার্থীরা গণধলাই দিয়েছেন। যুবকটি টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন এনে দিতে পারবে, খবরকে কেন্দ্র করে সারা রাজ্যে তোলপাড় অবস্থা। পুলিশ ওই যুবককে আটক করে রাখলেও প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনও প্রমাণ মিলেনি বলে দাবি করেছেন কমলপুর থানার ওসি। এদিকে, টিআরবিটির চেয়ারম্যান ড় অনুপকুমার দত্ত জোর গলায় দাবি করেছেন, টেট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই আগামীকাল যথারীতি টেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ আস্বস্থ করেছেন, টেটের প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়নি। নিশ্চিন্তে পরীক্ষার্থীরা আগামীকাল পরীক্ষা দিতে যান।

এদিন, ধলাই জেলার কমলপুর মহকুমায় কৃষ্ণচন্দ্র গার্লস স্কুল সংলগ্ন এলাকায় দুপুর বারোটা নাগাদ টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র নিয়ে তুলকালামকাণ্ড ঘটে যায়। পরীক্ষার্থীদের অভিযোগ, দুই প্রতারক শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষা অধিকর্তার নাম ভাঙিয়ে টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়েছিল। দুই লক্ষ টাকা দিলে টেটের প্রশ্ন মিলবে বলে তারা অফার দিয়েছিল। জনৈক পরীক্ষার্থী জানিয়েছেন, কমলপুর মহকুমায় সঞ্জয় আর্টস স্কুলের শিক্ষক সঞ্জয় সিনহা ও ক্রিমসন আর্টস ইনস্টিটিউটের শিক্ষক রাজেশ সূত্রধর টেট-এর প্রশ্নপত্র টাকার বিনিময়ে বিলি করতে পারবেন বলে দাবি করেছেন।

তাদের কথাবার্তায় পরীক্ষার্থীদের মনে সন্দেহ জন্মালে আজ দুপুর বারোটা নাগাদ কৃষ্ণচন্দ্র গার্লস স্কুলের সামনে সঞ্জয় সিনহাকে ধরে বেধড়ক মারধর করেন পরীক্ষার্থীরা। তাকে খুঁটির সাথে বেঁধে রেখে পুলিশে খবর দেন পরীক্ষার্থীরা। পুলিশ এসে তাকে আটক করে নিয়ে গেছে। এবিষয়ে কমলপুর থানার ওসি জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের কোনও ক্লু পাওয়া যায়নি। এমন-কি ধৃত যুবকের কাছে কোনও প্রশ্নপত্রও উদ্ধার হয়নি। কিন্তু টেট পরীক্ষার্থীদের অনুমানের ভিত্তিতে তাকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে, এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই সারা রাজ্যে টেট পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অস্থিরতা দেখা দেয়। টেট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেছে এই খবরে সারা রাজ্যে পরীক্ষার্থীদের মধ্যে উৎকণ্ঠা দেখা দেয়। পরীক্ষা বাতিল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কিনা সেই প্রশ্নও দেখা দিয়েছিল। শনিবার আগরতলায় ডিওয়াইএফআই এবং এনএসইউআই এই ঘটনার প্রতিবাদে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ডিওয়াইএফআই টেটের প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগ এনে মিছিল সংগঠিত করেছে। এদিকে, এনএসইউআই এর বিক্ষোভ এদিন শিক্ষা ভবনে আছড়ে পড়েছে। তাদের আটকাতে পুলিশকে ভিষণ পরিশ্রম করতে হয়েছে। এনএসইউআই কর্মীরা শিক্ষা ভবনে ধর্ণা প্রদর্শন করেছে।

কিন্তু পরীক্ষার্থীদের আশ্বস্ত করেছেন টিআরবিটির চেয়ারম্যান ডা. অনুপ কুমার দত্ত। আজ তিনি জানিয়েছেন, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই। কারণ, টেট-এর প্রশ্ন খুবই সুরক্ষিতভাবে রাখা হয়েছে। উচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থাভুক্ত ওই প্রশ্ন ফাঁস করা কোনও ভাবেই সম্ভব নয় বলে দাবি করেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ জানান, কমলপুরে টেট পরীক্ষার প্রশ্নপত্র

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ব্রেইলি ব্রিজ ভেঙে দুর্ঘটনাগ্রস্থ ট্রাক, চালক-সহ আহত তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৯ অক্টোবর।। নিম্নমানের সংস্কারের জেরে কয়লা বোঝাই লরি লোহার ব্রেইলি ব্রিজ ভেঙে ছড়ায় পড়ে গেছে। ওই দুর্ঘটনায় চালক-সহ তিনজন আহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে চালক ও খালাসির অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। ওই দুর্ঘটনায় কৈলাসহর-কুমারঘাট সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। তাতে জনগণ দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন।

শনিবার দুপুর আড়াইটা নাগাদ কৈলাসহর-কুমারঘাট সড়কের জলাই গ্রামে এনএল ০১ এডি ৬০৮৪ নম্বরের কয়লা বোঝাই ট্রাক কৈলাসহর থেকে লোহার ব্রেইলি ব্রিজ হয়ে কুমারঘাটের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে ব্রিজ ভেঙেছড়ায় পড়ে যায়। ওই দুর্ঘটনায় লরি চালক জাকির হোসেন (৪০), সহচালক হায়দার আলি (১৯)-সহ তিনজন আহত হন। ব্রিজ ভেঙে যাওয়ার শব্দ

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

কৈলাসহর-কুমারঘাট সড়কের জলাই গ্রামে ব্রেইলি ব্রিজ ভেঙে দুর্ঘটনাগ্রস্থ ট্রাক। ছবি- নিজস্ব।

নিখোঁজ গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। ফের ত্রিপুরায় মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। দক্ষিণ জেলার শান্তিরবাজার মহকুমায় পতিছড়ি এলাকায় নিখোঁজ গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

শনিবার সাত সকালে মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে এলাকাজুড়ে পরিস্থিতি থমথমে হয়ে রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, শান্তির বাজার মহকুমার অন্তর্গত পতিছড়ি টিএফডিপিসি-এর রাবার বাগানে এক গৃহবধূর মৃতদেহ ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এলাকাবাসী। ওই গৃহবধূকে এলাকাবাসী চিহ্নিত করেছে। গৃহবধূর নাম শাহিনী ত্রিপুরা (২০)। তাঁর স্বামীর নাম বিশ্বজিৎ দেববর্মা (২২)। পতিছড়ি ড্রপগেইট এলাকায় তাদের বসবাস বলে এলাকাবাসী জানিয়েছেন।

পুলিশের বক্তব্য, গত বৃহস্পতিবার

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া রাজনৈতিক হিংসা হলে শতবার সেই পথেই হাঁটব ঃ বিপ্লব

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৯ অক্টোবর।। দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ যদি রাজনৈতিক হিংসা হয় তবে সেই পথে শতবার হাঁটতে রাজি। শনিবার বিশালগড়ে গান্ধী সংকল্প যাত্রায় এই ভাবেই বিরোধীদের নিশানা করেছেন বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর কটাক্ষ, চোরে-চোরে মাসতুতো ভাই, তাই ২০০৮ সালের ঘটনায় তখনকার বিরোধীরা মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন।

এদিন তিনি বলেন, সত্যের জয় হবেই। কারণ, গান্ধীজির সংকল্প যাত্রায় দুর্নীতিবাজদের চিহ্নিতকরণ শুরু হয়েছে। তিনি হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, কোনও দুর্নীতিবাজকে ছাঁড় দেওয়া হবে না। চিটফান্ড হোক কিংবা জনগণের অর্থ নয়ছয়, সমস্ত দুর্নীতির হিসাব নিতে শুরু করলে তাদের অবশিষ্ট কিছুই থাকবে না। বিপ্লবের কথায়, সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের পর্যালোচনা বৈঠকে যে তথ্য উঠে এসেছে তাতে চক্ষু চরক গাছ হয়ে উঠার উপক্রম। তিনি বলেন, রাজ্যে ৩০২ জন বিভিন্ন সামাজিক ভাতার প্রতাহার করেছেন। তিনি উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, যোগ্য না হয়েও এতদিন তারা সামাজিক ভাতা নিচ্ছিলেন। সাথে তিনি যোগ করেন, দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যের প্রায় ৯ হাজার মৃত ব্যক্তিকে ভাতা দেওয়া হচ্ছিল।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রতারণার অভিযোগ
ই-রিক্সা চালকদের বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর ।। ই-রিকশা চালকদের ব্যাঙ্ক ঋনের মাধ্যমে পুরানো ই-রিকশা বদলে নতুন ই-রিকশা ব্যবস্থা ও বৈধ কাগজপত্র দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ই-রিকশা ডিলার সুষেন মালাকার প্রতারনার আশ্রয় নিয়েছে। তাতে ক্ষুব্ধ হয়ে ই-রিকশা চালকরা তার বাড়ি ও শোরুমে গিয়ে ঠগবাজি ও প্রতারনার তীব্র প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। ই-রিকশা ডিলারদের নয়া চক্রান্তের ফাঁদে পড়ে আবারও ক্ষতির সম্মুখীন ই রিকশা চালকরা। পুরান ই-রিকশা জমা দিয়ে নতুন ই-রিকশা নিয়ে যাবার প্রলোভন দেখিয়ে ঠগবাজির ফাঁদ পেতেছে ই-রিকশা ডিলাররা। শুক্রবার এ ধরনের চক্রান্তের ফাঁদে ফেলে ৪৫টি ই-রিকশা ভেঙে ফেলেছে ডিলার সুষেন মালাকার। যাদের মাধ্যমে ই-রিকশা ভেঙে ফেলা হয়েছে তাদেরকে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে পুনরায় ই-রিকশা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাম জমানায় পরিবহন দপ্তরে ২৭ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি, ভিজিলেন্স তদন্ত শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। রাজ্যে আরেক দুর্নীতির তথ্য সামনে এসেছে। পরিবহণ দফতরে বাস কেলেঙ্কারির ভিজিলেন্স তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রায় ২৭ কোটি টাকার কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে পরিবহণ দফতর দাবি করছে। ওই কেলেঙ্কারিতে প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী এবং আরবান ট্রান্সপোর্টের প্রাক্তন এমডি জড়িত ছিলেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। এ-বিষয়ে পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় জানিয়েছেন, ওই কেলেঙ্কারির জন্যই জনগণের সুবিধার্থে রাস্তায় বাস নামানো যাচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, ২০০৯ সাল থেকে জেএনএনইউআরএম প্রকল্পে ১৭৩টি বাস ক্রয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। দুর্নীতির সূচনাও ওই সময়েই হয়েছিল বলে দাবি পরিবহণ মন্ত্রীর। তাঁর কথায়, ১৭৩টি বাসের মধ্যে বর্তমানে ৯০টি রাস্তায় চলাচল করছে। বাকি ৩০টি বাস পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে এবং ৫০টি বাস টিআরটিসিকে হস্তান্তর করা হলেও সেগুলি মেরামত করতে কালঘাম ছুটছে। তাঁর দাবি, ওই ৫০টি বাস সারাইয়ের জন্য ইতিমধ্যে টিআরটিসিকে ৩৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

পরিবহণ মন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপুরা আরবান ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের এমডি পদে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অধিকারিরকরা দায়িত্ব সামলেছেন। সে-বিষয়ে এক তথ্য তুলে ধরে তিনি বলেন, ২০১০ সাল থেকে কেডি চৌধুরী, আরসি পোদ্দার, শম্ভু নমশূদ্র, আর রিয়াং, রতন বিশ্বাস, দশরথ দেববর্মা, সন্তোষ কর্মকার এবং কেশব কর উচ্চ পদে ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রতন বিশ্বাস ১ নভেম্বর ২০১৪ থেকে ১৫ মার্চ ২০১৮ পর্যন্ত একটানা চার বছর ওই সংস্থার এমডি পদে দায়িত্ব সামলেছেন।

এদিন তিনি জানান, জেএনএনইউআরএম প্রকল্পে ১৭৩টি বাস কেনা হলেও সমস্ত বাস ক্রয়ের কাগজপত্র খোঁজে পাওয়া যায়নি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরায় সরকার পরিবর্তন হতেই আরবান ট্রান্সপোর্টের পূর্বতন এমডি রতন বিশ্বাস বদলি নিয়ে অন্যত্র সরে যান। কিন্তু, দফতর গাড়ির সঠিক তথ্য দিতে পারেনি। তিনি জানান, বাস ক্রয়ে বিরাট অনিয়ম হয়েছে সন্দেহ হতেই ১৭৩টি বাস খোঁজার কাজ শুরু করে পরিবহণ দফতর। এতে ১৭১টি বাসের হিসাব পাওয়া যায়। তিনি বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে পরিবহণ দফতর দুটি বাস কিনে কোম্পানির কাছ থেকে সেই বাসগুলি হস্তান্তর নেয়নি। ফলে, বিক্রেতার গুদামে পড়ে থেকে বাসগুলি ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

পরিবহণ মন্ত্রী জানান, ১৭১টি বাসের মধ্যে ৩৮টি গাড়ি অপারেটররা কাগজে-কলমে দফতরের কাছে ফিরিয়ে দিয়েছে।

☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৬ ▫ সংখ্যা ১৩ ▫ ২০ অক্টোবর ২০১৯ ইং ▫ ২ কার্ত্তিক ▫ রবিবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

মৃতপ্রায় কংগ্রেসের স্বপ্ন ফেরি

ত্রিপুরায় কংগ্রেসের ভাঙা হাট দেখিয়াও আত্মসন্তুষ্টি প্রকাশ করিয়াছেন এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক লুইজিনহো ফেলেইরিও। তিনি কংগ্রেসের হাল অবস্থা দেখিয়া সন্তোষ ব্যক্ত করিয়াছেন। জানাইয়াছেন ত্রিপুরায় কংগ্রেস নেতারা ঐক্যবদ্ধ। এমন একতা দেখিয়া তিনি অভিভূত। কংগ্রেসে গোষ্ঠি কোন্দল নাই, এমন কথা বলিবার মধ্যে ফেলেরিওর আত্ম সন্তুষ্টি হইতেই পারে। ত্রিপুরার মতো পার্বতী রাজ্যে কোনও সময়ই কংগ্রেস ঐক্যবদ্ধ ছিল না। নেতারা লাঠালাঠি মারামারি করিয়াই মরিয়াছে। কে সাংগঠনিক দায়িত্বে শীর্ষে বসিবেন ইত্যাদির জন্যই তো নেতাদের অনেকেই ছিলেন পাগল পরাণ। এক্ষেত্রে প্রদেশ সভাপতি পদে অভিষিক্ত নিয়া দলের মধ্যে দড়ি টানাটানি যে শুরু হইয়া গিয়াছে তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না। প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মণ হঠাৎ আসিয়া যেন ঝট করিয়া উধাও হইয়া গেলেন। ফেলেরিও জানাইয়াছেন খুব সহসা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি নিয়োগ করা হইবে। বর্তমানে কংগ্রেসের নেতাদের যে তালিকা আছে সেখানে প্রদেশ সভাপতি নির্বাচন বড়ই কঠিন কাজ। কারণ তাহাদের মধ্যে অনেকেই পরীক্ষিত। সভাপতি দাবীদারদের মধ্যে একজন আছেন বরিষ্ঠ আইনজীবী। আর যাহারা আছেন তাহাদের জনভিত্তি নিয়া প্রশ্ন আছে। চাঁদ যেমন সূর্য্যের আলোকে আলোকিত তেমনি এ রাজ্যের নেতারা হাইকমান্ডের আলোতে বাড়িয়া উঠেন। হাইকমান্ডের দৌলতে তাহারা রাজ্যের নেতা বনিয়া যান। এরাজ্যের কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে জনভিত্তি যাহাদের ছিল তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শচীন্দ্র লাল সিংহ, সুধীর রঞ্জন মজুমদার প্রমুখ। তাঁহারা প্রয়াত। বর্তমানে যেসব নেতা আছেন তাহাদের মধ্যে বীরজিৎ সিনহার কিছুটা প্রভাব আছে জনমনে। তাঁহার নির্বাচনী ক্ষেত্র কৈলাসহরে তো তিনি জোর লড়াই আন্দোলন চালাইয়া যাইতেছেন। কিন্তু এইসব কংগ্রেস নেতারা সারা রাজ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারে সফল হইতে পারিয়াছেন এমন বলা যাইবে না। এইভাবেই এই পার্বতী রাজ্যে কংগ্রেস ধুঁকিয়া ধুঁকিয়া চলিতেছে।

কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ফেলেরিও ত্রিপুরায় কংগ্রেস সম্পর্কে যথেষ্ট আশাবাদ ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করিয়া দাবী করিয়াছেন বিধানসভা নির্বাচনের তুলনায় গত লোকসভা নির্বাচনে এবং উপনির্বাচনে কংগ্রেসের জনভিত্তি বাড়িয়াছে। এই দুটি নির্বাচনে কংগ্রেসের ভোটের হার বাড়িয়াছে। তাঁহার মতে বিজেপি নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি খেলাপ করিয়া চলিয়াছে তাই রাজ্যবাসী কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু প্রশ্ন উঠিয়াছে রাজ্যের কংগ্রেসের সংগঠন কোথায়? দলের এই ছন্নছাড়া অবস্থা কিভাবে কাটাইয়া উঠা যাইবে? একথা তো কেউ অস্বীকার করিতে পারিবেন না যে, ত্রিপুরায় কংগ্রেসের বেহাল অবস্থার জন্য দায়ী তো দলের হাইকমান্ড। প্রাচীন এই দলের নীতি কৌশল কি? এই ত্রিপুরায় টানা পঁচিশ বছর সিপিএম বা বামেরা ক্ষমতা ভোগ করিয়াছে কংগ্রেস হাইকমান্ডের স্বার্থপরতা ও সংকীর্ণতার কারণে। ভুলিয়া গেলে চলিবে না যে, এই রাজ্যে ১৯৯৩ সালে সিপিএমকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করেন কংগ্রেস সভাপতি তথা প্রধানমন্ত্রী নরসীমা রাও। কংগ্রেসের সরকার থাকা সত্ত্বেও ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারী করা হয়। এমন কি কংগ্রেস মন্ত্রিসভাকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্বও দেওয়া হয় নাই। ত্রিপুরার কংগ্রেসকে সিপিএম দলের কাছে বন্ধক দিয়াছিলেন নরসীমা। আর আজও ত্রিপুরা সম্পর্কে কংগ্রেস হাইকমান্ডের নীতির কোনও পরিবর্তন হয় নাই। বিজেপি হঠাতেই কংগ্রেস সিপিএম তো অনেক কাছাকাছি। পশ্চিমবঙ্গে জোট বদ্ধ হইয়া দুই দল আগামী নির্বাচনেই শুধু লড়াই করিবে না বিজেপি ও তৃণমূলের বিরুদ্ধে ময়দানে নামিয়া লড়াইরও সিদ্ধান্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পায়ের তলার মাটি কতখানি আছে তাহা তো আর গোপন নাই। তৃণমূল কংগ্রেসকে দূর্বল করিলে কি বিজেপিকে আটকানো যাইবে? এক সময় সিপিএম তো 'চিরশত্রু' কংগ্রেসকে কেন্দ্রের সরকারকে বাইরে থাকিয়া সমর্থন দিয়া টিকায়াই রাখিয়াছিল বিজেপিকে আটকাইবার অজুহাতে। আজ তাহারা বিজেপি আটকাইতে তো তৃণমূলকে সমর্থন দেওয়া উচিত। 'মরা' পার্টি কংগ্রেসের সাথে জোট করিয়া কার্য্যত তো বিজেপিকে ক্ষমতায় আসিতে সুযোগ করিয়া দিতেছে। একথা কি অস্বীকারের উপায় আছে?

এই ত্রিপুরায় বিজেপি বর্ধিত ও পুষ্ট হইয়াছে কংগ্রেসের দ্বারাই। কংগ্রেসের সিংহভাগ নেতা কর্মীই তো বিজেপি দলে নাম লেখাইয়াছেন। কেন লেখাইছেন? যদি কংগ্রেস ত্রিপুরায় সিপিএমের বিরুদ্ধে সত্যিকার অর্থে লড়াই করিত তাহা হইলে ত্রিপুরায় বিজেপির এমন উত্থান হইত কিনা সন্দেহ। রাজ্যের সিপিএম বিরোধী মানুষ যাহারা কংগ্রেসের উপর অনেক ভরসা করিতেন তাহারা যখন দেখিলেন কংগ্রেসকে দিয়া সিপিএম হটানো যাইবে না তখন এই কংগ্রেসীরাই বিজেপিকে আমন্ত্রণ জানান এবং দলে দলে কংগ্রেস ছাড়িয়া বিজেপি জিন্দাবাদ বলিয়া নামিয়া পড়েন। বিজেপি নেতৃত্ব রাজ্যের অবাম মানুষের মানসিকতা ইচ্ছাকে নিজেদের দলকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য কাজে লাগায়। সুতরাং কংগ্রেস যদি হঠকারী রাজনীতি পরিহার না করে তাহা হইলে এই ত্রিপুরায় প্রাচীন এই দল সহজে উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিবে না? আর সবচাইতে বড় কথা বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করিবার মতো জনগ্রাহ্যত আছে এমন একজন নেতাও রাজ্য কংগ্রেসে এখন নাই। এই নেতারা কার্য্যত সুখের পায়রা? তাহারা নিজেদের ক্ষমতা ও পাওয়ার নেশাতেই মগ্ন। দলকে সংগঠনকে শক্তিশালী করা, জনভিত্তি গড়িয়া তোলার লক্ষ্যে তাহারা তৎপর নহে। সুতরাং ফেলেরিও ত্রিপুরায় আসিয়াছেন, দেখিয়াছেন। তিনি সত্যিই কি ত্রিপুরায় কংগ্রেসকে বাঁচাইতে চান? মৃত প্রায় কংগ্রেসে এইভাবে প্রাণ সঞ্চার করা যাইবে না।

চিটফান্ড তদন্ত স্রেফ রাজনৈতিক মতলবে

দীনবন্ধু সামন্ত

রাজীবকুমারকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য যে মরিয়া প্রয়াস নিয়েছিল সিবিআই, কলকাতা হাইকোর্টেরে ডিভিশন বেঞ্চের রায়ে আপাতত তাতে লাগাম পড়েছে। সেই রায় খারিজ করার জন্য সিবিআই ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্টের 'এসএলপি' দাখিল করেছে। সারদা তপনের সাড়ে ছয় বছর পর, সিবিআই তদন্তভাবে হাতে নেওয়ার সাড়ে পাঁচ বছর পর এখন মামলার ভরকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। কিছু লোপাট হওয়া নথি এবং একটি হরস্যময় লাল ডায়েরি। সিবিআইয়ের সমূহ তৎপরতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে রাজবীনকুমারের গ্রেফারিকে ঘিরে।

প্রশ্ন হচ্ছে, বিশেষ তদন্তকারী দল বা সিট-এর প্রধান থাকার সুবাতে রাজীব কুমার যদি তথাকথিত সেই নথিগুলি বা লাল ডায়েরি লোপাট করেই থাকেন, তাহলে কীসের ভিত্তিতে এতকাল তদন্ত এগিয়েছে, সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, মদন মিত্রদের মতো শীর্ষ নেতাদের তারা বৎসরাধিকাল ধরে জেলের ঘানি টানিয়েছে? আর যদি ধরে নেওয়া হয় সিটের দেওয়া নথির ভিত্তিতেই তদন্ত এগিয়েছে, সুদীপ মদনরা গ্রেফতার হয়েছেন তাহলে নথি লোপাটের তত্ত্ব আর টেকে কি? দ্বিতীয়ত, রাজীব কুমার যদি সেই নথি বা লাল ডায়েরি লোপাট করেই থাকেন তাহলেও সেগুলি কি তিনি এখনও কোনও গুপ্ত কক্ষে লুকিয়ে রেখেছেন? শিলংয়ে পাঁচদিন ধরে ৪০ ঘণ্টা জেরার পরও যদি তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেন, তাহলে হেফাজতে নিলেই সব কবুল করবেন সিবিআইয়ের কোন কেরামতিতে? নকশাল আমালের মতো বন্দির দাঁত নখ উপড়ে বা মলদ্বারে লোহার রড ঢুকিয়ে গোপন তথ্য আদায় আজকালকার দিনে সম্ভব কি? বিশেষ করে অভিযক্ত যেখানে রাজীব কুমারের মতো শীর্ষ পুলিশকর্তা?

তৃতীয়ত, সুদীপ বা মদনের জামিনের বিরোধিতার সময় সিবিআই আদালতকে বলেছিল ওই প্রভাবশালী ব্যক্তিরা বাইরে থাকলে সাক্ষীদের প্রভাবিত করবে। রাজীব কুমার নিজেই সাক্ষী, সুতরাং তাঁর পক্ষে কাউকে প্রভাবিত করার প্রশ্ন ওঠে না। তাহলে তাঁকে হেফাজতে নেওয়ার জন্য সিবিআই কেন এমন মরিয়া হয়ে উঠেছে?

চতুর্তত, সমস্ত রাজনৈতিক দলই চলে ব্যবসায়ীদের টাকায়। কোনও দলই সেই টাকা নেওয়ার সময় সংস্থার নাড়ি-নক্ষত্র বিচার করতে বসে না। পরবর্তীকালে কোনও ব্যবসয়ী অপরাধী সাব্যস্ত হলে তার দায় নিতে হবে সাহায্য নেওয়া রাজনৈতিক দলকে?

তবে, কোনও নেতা বা মন্ত্রী যদি ব্যক্তিগতভাবে টাকা নিয়ে থাকেন তাহলে তিনি অবশ্যই অপরাধ করেছিল। তেমন কোনও অভিযোগ থাকলে অভিযুক্ত ব্যক্তির হিসাব বর্হিভূত সম্পদের সন্ধান করতে পারলেই তাঁকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে। সারদায় অভিযুক্ত নেতামন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সিবিআই তেমন কোনও অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেনি বলেই কী লোপাট হওয়া নথি ও লাল ডায়েরির গল্প ছড়াচ্ছে?

তৃণমূল নেতারা বিপুল পরিমাণ টাকা নিয়েছেন—তর্কের খাতিরে এটা ধরে নিলেও প্রশ্ন, তাঁরা ওই টাকা না নিলে কি সারদা রোজভ্যালি বা অন্যান্য চিটফান্ডগুলির পতন হত না? তারা সাফল্যের সঙ্গে ব্যবসা চালিয়ে লক্ষ লক্ষ আমানতকারীকে যথাসময়ে প্রতিশ্রুতি অর্থ ফেরত দিতে সমর্থ হত? তাহলে বাম আমলের তিন দশকে তিন তিনবার চিটফান্ডের মহাপতন হয়েছিল কেন, তখন তো কারও বিরুদ্ধে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ওঠেনি?

আসলে চিটফান্ডের কারবার পঞ্জি কারবার। স্বপ্ন সময়ের মধ্যেই দুগুণ, তিনগুণ কখনও বা চতুগুণ টাকা ফেরতের আশ্বাস দিয়ে মানুষের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ করা হয়। পৃথিবীতে এমন কোনও ব্যবসা নেই যেখানে টাকা খাটিয়ে দু-তিন বছরের মধ্যে এমন বিপুল পরিমাণ লভ্যাংশ ঘরে তোলা যায়। চিটফান্ড মানুষের আশ্বাস অর্জনের জন্য প্রথম দু-চার বছর প্রতিশ্রুতি অর্থ ফেরত দেয় নতুন আমানত থেকে। যখন ওই আমানতের স্রোত কমে যায় বা বন্ধ হয়ে যায় তখনই তারা প্রতিশ্রুত অর্থ ফেরত দিতে ব্যর্থ হয়। আমানতকারীদের ক্ষোভ বিক্ষোভের ভয়ে বা শিকার হয়ে কোম্পানিতে তালা মেরে চম্পট দেয়। সারদার ক্ষেত্রে এমনটাই ঘটেছে। বাম আমলেও তিন দশকে নিত-তিনবার প্রায় অনুরূপ ঘটনাই ঘটেছে। সারদায় পালিয়ে যাওয়ার পর অভিযুক্তরা গ্রেফতার হয়েছে। আগেরবারগুলিতে গ্রেফতার হয়েছে পালানোর আগেই। তাই চিটফান্ড-রূপ বিষবৃক্ষের ফলটা কে খেল সেটার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সেই বিষবৃক্ষের বীজ কারা রোপণ করল এবং সার-জল দিয়ে কারা মহীরুহ করে তুলল। চিটফান্ডের বীজকে মহীরুহ করে তোলার ষোলআনা দায় যে বামফ্রন্ট সরকারের বেং বাম নেতামন্ত্রীদের,তাঁদের লেখা থেকেই তার ভুরিভুরি প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে।

সঞ্চয়িতার পতন হয়েছিল ১৯৮০ সালে, সারদা পতনের তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ড. অশোক মিত্র ৩.৫.১৩ বৃহৎ সংবাদপত্রে লিখেছিলেন, সঞ্চয়িতা পতনের দরুন 'জনসাধাররণের চার-পাঁচ হাজার কোটি টাকা তছরুপ হয়েছিল। তখনকার চার-পাঁচ হাজার কোটি টাকা মানে আজকের চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার কোটি টাকা। এত বিপুল পরিমাণ টাকা কোথায় গেল, কে খেল এ নিয়ে ড. মিত্র একটি কথাও বলেননি। তার চেয়েও বড় প্রশ্ন, যে আমলে এলসিএস-এর অঙ্গুলিহেলন ছাড়া গাছের একটি পাতাও নড়তে পারত না, সেই আমলে এমন বিপুল পরিমাণ টাকা সঞ্চয়িতা তুলতে পারল কীভাবে? কাদের সহায়তায়? তখন সোমন-মান্নানরা কী করছিলেন? তখন তাঁরা সুবিধাভোগীদের চিহ্নিত করার জন্য সিবিআই তদন্ত দাবি করেছিলেন কি? তছরুপ হয়ে যাওয়া টাকা ফেরতের দাবিতে ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ে সরকারবিরোধী আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন কি? বাম সরকারের পরবর্তী অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত দলীয় মুথপত্রে ২৪.৪.১৩ তারিখে লিখেছিলেন, "১৯৯১-৯২ সালে যখন এই ধরনের চিটফান্ডগুলি নিয়মভঙ্গ করে রাজ্যের মানুষকে প্রতারণা শুরু করে, তখন প্রতারিত হওয়ার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে রাজ্য সরাকরের অর্থ দফতর, কলকাতা পুলিশ এবং রাজ্য পুলিশের সমবেত উদ্যোগে ৯৬টি নিয়মভঙ্গকারী চিটফান্ডের ১০০ জনের বেশি কর্ণধারকে গ্রেফতার করে সংস্থাগুলির সমস্ত স্থাবর অবস্থাবর সম্পত্তি আটক করে।"

প্রশ্ন হচ্ছে, সঞ্চায়িতার অতবড় পতনের পরও সরকার বা দল সর্তক হল না কেন? যে আমলে গৃহস্থের হেঁশেলের খবরও নিয়মিত পার্টি অফিসে রক্ষিত হত, সেই আমলে এক দশক ধরে প্রায় একশোটি সংস্থা এইভাবে প্রতারণাকর্ম চালিয়ে যেতে পারল কীভাবে, সরকারের কাছে কোনও খরব পৌঁছল না? মহামান্য অর্থমন্ত্রীও কিছু টের পেলেন না? প্রতারণার লিখিত অভিযোগ জমা পড়তেই তাঁর ঘুম ভাঙল?

এই দ্বিতীয়বারের পতনে পরও সরকার বা দল সর্তক হয়েছিল কি? তিনি লিখছেন "২০০২-০৩' সালে পুনরায় ১৭টি সংস্থার ক্ষেত্রে নিয়ম ভেঙে প্রতারণার লিখিত অভিযোগ রাজ্য সরকারের হাতে জমা পড়ে। তখন রাজ্য সরকার দুধনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে। একদিকে অর্থ দফতরের অধীনে একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অপরাধ অনুসন্ধান শাখা খোলা হয় এবং নিযুক্ত হন দক্ষ অধিকার্তা এবং পুলিশ আধিকারিকগণ। তাদের মিলিত তৎপরতায় লিখিত অভিযোগগুলির ভিত্তিতে ১৭টি সংস্থার কর্ণাধারদের গ্রেফতার করা হয়"।

এই তৎপরতা কতদিন জারি ছিল, এরপরও কোনও নিবারণমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল কি? চিটফান্ড আন্দোলনের প্রধান মুখ সুজন চক্রবর্তীর দলীয় মুখপত্রে ১৫.৩.১৩ তারিখে প্রকাশিত নিবন্ধ থেকে জানা যাচ্ছে, ২০০১-০২ সালের ১৭টি চিটফান্ড সংস্থার ২০ কোটি টাকার আমানত ২০১০-১১ সালে অর্থাৎ তাঁদের শাসনের শেষ বছরে ১২৪৯টি সংস্থার ৫৩ হাজার কোটি টাকায় পৌঁছেছিল।

তাঁর লেখায় চিটফান্ডের এক দশকের জালিয়াতি কারবারের যে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব তা থেকে কেউ যদি তাঁকে চিটফান্ড কনসর্টিয়ামের হিসাবরক্ষক মনে করেন তো তাঁকে দোষ দেওয়া যাবে না। সিবিআই তাঁকে নিয়মরক্ষার মতো করে একবার ডেকেই ছেড়ে দিয়েছিল। ড. অসীম দাশগুপ্তই বা কী করেছিলেন? তিনি যে কিছুই জানতেন না এমন কথাও বলতে পারবেন না। কেননা খোদ দলীয় মুখপত্রেই তাঁকে উদ্দেশ্য করে ১১.১০.২০১০ তারিখে 'চিটফান্ডের প্রতারণা' শীর্ষক একটি পত্রে লেখা হয়েছিল, " টেলিভিশনের যে কোনও নিউজ চ্যানেল ঘোরালেই বিভিন্ন সংবাদ পরিবেশনার আগে পরে মাঝে সিমেন্ট, হোটেল, রিসর্ট, রং, অ্যামিউজমেন্ট পার্ক, মিনারেল ওয়াটার, ওষুধ, চিত্রনগরী মায় সরষের তেলনিয়ে মানুষের াস্তাশে কিংবা সাথে দাঁড়াবার গ্যারান্টি দিয়ে ইদানিংকালে ব্যাঙের ছাতার মতো গজানো সংস্থাগুলির যে কৌশলী বিজ্ঞাপনী প্রচার চলছে তা আশা করি এতদিনে কোনও দর্শকেরই দৃষ্টি এড়ায়নি। জনমানসে ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল করার বাসায় অনেকেই ঢুকে পড়েছে টিভি চ্যানেল কিংবা সংবাদপত্রের ব্যবসায়। অথচ এইসব চটকদার বিজ্ঞাপনের আড়ালে চলছে চিটফান্ডের রমরমা ব্যবসা। সাধারণ মানুষকে ভুল বুঝিয়ে শয়ে সয়ে এজেন্ট নামিয়ে রেকারিং সিস্টেমে তোলা হচ্ছে কোটি কোটি টাকা........। আমাদের রাজ্যের অর্থমন্ত্রী ড. অসীম দাশগুপ্ত পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ মানুষের অর্থ সুরক্ষিত রাখতে এবং ভুয়ো চিটফান্ড সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে দমদম দাওয়াইয়ের কি ব্যবস্থা রেখেছেন, জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে অনুমোদিত সংস্থাগুলির তালিকাসহ জানালে বাধিত হবে"।

না, জনসাধারণের জ্ঞাতর্থে ড. দাশগুপ্ত এ ব্যাপারে কিছুই জানাননি, কেননা তিনি কোনও ব্যবস্থাই নেননি। তার কারণ, ইতিমধ্যে মার্কসবাদী দলের সর্বোচ্চ স্তরের নেতারাই চিটফান্ডের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়ে উঠেছেন। এক দশক জুড়ে তাঁদের দলীয় মুখপত্রে চিটফান্ডের বিরাট বিরাট কর্মকাণ্ড নিয়ে ঢালাও বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছে এবং সেখানে বুদ্ধদের ভট্টাচার্যের ছবিও যথেচ্ছ ব্যবহৃত হয়েছে। বাম সরকারের অন্তত আধ ডজন মন্ত্রী লাগাতার পাতাজোড়া বিজ্ঞাপনের নিজেদের ছবি নিয়ে চিটফান্ডের কর্তাদের ঢালাও প্রশস্তি করেছেন। একটি ছবিতে দেখা যাচ্ছে আইকোর কর্তা অনুকূল মাইতি বুদ্ধদেবকে সম্বর্ধনা জানাচ্ছেন। পাশে দাঁড়িয়ে বিগলিত হাসিতে সেলিম। একটি ছবিতে বিমাম বসুকে দেখা যাচ্ছে 'এমপিএস' কর্থা প্রথম মান্নার কন্যার বিবাহবাসরে ঘনিষ্ঠ বৃত্তে। বিমান বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য টাকা নিয়েছেন এমন অভিযোগ কেউই করবেন না। কিন্তু চিটফান্ড কর্তাদের সঙ্গে ওঠবোস করা, তাদের প্রশস্তি করা কি কার্যত জালিয়াতি কর্মে সহায়তা করা নয়? মানুষ কি তাঁদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই জীবনের যথাসর্বস্ব চিটফান্ডের গর্ভে ঢেলে দেননি? মজার কথা, সিবিআই তাঁদের একেবারের জন্য ডাকেনি পর্যন্ত, হেফাজতে নেওয়া তো দূরের কথা। শুধু সিপিএম নেতারা নন, সিপিএম সুহৃদ কংগ্রেস নেতাদেরও দেখছি। চিটফান্ডের উচ্ছ্বসিত প্রশস্তি গাইতে। ২৯.১০.১০ এ নেতাজি ইন্ডোরে সারদার বার্ষিক সভায় গিয়ে সোমেন মিত্র বলেছিলেন, "বহু পরিশ্রমে ও লড়াই করে সুদীপ্ত আজ হাজার হাজার মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পেরেছে। এখন দায়িত্ব আপনাদের। গোটা সারদা গোষ্ঠীকে আজ এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে, নিজেদের প্রতিষ্ঠানকে আরও গর্বের হিসেবে গড়ে তুলতে হবে"।

মজার কথা, এই সোমেন মিত্রই চিটফান্ড পৃষ্ঠপোষকতার জন্য তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর কাছে নালিশ ঠুকেছিলেন এবং সিবিআই তাঁকেও একবার মাত্র ডেকেই ছেড়ে দিয়েছে। শুধু এ রাজ্যেই নয়, অসমেও অধনা বিজেপি সরকারের মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এবং ত্রিপুরায় তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার চিটফান্ড প্রসারের বিরাট সহায়তা দিয়েছিলেন। মানিক মন্ত্রিসভার এক সদস্য চিটফান্ডের এজেন্ট ছিলেন। এদেরসবার সম্পর্কেই সিবিআই হিরন্ময় নীরবতা পালন করে চলেছে। এরাজ্যে তৃণমূলকে উৎখাতের জন্য সিপিএম কংগ্রেস নির্বাচনে দেখা গেছে, সিবিআই তদন্ত যে সেই বোঝাপড়ার চিত্রনাট্য অনুসরণ করে চলেছে, এটা বুঝতে আর কোনও অসুবিধা হয়কি?

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সোমবার দুই লোকসভা ও ৬৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচন, শেষ হল প্রচার

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : আগামী সোমবার ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানার বিধানসভা ভোটের পাশাপাশি বিহারের সমস্তীপুর এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা এই দুটি লোকসভা আসনেও উপ-নির্বাচনে গ্রহণ হবে ঊ এছাড়া ১৮টি রাজ্যের ৬৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হবে ওই দিন ঊ আজ শনিবার বিকেল পাঁচটায় শেষ হল ভোটের প্রচার ঊ ২৪ অক্টোবর ভোটের ফল ঘোষণা।

লোকসভা ভোটের পর ফের ভোট গ্রহণ হচ্ছে দেশের একাধিক রাজ্যে ঊ আগামী সোমবার ২১ অক্টোবর বিহারের সমস্তীপুর এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা এই দুটি লোকসভা আসনেও উপ-নির্বাচনে গ্রহণ হবে ঊ সমস্তীপুরের লোক জনশক্তি পার্টির সাংসদ রামচন্দ্র পাসওয়ানের মৃত্যুর কারণে এই আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সাতারা থেকে লোকসভার এনসিপি সাংসদ উদয়নরাজ ভোসলে পদত্যাগের কারণে এখানে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

এছাড়া ওই দিন ১৮টি রাজ্যের ৬৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হবে ঊ যেগুলি হল কর্ণাটকের ১৫টি, উত্তরপ্রদেশে ১১টি, বিহারে পাঁচটি, গুজরাতে চারটি, মধ্যপ্রদেশে একটি, রাজস্থানে দুটি, পাঞ্জাবে চারটি, অসমে চারটি, কেরলে পাঁচটি, মেঘালয়ে একটি, ওডিশায় একটি, পুডুচেরি একতি, সিকিমে তিনটি, তামিলনাড়ুতে দুইটি, তেলেঙ্গানায় একটি, ছত্তিশগড়ে একটি, অরুণাচল প্রদেশে একটি এবং হিমাচলপ্রদেশের দুইটি বিধানসভা আসনে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। উপনির্বাচনের ফলাফল ২৪ অক্টোবর জানা যাবে।

রাষ্ট্রনেতারে দায নেই, দেশে দেশে জাগছে গ্রেটারা

পুলক মিত্র

গ্রেটা থুনবার্গ। বছর ষোলর এই কিশোরীই এখন বিশ্বজুড়ে পরিবেশ আন্দোলনের নতন মুখ। নিউইয়র্কে গত মাসে রাষ্ট্রসংঘের জলবায়ু সম্মেলনে গ্রেটা যেভাবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সহ বিশ্বের তাবড় তাবড় রাষ্ট্রনেতাদের নিশানা করেছে, তা নানা মহলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। কী বলেছে গ্রেটা? রাষ্ট্রনেতাদের লক্ষ্য করে এই কিশোরীর বক্তব্য, "আপনারা ফাঁকা ভাষণ দিয়ে আমার শৈশব, আমার স্বপ্ন কেড়ে নিয়েছেন তবুও আমি একজন ভাগ্যবান। মানুষ ভুগছে, মারা যাচ্ছে, গোটা বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়েছে"। এতেই থেমে থাকেনি এই সুইডিশ কন্যা। তার সাফ কথা-"আমরা বড়সড় ধ্বংসের মুখে দাঁড়িয়ে, আর আপনারা অর্থ এবং সুন্দর আর্থিক সমৃদ্ধির কথা বলছেন, আপনাদের কী সাহস।"

বলা বাহুল্য, গ্রেটার বক্তব্যে সবচেয়ে বেশি চটেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট চটবেন, সেটাই স্বাভাবিক। দুনিয়ার ধনী দেশগুলির লাগামছাড়া ভোগবিলাসের চাহিদা গোটা পৃথিবীকে আজ বিপন্নতার মুখে ঠেলে দিয়েছে। পৃথিবী ক্রমশ উষ্ণ হচ্ছে, আন্টর্কাটিকায় বরফ গলছে। জলবায়ুর পরিবর্তন বড় সঙ্কট হয়ে দেখা দিয়েছে। এটা আজ কারোর অজানা নয়। রাষ্ট্রনেতাদের মুখে মাঝে মধ্যে উদ্বেগের কথা শোনা যায় ঠিকই, কিন্তু তাগিদটা ততটা চোখে পড়ে না। তাই পথে নামতে হয় গ্রেটাদের। তাঁর আন্দোলনের পদ্ধতি রীতিমতো আলোড়ন ফেলে দিয়েছে।

কীভাবে খবরের শিরোনামে এল গ্রেটা। সময়টা ছিল গত বছরের ৯ সেপ্টেম্বর। সেদিন ছিল সুইডেনের সাধারণ নির্বাচন। জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে দেশের নেতাদের দায়সারা মনোভাবের প্রতিবাদ জানীতে অভিনব পথ বেছে নিল গ্রেটা। ২০ আগস্ট থেকে ৯ সেপ্টেম্বর, টানা তিন সপ্তাহ স্কুল বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয় সে। পার্লামেন্ট ভবন, স্কুল রাস্তার মোড়, সর্বত্রই পোস্টার প্রতিবাদ জানাতে থাকে গ্রেটা। লক্ষ্য একটাই, জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ে রাজনৈতিক নেতাদের নিস্পৃহতার বিরুদ্ধে বিশ্বর মানুষের কাছে বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

২০ দিনের আন্দোলনের শেষে এই ষোড়শী ক্লাসে ফিরে গেলেও, তার লড়াই কিন্তু থামেনি। এরপর থেকে প্রতি শুক্রবার স্কুল কামাকিরে রাস্তায় নেম র প্রতিবাদ জানীতে থাকে গ্রেটা। আন্দোলনটা একাই শুরু করেছিল সে। এখন অবশ্য সে একা নয়। দেশে দেশে গ্রেটার মতো স্কুলপড়ুয়া বিশ্বকে বাঁচাতে পথে নেমেছে।

গ্রেটার পথ ধরেই দূষণের বিরুদ্ধে পথে নেমেছে থাইল্যান্ডের এক কিশোরী। তার নাম রেলিন সতিতানাসার্ন। তবে সবাই তাকে চেনে লিলি নামেই। ব্যাঙ্ককের বাসিন্দা ১২ বছরের লিলি মাঝেমাঝেই প্যাডেলবোট নিয়ে খাল সাপাইয়ে নেমে পড়ে। ব্যাঙ্ককের খালটি প্রায়ই প্লাস্টিক আবর্জনায় ভর্তি থাকে। খালটিকে প্লাস্টিক দূষণ থেকে রক্ষা করার শপথ নিয়েছে লিলি। এর জন্য তাকে স্কুলও কামাই করতে হয়। তথ্য বলছে, থাইল্যান্ডের মানুষ প্রতিদিন ৮টি করে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার করেন। সমুদ্রে প্লাস্টিক দূষণের জন্য দায়ী বিশ্বের অগ্রণী দেশগুলির মধ্যে ৬ নম্বরে রয়েছে থাইল্যান্ড। লিলিকে ইতিমধ্যে অনেকেই 'এশিয়ার গ্রেটা থুনবার্গ' আখ্যা দিতে শুরু করেছেন। গত মাসে রাষ্ট্রেসংঘের পরিবেশ সম্মেলনের আগে বিশ্বের অন্তত দেড়শোটি দেশের পড়ুয়ারা আন্দোলনে নেমেছিল। এই বিক্ষোভ সবচেয়ে বড় চেহারা নিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ায়। রাষ্ট্রনেতাদের প্রতি বিক্ষোভকারীদের বার্তা ছিল, এই বিশ্বকে বাঁচাতে হলে, এখনই দ্রুত ব্যবসথা নিতে হবে। ক্রমবর্ধমান দূষণের জেরে ধরিত্রী আজ সত্যিই বিপন্ন। এই সত্যটা সবাই বুঝতে পারছেন। সব জেনেবুঝেও নির্বিকার আমাদের রাষ্ট্রনেতারা। তাঁদের কাছে পরিবেশের বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল ভোটব্যাঙ্ক। তাই প্লাস্টিক দূষণ যতই ভয়ঙ্কর চেহারা নিক, এর উৎপাদন বন্ধ করার গরজ নেই। শুধুমাত্র কিছু সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেই নিজের দায় সেরেছে আমাদের বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার। সরকার কিছু কিছু পাস্টিকের ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করছে। প্রশ্ন ওঠে, প্লাস্টিক দূষণ যখন দিন দিন বিপজ্জনক চেহারা নিচ্ছে, তখন এর উৎপাদন নিষিদ্ধ করা হচ্ছে না কেন? উত্তরটা খুব সহজ। প্লাস্টিক উৎপাদন নিষিদ্ধ হলে রাতারাতি বহু কারখানার ঝাঁপ বন্ধ হবে। কাজ হারাবেন অনেক মানুষ। কর্মসংস্থানের এই মন্দার বাজারে সরকার তাই কোনওরকম ঝুঁকি নিতে নারাজ। শুধুমাত্র চাকরির দোহাই দিয়ে এই ধরনের গুরুতর সমস্যা থেকে দূরে থাকা সম্ভব? প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিকল্প বাজারে চলে এসেছে। কম খরচে সেই ব্যাগের ব্যবহার কীভাবে বানানো যায়, তা নিয়ে সরকারি স্তরে তৎপরতা কোথায়? তাই প্লাস্টিক দূষণের বিরুদ্ধে সরকারের উদ্বেগ আসলে মায়াকান্না ছাড়া কিছুই নয়। তবে আশার কথা, গ্রেটা-র মতো স্কুল পড়ুয়াদের আন্দোলন বিশ্বের বেশ কিছু দেশের রাষ্ট্রনেতাদের চাপে ফেলে দিয়েছে। পরিস্থিতিই তাঁদের দূষণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য করছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এক নজরে বাংলাদেশ

মনির হোসেন, ঢাকা,

মীজানুরের কথায় আকাশ থেকে পড়লেন বিএনপি নেতা খন্দকার মোশাররফ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৯।। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ছেড়ে বিএনপিতে যোগ দেওয়া খন্দকার মোশাররফ হোসেন আকাশ থেকে পড়েছেন যুবলীগের চেয়ারম্যান হতে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মীজানুর রহমানের আগ্রহ দেখে।

শনিবার এক আলোচনা সভায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কড়া সমালোচনা করেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মোশাররফ।তিনি বলেছেন,জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর মীজানুর রহমান ঘোষণা করেছেন যুবলীগের যদি তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, তিনি উপাচার্যের পদ ছেড়ে দেবেন।আমি আকাশ থেকে পড়েছি .. ধিক, লজ্জার। সমাজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে? কী জন্য? যুবলীগের দায়িত্বে গেলে ক্যাসিনো চালানো যায়, যুবলীগের দায়িত্বে গেলেই টেন্ডার, যুবলীগের দায়িত্বে গেলে হাজার হাজার কোটি টাকা লুট করার ব্যবস্থা আছে। চিন্তা করেন, একজন ভাইস চ্যান্সেলরের ল্য কী হয়ে গেছে!

ক্যাসিনোকাণ্ডে জড়িয়ে যুবলীগের কয়েকজন নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার প্রোপটে আওয়ামী লীগের যুব সংগঠনটির সম্মেলন হতে যাচ্ছে। আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন, সংগঠনটিকে কলঙ্কমুক্ত করতে এখন পরিচ্ছন্ন নেতৃত্ব আনার পরিকল্পনা হচ্ছে।এর মধ্যেই যুবলীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য মীজানুর রহমান বলেন, যুবলীগকে সুপথে ফেরাতে তাকে চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হলে তা নিতে উপাচার্যের পদ ছাড়তে তিনি রাজি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মীজানুরকে কয়েক বছর আগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়। বিএনপি নেতা খন্দকার মোশাররফও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন।

খন্দকার মোশাররফ বলেন,আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম, হলের ভিপি ছিলাম, একটি ছাত্র সংগঠনের (ছাত্রলীগ) নেতা ছিলাম, তারপরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার হয়েছি, অ্যাসিস্টেন্ট প্রফেসার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসার, প্রফেসার হয়েছি, বিভাগীয় চেয়ারম্যান, সব হয়েছি।একজন ভাইস চ্যান্সেলর একটি দলের অঙ্গ সংগঠনের প্রধান হতে চান, যে সংগঠনটি বর্তমানে দুর্নীতিবাজ-চাঁদাবাজ-টেন্ডারবাজের জন্য বিখ্যাত। এর চাইতে সমাজের পচনের উদাহরণ আর এর থেকে বেশি আর হতে পারে না।জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসঙ্গ টেনে এই বিএনপি নেতা বলেন,জাহাঙ্গীনগব় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ছাত্রলীগ নেতাদের ঈদের বখশিশ দিয়েছেন ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা।যে ভাইস চ্যান্সেলর ঈদের সালামী দেন ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা, তাহলে তিনি কি করছেন? উনার কাছে কি টাকার গাছ আছে, না টাকা বানানোর মেশিন আছে? দুর্নীতির জন্য সরকারকে দায়ী করে খন্দকার মোশাররফ বলেন, এই সরকার 'জনগণের সরকার নয়' বলে সব স্তরে আজ পচন লেগেছে।জবাবদিহিতার অভাবে এমন অবস্থা হয়েছে যে, শুধু খালেদা জিয়াকে একা কারাগারে রাখে নাই, কারাগারে বন্দি করেছে এদেশের গণতন্ত্রকে। একজনের স্বপ্ন আজীবন প্রধানমন্ত্রী থাকার জন্য এটা করেছে।এই অবস্থা পরিবর্তনে বিএনপি চেয়ারপারসনকে কারামুক্ত করতে আন্দোলনে নামতে সবাইকে আহ্বান জানান খন্দকার মোশাররফ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাম্প্রতিক ভারত সফরে দেশটির সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির সমালোচনা করে খন্দকার মোশাররফ বলেন,এই সরকার যে চারটা চুক্তি করে এসেছে, এগুলোর মধ্যে শুধু দেওয়া আছে, নেওয়ার কথা কোথাও লেখা নাই।তিস্তা কতদিন যাবত আমাদের বিরাট সমস্যা, এটার কোনো কথা নাই, আমাদের ৫৪টা অভিন্ন নদীতে বাঁধ দিয়ে দিয়েছে ভারত, এগুলোর বিষয়ে কোনো আলোচনা নাই। ফেনী নদীর পানি দেওয়ার বিষয়ে তিনি বলেন,প্রধানমন্ত্রী মানবিক কারণে সামান্য পানি দিয়েছেন। আমরা ইতোমধ্যে পত্রিকায় দেখেছি যে, ১.৮ কিউসেক যে পানি দিয়েছে, তার আগেই না কি তারা ৩৬টা পাম্প দিয়ে বেআইনিভাবে ৭২ কিউসেক পানি নিচ্ছে। তাই আমরা মনে করি, এগুলো দেশের স্বার্থবিরোধী চুক্তি।চুক্তির সমালোচনাকারী বুয়েটছাত্র আবরার ফাহাদের হত্যাকারীদের পেছনে যারা ছিলেন, তাদেরও বিচার জনগণ একদিন করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন সাবেক মন্ত্রী খন্দকার মোশাররফ।

জাতীয় প্রেস কাবে খালেদা জিয়া মুক্তি পরিষদের এই আলোচনা সভায় মোশারফ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সভাপতি তাজুল ইসলাম গাজী, বিএনপি নেতা নবী উল্লাহ নবী, ফরিদউদ্দিন প্রমুখ।

যুবলীগের চেয়ারম্যান করলে ভিসি পদ ছাড়বেন অধ্যাপক মীজান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৯।। ক্যাসিনোকাণ্ডে সমালোচনার মুখে থাকা যুবলীগের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দায়িত্ব ছাড়তে রাজি অধ্যাপক মীজানুর রহমান।

আগামী ২৩ নভেম্বর যুবলীগের সম্মেলন সামনে রেখে সম্প্রতি একটি টেলিভিশন টক শোতে এই আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি।এ বিষয়ে জানতে চাইলে অধ্যাপক মীজান বলেন,যুবলীগ নিয়ে সারা দেশে সমালোচনা শুরু হওয়ার পর অনেক নেতাকর্মী আমাকে দায়িত্ব নেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছে। সেই কারণে আমি বলছি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন আমাকে যেই দায়িত্ব দিয়েছে তা আমি সঠিকভাবে পালন করেছি।যুবলীগের ভাবমূর্তি ফিরিয়ে আনতে নেত্রী আমাকে যুবলীগের দায়িত্ব দিলে আমি উপাচার্য পদ ছেড়ে দিয়ে দায়িত্ব নেব।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিংয়ের অধ্যাপক মীজানুর রহমানের যুবলীগ সম্পৃক্ততা অনেক দিনের। ষাটোর্ধ এই অধ্যাপক বর্তমানে সংগঠনটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য।তবে ২০১৩ সালে জগন্নাথের উপাচার্য হওয়ার পরে আর সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত নন বলে জানিয়েছেন তিনি।অধ্যাপক মীজান বলেন,যুবলীগের রাজনীতি আমি দীর্ঘদিন ধরে করি। তবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হিসেবে দায়িত্ব দেওয়ার পর থেকে যুবলীগের কোনো কর্মকাণ্ডে যাইনি।

গত ১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকার কয়েকটি ক্রীড়া কাবে র্যা বের অভিযানে ক্যাসিনো চালানোর প্রমাণ পাওয়ার পর এতে যুবলীগের শীর্ষ পর্যায়ের নেতাদের সম্পৃক্ততার বিষয়টি প্রকাশ্যে আসে। অবৈধভাবে ক্যাসিনো চালানোয় যুবলীগের ঢাকা মহানগর দিণের সভাপতি ইসমাইল চৌধুরী সম্রাট এবং সাংগঠনিক সম্পাদক খালেদ মাহমুদ ভূঁইয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

এরপর থেকে যুবলীগের চেয়ারম্যান ওমর ফারুক চৌধুরীর নামও উঠে আসে। তার বিদেশ যেতে নিষেধাজ্ঞার পাশাপাশি ব্যাংক হিসাব তলব করা হয়।ওমর ফারুক চৌধুরী ছাড়াই সম্প্রতি সংগঠনটির সভাপতিমণ্ডলীর সদস্যদের বৈঠক হয়েছে।এই প্রসঙ্গ তুলে ধরে মীজানুর রহমান বলেন, ওমর ফারুক চৌধুরী চেয়ারম্যানের দায়িত্বে না থাকলে ১ নম্বর সহ-সভাপতি হিসেবে আমিই দায়িত্বে আসি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে যুবলীগের দায়িত্ব দিলে ভিসির পদ ছাড়তে আমি রাজি আছি।

যেখানেই অনিয়ম-দুর্নীতি সেখানেই অভিযান: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৯।। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খাঁন কামাল বলেছেন, দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠার লয যেসব জায়গায় অনিয়ম, দুর্নীতি ও আইন লংঘনের ঘটনা ঘটবে সেখানেই অভিযান চালানো হবে।ক্যাসিনো, জুয়া, দুর্নীতি ও টেন্ডারবাজদের ধরতে গত মাসের মাঝামাঝিতে শুরু হওয়া র্যা ব-পুলিশের অভিযানে দৃশ্যত ভাটা পড়ার মধ্যে শনিবার এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি।

এফডিসিতে ডিবেট ফর ডেমোক্রেসির আয়োজনে 'ইউসিবি পাবলিক পার্লামেন্ট' শিরোনামে এক ছায়া সংসদীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।তিনি বলেন,দুর্নীতি, অনিয়ম, দখলদার, টেন্ডারবাজ, সহিংসতা বন্ধসহ দারিদ্র্য দূর করার ল্য নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাজ করে যাচ্ছেন। দলমত সকল কিছুর ঊর্ধে উঠে তার নির্দেশে কোনো অপরাধীকে ছাড় দেওয়া হচ্ছে না। সেতে ত্র কে পাহাড়ি, কে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এসব দেখা হচ্ছে না।যেখানে অনিয়ম, অসংগতি, যেখানে আইন অমান্য হচ্ছে বা দুর্নীতি হচ্ছে সেখানেই এ অভিযান চলতে থাকবে। টেন্ডারবাজ ও দুর্নীতিবাজসহ মাদকের বিরুদ্ধে 'জিরো টলারেন্স' নীতি গ্রহণ করে সরকার সুশাসন প্রতিষ্ঠায় কাজ করছে।

বুয়েটছাত্র আবরার হত্যাকাণ্ড নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন,এটি অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। এ ঘটনায় আমরা সকলে বিস্মিত হয়েছি, ব্যথিত হয়েছি, দুঃখ পেয়েছি।কীভাবে বুয়েটের মতো প্রতিষ্ঠানের মেধাবী শির্থীরা এ ধরনের হত্যাকাণ্ড ঘটাল, তা আমাদের আশ্চর্য করেছে।'দ্রুতই' প্রকৃত অপরাধীদের চিহ্নিত করে এ হত্যা মামলার একটি 'নির্ভুল' অভিযোগপত্র আদালতে দাখিল করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

নিজের মন্ত্রণালয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়ে আসাদুজ্জামান কামাল বলেন,স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পুলিশ, বিজিবি, কোস্টগার্ড, র্যা ব, আনসারসহ সব প্রতিষ্ঠানকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

আয়োজক সংগঠনের চেয়ারম্যান হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ প্রতিযোগিতায় ঢাকা কলেজ বিতার্কিক দলকে হারিয়ে বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি অব ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজির দল জয়ী হয়।

প্রতিযোগিতায় বিচারক ছিলেন সাংবাদিক মোরছালীন বাবলা, সাজেদা পারভীন সাজু, পারভেজ রেজা, রোকসানা আনজুমান ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক ড় তাজুল ইসলাম চৌধুরী তুহিন। প্রতিযোগিতা শেষে অংশগ্রহণকারী বিতার্কিকদের ক্রেস্ট ও সনদ দেওয়া হয়।

উন্নয়নের অনেক সূচকে বাংলাদেশ ইতিমধ্যে অনেক দেশকে অতিক্রম করেছে: তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৯।। তথ্যমন্ত্রী ড় হাছান মাহমুদ শনিবার বলেছেন, উন্নয়নের অনেক সূচকে বাংলাদেশ ইতিমধ্যেই অনেক দেশকে অতিক্রম করেছে। আর এগুলোর সবই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে।

তথ্যমন্ত্রী সকালে চট্টগ্রাম ভেটেরিনারি ও এনিম্যাল সাইন্সেস বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিভাসু) দুই দিনব্যাপী ১৬তম আর্নজাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ সব কথা বলেন।তিনি বলেন, 'আগে আমাদের ঈদ-উল-আযহার সময় কোরবানির পশুর জন্য পার্শবর্তী দেশের ওপর নির্ভর করতে হত। এখন আমাদের পর্যাপ্ত প্রাণী সম্পদ রয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে গবেষণা এবং নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী বৈজ্ঞানিক সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিভাসু'র উপাচার্য প্রফেসর ড় গৌতম বুদ্ধ দাশ। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সদস্য অধ্যাপক ড় মো. সাজ্জাদ হোসেন এবং বাংলাদেশ নিরাপদ খাদ্য কর্তৃপরে চেয়ারম্যান সৈয়দা সারওয়ার জাহান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিভাসু'র ওয়ান হেলথ ইনস্টিটিউটের পরিচালক প্রফেসর ড় শারমীন চৌধুরী।

এবারের সম্মেলনের প্রতিপাদ্য-ইন্টেন্সিফিকেশন অব লাইনস্টক অ্যান্ড ফিশারিশ ফর এচিভিং ফুড সেফটি অ্যান্ড নিউট্রিশনাল সিকিউরিটি: চ্যালেঞ্জ অ্যান্ড অপারচুনিটি।

তথ্যমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের জনসংখ্যা অনেক বেড়েছে। কমেছে আবাদি জমির পরিমাণ। তারপরও বাংলাদেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। দেশের চাহিদা মিটিয়ে বাংলাদেশ এ বছর ২ লাখ টন খাদ্য শস্য রপ্তানি করবে। ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করতে হলে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে বলেও বলেন তিনি।

দেশি-বিদেশি বিজ্ঞানী, গবেষক, শিবিদ এবং পেশাজীবীদের এ সম্মেলন জ্ঞান ও গবেষণার নতুন ত্রে তৈরি করবে আশাবাদ ব্যক্ত করে তথ্যমন্ত্রী বলেন, 'আমি স্বপ্ন দেখি উচ্চশিা ও গবেষণারেত্রে সিভাসু একটি 'সেন্টার অব এক্সেলেন্স' হবে এবং কৃষি বিজ্ঞান বিষয়ে এটি হবে সেরা বিশণবিদ্যালয়।'

তিনি সিভাসু কর্তৃপকে শিার গুণগত মান বজায় রাখার আহ্বান জানান। হাছান মাহমুদ বলেন, একটি বিশ্ববিদ্যালয় কত বড় সেটার উপর বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও মর্যাদা নির্ভর করে না। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম ও মর্যাদা নির্ভর করে গুণগত শিা ও গবেষণা কর্মের উপর। পৃথিবীতে অনেক ছোট ছোট বিশ্ববিদ্যালয় আছে যেগুলো শিা ও গবেষণা কর্মে খুবই ভালো।

ঢাকায় টিচিং এন্ড ট্রেনিং পেট হসপিটাল ও রিসার্চ সেন্টার স্থাপন, রাঙ্গামাটির কাপ্তাই লেকে ভ্রাম্যমান গবেষণা তরী নির্মাণ, হাটহাজারীতে রিসার্চ এন্ড ফার্ম বেইজড ক্যাম্পাস ও কক্সবাজারে গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনসহ সিভাসু অনেক উদ্ভাবনী উদ্যোগের প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'সিভাসুর শির্থীরা বিদেশে যাচ্ছে এবং বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শির্থীরা এখানে আসছে। বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করার জন্য এ ধরণের এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।'

সাজ্জাদ হোসেন বলেন, গুণগত শিা ও গবেষণা ছাড়া দেশের ধারাবাহিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক সমতা অর্জন ও দারিদ্র্য দূরীকরণে গবেষণার সুদূর প্রসারী ভূমিকা রয়েছে।দুই দিনের সম্মেলনে মোট ৭টি টেকনিক্যাল সেশনে ৪টি মূল প্রবন্ধ এবং ৫২টি গবেষণা প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়। সম্মেলনে বিষয় সংশ্লিষ্ট ৫২টি পোস্টার প্রদর্শিত হয়।

আন্তর্জাতিক এ সম্মেলনে যুক্তরাজ্য, মালয়েশিয়া, ভারতসহ দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার প্রায় ৩০০ জন বিজ্ঞানী, গবেষক, শিবিদ, পরিবেশবিদ, পেশাজীবী, এনজিও কর্মী, উন্নয়ন সহযোগী ও দাতা সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করছেন।

গত নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি: মেনন

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৯।। আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে ভোট করে সংসদে যাওয়া ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন বলেছেন, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারেননি। শনিবার বরিশালে এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন,আমিও নির্বাচিত হয়েছি। তারপরও আমি স্যা দিচ্ছি, ওই নির্বাচনে জনগণ ভোট দিতে পারেনি। এমনকি পরবর্তীতে উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও ভোট দিতে পারেনি দেশের মানুষ।

আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলীয় জোটের শরিক ওয়ার্কার্স পার্টির নেতা হিসেবে ঢাকা-৮ আসনে নৌকা প্রতীক নিয়ে গত দুই সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হন মেনন। বিগত সরকারে প্রথমে বেসরকারি বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এবং পরে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ছিল তার কাঁধে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির ভোট বর্জন করা বিএনপি তখন থেকেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে 'গণতন্ত্র' হরণের অভিযোগ করে এলেও এতদিন চুপ ছিলেন মেনন।এরপর গত ৩০ ডিসেম্বরের ওই নির্বাচনে বিএনপি নেতৃত্বাধীন বিরোধী জোট মতাসীনদের বিরুদ্ধে 'ভোট ডাকাতির' অভিযোগ তুললেও বামপন্থি মেননের মুখে এ বিষয়ে কিছু শোনা যায়নি।

ওই নির্বাচনের মাধ্যমে টানা তৃতীয় মেয়াদে শেখ হাসিনা সরকার গঠনের নয় মাস পর এ নিয়ে মুখ

ছয়ের পাতায়

রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগে জার্মানির প্রতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আহবান

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৯।। জার্মান সফররত বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আবদুল মোমেন মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা ও মর্যাদার সঙ্গে নিজ ভূমি রাখাইন রাজ্যে ফিরিয়ে নিতে সহায়ক পরিবেশ তৈরির জন্য মিয়ানমারের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাইকো মাসের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।শনিবার এখানে প্রাপ্ত এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা বলা হয়।শুক্রবার বার্লিনে জার্মান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম দ্বিপীয় বৈঠকে মোমেন রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত নৃশংসতার জন্য জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে জার্মানির সহায়তা চেয়েছেন।বৈঠককালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী গতমাসে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রস্তাবিত চার দফা তুলে ধরেন। রোহিঙ্গা ইস্যু ছাড়াও তিনি বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের মধ্যে দ্বিপাকি সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের জনতাত্ত্বিক সুবিধা এবং সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগের (এফডিআই) জন্য আকর্ষণীয় বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণের জন্য জার্মান উদ্যোক্তাদেরকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানান।বৈঠকে বাংলাদেশের জন্য জার্মান উন্নয়ন সহযোগিতা এবং দুই দেশের মধ্যে বিদ্যমান ব্যবসায়িক সম্পর্ক নিয়েও আলোচনা হয়। জার্মানির পররাষ্ট্রমন্ত্রী রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেয়ার জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন।হাইকো মাস অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশের অর্জনের প্রশংসা করেন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় বাংলাদেশকে সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এরআগে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোমেন জার্মানির ইকোনমিক কো-অপারেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট মন্ত্রী ড় গ্রেড মুয়েলারের সঙ্গে বৈঠক করেন।

বৈঠককালে মোমেন গ্রামীণ উন্নয়ন, প্রাথমিক শিা, বেসরকারি খাতের উন্নয়ন, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবেলার মতো খাতে বাংলাদেশকে জার্মানির উন্নয়ন সহযোগিতার প্রশংসা করেন।বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্পের কারখানা নিরাপদ, স্বাস্থ্যসম্মত ও পরিবেশবান্ধব উল্লেখ করে মোমেন বলেন, শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও অধিকার ইস্যুতে বাংলাদেশ অসামান্য উন্নয়ন অর্জন করেছে।

বিজিএমইএ সভাপতি ড় রুবানা হক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি টেক্সটাইল পণ্যের ব্যাপারে পরিবেশ ও সামাজিক সচেতনতা উদ্যোগ হিসেবে জার্মানির 'সবুজ বোতাম' উদ্যোগে বিজিএমইএ যোগদানের আগ্রহের কথা জানান।মুয়েলার 'সবুজ বোতাম' স্কিমে যোগদানের ব্যাপারে বাংলাদেশের সিদ্ধান্তের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী জার্মান বিভিএমডব্লিউ'র প্রেসিডেন্ট এবং ওয়ার্ল এসএমই'র ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর মারিও ওহোভেন এবং জার্মান সরকারের গবেষণা ইনস্টিটিউট ফ্রেডরিক এবার্ট- স্টিফটাং (এফইএস)'র মহাসচিব ড় রোল্যান্ড স্মিডটের সঙ্গে একই দিনে বৈঠকে মিলিত হন।

মোমেন অর্থনৈতিক কূটনীতি জোরদারে এবং রোহিঙ্গা সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক চাপ বৃদ্ধির জন্য চারটি ইউরোপিয়ান দেশ- জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি এবং গ্রীসে দুই সপ্তাহের সফরে রয়েছেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী আগামীকাল ফ্রান্সের উদ্দেশে বার্লিন ত্যাগ করবেন।

টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার রার নিশ্চয়তা দিতে হবে : জাতিসংঘে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৯।। বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আব্দুল মজিদ খান এমপি জাতিসংঘে এক অনুষ্ঠানে বলেছেন, টেকসই প্রত্যাবাসনের জন্য মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার রার নিশ্চয়তা দিতে হবে।

গতকাল জাতিসংঘ সদরদপ্তরে চলতি ৭৪তম সাধারণ পরিষদের ৩য় কমিটির আওতায় মানবাধিকার ইস্যুতে দেয়া বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।মজিদ খান এসময় আরও বলেন, "একজন রোহিঙ্গা সদস্যও মিয়ানমারে ফিরে যেতে রাজি নয় যতণ না তারা নিশ্চিত হচ্ছে যে, মিয়ানমার তাদের নিরাপত্তা, জীবিকা, ন্যায়বিচার ও অধিকার রার বিষয়গুলোর নিশ্চয়তা দিবে। তাই টেকসই প্রত্যাবাসন শুরু করতে হলে মিয়ানমারকে রোহিঙ্গাদের মানবাধিকার রার নিশ্চয়তা দিতে হবে। প্রত্যাবাসনের উপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি করে তাদের আস্থা পুনরুজ্জীবিত করতে হবে।

মিয়ানমারের নিরাপত্তা বাহিনীর নৃশংসতার শিকার হয়ে প্রাণ বাঁচাতে নিজভূমি থেকে পালিয়ে আসা ১ দশমিক ২ মিলিয়ন রোহিঙ্গাকে মানবিক আশ্রয় দেওয়ারেত্রে বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ যে উদারতা দেখিয়েছেন তা উল্লেখ করেন এই সংসদ সদস্য।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ মানবাধিকার রা ইস্যুতে যে সকল পদপে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তা সভাকে অবহিত করেন সংসদ সদস্য আব্দুল মজিদ খান। তিনি বলেন, এসকল পদেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ২০১৮ সালের মে মাস পর্যন্ত তিনবার ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ ও রিপোর্ট উপস্থাপন, জেনেভাস্থ নিপীড়ন বিরোধী কমিটিতে দেশ পর্যায়ের প্রতিবেদন উপস্থাপন এবং ২০১৭ সালে হিউম্যান রাইটস কমিটি'র ১১৯তম সেশনে বাংলাদেশে বেসামরিক ও রাজনৈতিক অধিকারের চলমান অবস্থার উপর রির্পোট প্রদান।

বাংলাদেশের স্বাধীন বিচার বিভাগ ও জাতীয় মানবাধিকার কমিশন যে কোনো মানবাধিকার ইস্যু বিবেচনায় নিতে সদা প্রস্তুত রয়েছে বলে উল্লেখ করেন মজিদ খান। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন ও বিধিবিধানের সাথে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে যখনই জাতীয় কোনো আইন বা বিধির পুনঃ মূল্যায়ন ও হালনাগাদ করা প্রয়োজন, তখনই সেটি করছে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ।

বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার সুরা ও অগ্রায়নে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাথে বাংলাদেশের অব্যাহতভাবে কাজ করে যাওয়ার যে প্রতিশ্রুতি রয়েছে তা পুনর্ব্যক্ত করেন আব্দুল মজিদ খান।

উল্লেখ্য বাংলাদেশ বর্তমানে মানবাধিকার কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছে। উল্লেখ্য, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনের মূল কমিটিসমূহের চলমান বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশ নিতে বর্তমানে নিউইয়র্ক অবস্থান করছেন সংসদ সদস্য আব্দুল মজিদ খান।

শুদ্ধি অভিযানে যারা টার্গেট সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে: ওবায়দুল কাদের

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,অক্টোবর ১৯।। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, চলমান শুদ্ধি অভিযানে যারা টার্গেট রয়েছে তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

শনিবার নারায়ণগঞ্জে মেঘনা সেতুর অ্যাপ্রোচ সড়কের সংস্কার কাজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।ওবায়দুল কাদের বলেন, বুয়েট শির্থী আবরার হত্যাকান্ডের পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সব আসামীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছাত্রলীগের নেতাকর্মী হওয়ার পরও তাদেরকে কোনো ছাড় দেয়া হয়নি। শুদ্ধি অভিযানে যারা টার্গেট রয়েছে তাদের সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

বিরোধী দলের সাথে আমরা বৈরী সম্পর্ক চাই-না উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, আমরা চাই বিরোধীদল গঠনমুলক ও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। আমরাও তাদের ব্যাপারে অনেক সহনশীল। বিএনপি'র ৭ জন সংসদ সদস্য থাকার পরও একজন সংরতি নারী সংসদ সদস্য দেয়া হয়েছে। বিরোধী দলের সংসদ সদস্যরা পার্লামেন্টের ভেতরে বাইরে যা খুশি বলছেন। বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছেন। কোন বাধা দেয়া হচ্ছে না। যে সহনশীল আচরণ করা হচ্ছে তা শেখ হাসিনা সরকার আছে বলেই করা হচ্ছে। দলের সহযোগী সংগঠনগুলোর সম্মেলনের বিষয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন, আওয়ামী লীগের সহযোগী যেসব সংগঠনের মেয়াদ ৭-৮ বছর পেরিয়ে গেছে নভেম্বরের মধ্যে সেসব সংগঠনের সম্মেলন শেষ হবে। এসব সম্মেলনে নতুন কমিটি নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে গঠন করা হবে।

আওয়ামী লীগের সম্মেলন নির্ধারিত সময়েই হবে জানিয়ে তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনা একজন চেঞ্জ মেকার। তিনি সব সময়ই সম্মেলনের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তিজ্ঞান সম্পন্ন নবীন-প্রবীণের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে থাকেন। কাউন্সিলররা দলের সভাপতি শেখ হাসিনার ওপরেই কমিটি গঠনের সব দায়িত্ব ছেড়ে দেন। আমার বিশ্বাস এবারের সম্মেলনের মাধ্যমে নবীন-প্রবীণের সমন্বয় ঘটবে। সম্মেলনের মাধ্যমে অনেক নতুন মুখের জায়গা কমিটিতে হবে।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে মহাসড়ক মেইন্টেইনেসের জন্য টোল আদায় করা হয় জানিয়ে সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী বলেন, চারলেন বিশিষ্ট সড়কে টোল আদায়ের বিষয়টি নিয়ে মন্ত্রণালয় কাজ করবে। আমরাও বিদেশীদের মতো সড়ক মেইন্টেনেসের জন্য টোল আদায় করবো। সে বিষয়ে মন্ত্রণালয় প্রক্রিয়া শুরু করেছেন। তিনি বলেন, এবারের ঢাকা-চট্রগ্রাম মহাসড়কে ঈদ যাত্রা সর্বকালের সবচেয়ে বেশি স্বস্তির হয়েছে। নতুন তিনটি সেতু খুলে দেয়া হয়েছে। পুরাতন সেতুর সব কাজ আগামী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে শেষ হয়ে যাবে। নতুন সেতুর পাশাপাশি পুরাতন সেতু তিনটির সংস্কার কাজ শেষে খুলে দেয়া পর এই সড়কে কোনো যানজট থাকবে না।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

অমিতাভ বচ্চনের উত্থান: কীভাবে জঞ্জির তাঁকে তারকা তৈরি করল

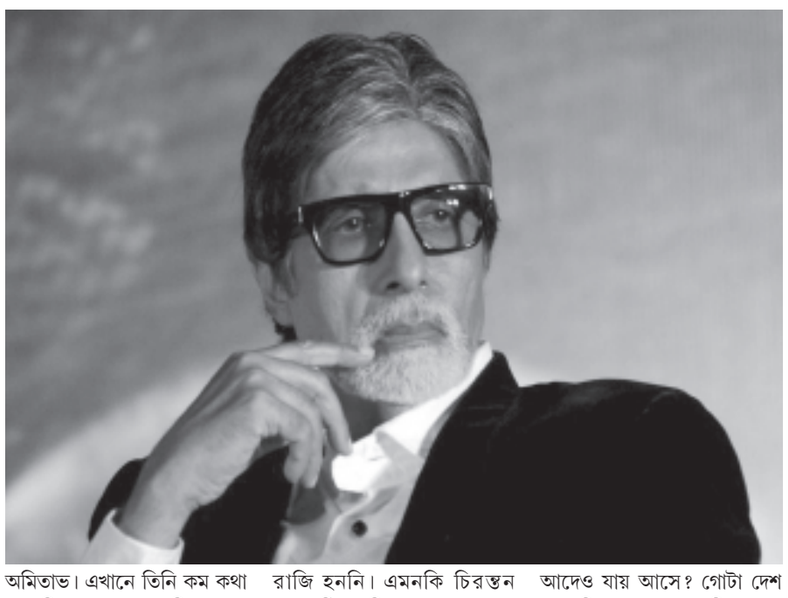

শুক্রবার ৭৭ বছরে পা রাখলেন অমিতাভ বচ্চন। যথারীতি, দেশ জুড়ে জন্মদিন উদযাপন করা হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত আরব সাগরের তীরে তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় করবে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য উপহার নিয়ে। একটা সময়ের পর এটা কেমন যেন আচারে দাঁড়িয়েছে। এখন এই কিংবদন্তী সাদা কুর্তা উপর শাল জড়িয়ে ফিল্মি কায়দায় এন্ট্রি নেন বিগ বি। অনেকটা পিতৃসুলভ ছবি। যেমনটা ছিল আনন্দ-র বাবুমশাই। কিন্তু আমরা কথা বলছি অমিতাভ বচ্চনকে নিয়ে, যাঁর জীবন শান্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ উত্তাল হয়েছে। পাঁচ দশক পরেও, বিগ বি আগেও থেকেও বেশি ব্যস্ত, তিনি কখনও বুঝতে দেননি বিগত বছরগুলির জীবনের উপর প্রতিফলন।২০১৯ অমিতাভ বচ্চনের জন্য বিশেষ বছর। ঠিক পঞ্চাশ বছর আগে তিনি কা আব্বাসের "সাত হিন্দুস্তানি" ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেন। ছবিটি ততকালীন গোয়ার পর্তুগিজ পরিস্থিতিতে এক জ্বলন্ত বিপ্লবীর ভূমিকা তুলে ধরে সহানুভূতির আঁকার বিরল প্রচেষ্টা করেছিল বলিউড। কবি হরিবংশ রাই বচ্চনের ছোট ছেলে তার প্রথম ছবিতে একটি উর্দু কবির চরিত্রে অভিনয় করার উপযুক্ত, আবার তার পরের ছবি "রেশমা অর শেরা" (১৯৭১) কোন ভুলে পরিচালক সুনীল দত্ত বচ্চনকে ফের বাকহীন হিসাবেই চিত্রায়িত করেছেন? আপনি তো এমন একটা জিনিস সরিয়ে নিলেন যা সারাজীবন সিনিয়র বচ্চনকে চিহ্নিত করেছে- তাঁর অসাধারণ, স্বতন্ত্র ব্যারিটোন ভয়েস? যে কণ্ঠস্বর তাঁর সবথেকে আকর্ষণীয় উপহার হিসাবে পরিণত হয়েছে? এই আওয়াজ যা কোলা থেকে গহনা পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ গ্রাহককে বিক্রি করেছে? সেই স্বর যা কালজয়ী সংলাপ তৈরি করেছে-"আজ মরে পাস বিল্ডিং হ্যায়, প্রপার্টি হ্যায় ..", "ইম জাহান খারে হো জাতে হ্যায় লাইন ওয়াহি সে শুরু হোতি হ্যায়", "তুমহারা নাম কয়্যা হ্যায় বসন্তী", "ডন কা ইন্তেজার তো গয়ারা মুলক কা পুলিশ কর রহি হ্যায়", "রিসতে ম্যায় তো হাম তুমহারে বাপ লাগ হ্যায়", "আই ক্যান টক ইংলিশ, ওয়াক ইংলিশ", "বিজয় দীনানথ চৌহানপুরো নাম" এবং অগণিত কত না জানি?"সাত হিন্দুস্থানি" ছবিতে অমিতাভ (ডানদিকে শেষ)। ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভনেতৃত্বের রাগী মানুষনিঃশব্দতা থেকে স্বতঃস্ফূর্ততা, প্রকাশ মেহরার জঞ্জিরে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অন্তত কিছুটা এগিয়েছিলেন অমিতাভ। এখানে তিনি কম কথা বলেছিলেন, রাগ দেখিয়েছেন বেশি। কথা হলেই যেখানে তিনি বলতেন "জব তাক বেঠনে কে লিয়ে না কাহা যায়, শরাফত সে খারে রহো," যে চেয়ারে শের খান বসতে গিয়েছিলেন তাতে লাথি মেরে, পাঠান শের খানকে (প্রাণ) আদেশ দেন। তবে জঞ্জির প্রাণের চেয়ে বচ্চনেরই। প্রাণ আনুষঙ্গিক কারণেই প্রয়োজনীয় এবং জয়া ভাদুড়ি, যিনি বলিউডের উত্থানের আগেই বচ্চনকে বিয়ে করেছিলেন, তিনি জঞ্জিরে অমিতাভের প্রেমিকার ভূমিকায় ছিলেন। জঞ্জির নবাগত এবিকে এক প্রথম সারির তারকা তৈরি করল। ছবিতে একটি গাড়ি দেখা যায় তা যেটা অমিতাভের জন্য ডিজাইন করা হয়নি। শোনা যায় ধর্মেন্দ্র প্রথম পছন্দ ছিলেন কিন্তি তিনি ব্যস্ত থাকায় ছবিটা তৈরি করতে দেরি হচ্ছিল এবং ছবির ভবিষ্যত অনিশ্চিতায় পড়েছিল।তবুও, এটি একটি অমিতাভ বচ্চন যান যা তাঁর জন্য ডিজাইন করা হয়নি। একটি গল্পে দেখা যায় যে ধর্মেন্দ্রর মূল পছন্দ ছিল তবে তিনি ব্যস্ত ছিলেন, তাই ছবিটি বিলম্বিত হয়েছিল এবং এর ভবিষ্যত দীর্ঘকাল অনিশ্চিত থেকে যায়। লেখক সেলিম-জাভেদকে যদি বিশ্বাস করা হয়, ধর্মেন্দ্র এক সময়ের জন্য এই স্ক্রিপ্টটির মালিক ছিলেন।আরেকটি কথাও শোনা যায়, যে রাজকুমার, যিনি তাঁর আগের ছবিতেই একজন পুলিশের চরিত্রে ছিলেন, তাকে জঞ্জিরের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সম্ভবত পরিচালকের চুলে তেলের গন্ধ পছন্দ করেননি! বলা হয় প্রকাশ মেহরা মুম্বইয়ের পরিবর্তে মাদ্রাজে ছবিটি শুটিংয়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন তবে চিত্রনাট্যকার রাজি হননি। এমনকি চিরন্তন রোমান্টিক হিরো দেব আনন্দ বলেছিলেন, "না।" "জঞ্জির ছেড়ে দেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ, " ২০০৭ সালে জয়া বচ্চন একটি চিঠিতে দেব আনন্দকে লিখেছিলেন।"জঞ্জির" ছবিতে অমিতভা ও জয়া। ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভমূর্তি রয়েই গিয়েছেপ্রচলিত কথা অনুসারে, বচ্চন মন তৈরি করেছিলেন যে জঞ্জির যদি ফ্লপ হয় তবে তিনি একেবারে নিজের শহর এলাহাবাদে ফিরে আসবেন। এই নবাগত ইতিমধ্যে রেকর্ড সংখ্যক ফ্লপ দিয়েছিলেন এবং সম্ভবত যথেষ্ট চড়াই উতরাইও দেখে নিয়েছিলেন। তবে তাড়াতাড়িই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘুরতে চলেছিল। সেলিম-জাভেদের হাতযশে জঞ্জির বচ্চনকে ফ্লপ ও হতাশা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। তবে অন্য যে কারও থেকে, সাফল্য প্রথমসারির এক মানুষকে অবাক করে দিয়েছিল। রাজেশ খান্না তখন বিশাল তারকা এবং তাঁর রোমান্টিক গানে যেখানে তিনি তাঁর ট্রেডমার্ক কুর্তায় হাজির হতেন, মাথা নাড়িয়ে ঝকঝকে হাসি দিয়ে মহিলাদের মনে প্রবেশ করতেন। কিন্তু অমিতাভের প্রবেশ এই ছবি পুরোপুরি বদলে দিল।অমর আকবর অ্যান্টনি ছবিতে অমিতাভ। ফোটো- এক্সপ্রেস আর্কাইভ"বিজয় চরিত্রে অনবদ্য ছিলেন অমিতাভ"গোবিন্দ নিহালনি, "অর্ধ সত্য" ও "দেব"-এর নির্মাতা "বিজয়" নিয়ে বলে চললেন।"আমি মনে করি কোথাও বিজয়ের এমন কিছু ছিল যা পুরো প্রজন্মকে আঁকড়ে ধরেছিল। যদিও আমি মনোবিজ্ঞানী নই যে বিষয়টি নিয়ে বিশ্লেষণ করব। কিন্তু সেটা কি আদেও যায় আসে? গোটা দেশ ক্ষুব্ধ ছিল। এখন প্রশ্ন কি জন্য? কারণ শুধুমাত্র সিনেমায় কেন এটি প্রকাশ পাচ্ছিল? আমি এর উত্তর জানিনা। কিন্তু আসল কথা হল কোথাও একটি দেশ হিসাবে আমরা ব্যর্থ হচ্ছিলাম - আমরা যে বলছিলাম স্বাধীনতা আমাদের জীবনে এসেছে তা পূরণ হয়নি। আমরা স্বাধীনতা পরবর্তী প্রজন্মকে হতাশ করেছি। তারা বিশ্বাসঘাতকতা অনুভব করেছিল, এই অর্থে সুখ, ন্যায়বিচার এবং মর্যাদার অনুভূতি আসছিলনা। জাতি হিসাবে আমাদের জন্য এটা বৃহত্তর উত্তরণের সময় ছিল। সুতরাং, যা কিছু অপ্রকাশিত ছিল যা এই বিস্ফোরণের অপেক্ষা করছিল। বিজয় এই বিস্ফোরণের অংশ ছিল। আমার মনে হয়েছে দিওয়ার এবং অন্যান্য বিজয় ছবিগুলি ভাল ছিল এবং হিন্দি সিনেমাতে এই জাতীয় অভিব্যক্তি প্রথমবারের জন্য পর্দার সামনে আসছিল কিন্তু এখন পিছনে ফিরে তাকালে মনে হয় আরও কিছুটা কমিয়ে বললে ঠিক হত। অবশ্যই, পুরো জিনিসটি মেলোড্রামা হিসাবে নিয়েছিল মানুষ। মেলোড্রামায় ভুল নেই। এটা সম্পূর্ণ বোঝার মতো মাধ্যম। হিন্দি সিনেমার উত্তরণে বিজয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন কোনও ব্যক্তিত্বের সামনে আসা যিনি সমাজের অব্যক্ত রাগকে বাইরে বার করেছিলেন এবং বলা উচিত যে চরিত্র নির্মাণে অমিতাভের অবদান অনেকটা। আরও বেশ কয়েকটি ছবি তৈরি হয়েছিল যেখানে নায়ক একজন রাগী। কিন্তু যেভাবে অমিতাভ বচ্চন করেছিলেন, অন্য কেউ তা পারেনি। সেলিম-জাভেদ এবং অমিতাভ বচ্চনের জুটি অনবদ্য কাজ করেছিল।"

বিগ বস ১৩'-এ অশালীন দৃশ্য ঘিরে বিতর্ক! কেন্দ্রের তরফে সলমনের শো ঘিরে নয়া পদক্ষেপ

বিগ বস বিতর্ক নিয়ে এবার ইলেকট্রনিক মিডিয়া মনিটারি সেন্টারকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে দিল কেন্দ্রীয় তথ ও সম্প্রচার মন্ত্রক। "বিগবস ১৩" এর সবেমাত্র কয়েকটি পর্ব সম্প্রচারিত হয়েছে। আর তাতেই শুরু হয়ে গিয়েছে বিতর্ক।বিজেপি নেতা কিশোর গুজ্জরের দাবি , অত্যন্ত অশালীন শয্যা দৃশ্য বিগ বস -এ সম্প্রচারিত হচ্ছে। যা পরিবারের সঙ্গে বসে দেখা যায় না বলে দাবি করেন তিনি। এখনই দাবি কার্নি সেনা থেকে ব্রাহ্মণ মহাসভারও। তাঁদের দাবি, ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী এই অনুষ্ঠান। এই মর্মে চিঠি যায় কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের কাছে। এরপরই নড়েচড়ে বসে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রক। শুরু হয়েছে ইলেকট্রনিক মিডিয়া মনিটারি সেন্টার থেকে অনুষ্ঠান সম্পর্কে খোঁজ খবর। প্রসঙ্গত, এই অনুষ্ঠানকে নিষিদ্ধ করার দাবি তোলা হয় বিভিন্ন মহল থেকে।এই মুহূর্তে "বিগ বস ১৩" টিআরপি তালিকায় শীর্ষে। টেলিভিশন চ্যানেলগুলির সিরিয়াল ও অনুষ্ঠানের মধ্যে এই মুহূর্তে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে "বিগবস ১৩"। এমন এক পরিস্থিতিতে অনুষ্ঠান বন্ধ হয় কিনা তা নিয়ে রয়েছে জল্পনা।

ডাকাত বেশে তাক লাগিয়ে দিলেন এই বলিউড স্টার

চলছিল ফিল্মের শুটিং। আর তার সেই সময়ই ক্যামেরাবন্দি হয়ে যায় ডাকাত বেশে অভিনেতা রণবীর কাপুরের লুক। ছবি "শমশেরা"র শুটিং এর সময়ই ফাঁস হয়ে গেল রণবীর কাপুরের ফার্স লুক।শেষবার "সঞ্জু" ছবিতে দেখা গিয়েছিল রণবীরকে। আর যাঁর জীবনী নিয়ে তৈরি হয়েছিল ছবি, সেই সঞ্জয় দত্তের সঙ্গেই এবার "শমশেরা" ছবিতে দেখা যেতে চলেছে রণবীর কাপুরকে। প্রসঙ্গত, রণবীরের "শমশেরা" ফিল্মের শুটিং ফ্লোর থেকে যে লুকটি এই মুহূর্তে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে, তাতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে রণবীরের একটি চোখে কাটা দাগ। যা ডাকাত বেশে রণবীরের চরিত্রের সঙ্গে মানানসই বলে মনে করছেন নেটিজেনরা।উল্লেখ্য, রণবীর কাপুরের পরবর্তী ছবি "ব্রহ্মাস্ত্র" ঘিরে আপাতত ভক্তকুল অধীর অপেক্ষায়। অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত এই "ব্রহ্মাস্ত্র" ছবিটি বলিউডে রণবীরের কেরিয়ারগ্রাফে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে। ছবিতে রণবীরের সঙ্গে রয়েছেন আলিয়া ভাট। প্রসঙ্গত, এই "ব্রহ্মাস্ত্র" ছবি থেকেই শুরু রণবীর আলিয়ার প্রেম পর্ব।

রাজামৌলির জন্মদিনে শুভেচ্ছা মহেশবাবু, তামান্না, কর্ণ জোহরের

মুম্বই: বৃহস্পতিবার, ৪৬ বছর পূর্ণ করলেন বাহুবলী-খ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক এস এস রাজামৌলি। এই উপলক্ষ্যে, তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছাবার্তায় ভরিয়ে দিলেন দেশের সিনে জগতের বিশিষ্টরা।বাহুবলীর প্রযোজকরা সকলের আগে রাজামৌলিকে শুভেচ্ছা জানান। টুইটারে লেখেন, গেম-চেঞ্জার আমাদের সকলের প্রিয় রাজামৌলি গারুকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। ভবিষ্যতে আরও সাফল্যের কামনা রইল। রাজামৌলিকে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পরিচালক উল্লেখ করেন ওই ছবির অন্যতম নায়িকা তামান্না। মঞ্চু মনোজ আবার তাঁকে ভারতীয় সিনেমার বর্তমান কভার পেজ হিসেবে প্রশংসা করেন।দক্ষিণী সিনেমার তারকারাও, রাজামৌলিকে শুভেচ্ছাবার্তা দেন। রাম চরণ বলেন, আপনাকে জন্মদিনের অনেক শুভেচ্ছা। আশা করি আপনি ভারতীয় সিনেমায় আরও নতুন নতুন দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন। অভিনেতা মহেশবাবু লেখেন, আইকনিক পরিচালক রাজামৌলিকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা।

সাবেক ছিটমহলে ঢুকতে বাধা অপর্ণা-বোলানদের, ক্ষুব্ধ বিদ্বজ্জনরা

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: সাবেক ছিটমহলে ঢুকতে বাধা দেওয়া হল অভিনেত্রী অপর্ণা সেন, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়-সহ বেশ কয়েকজন বুদ্ধিজীবিদের। শনিবার কোচবিহার জেলার দিনহাটার করোলা নামক ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় গিয়েছিলেন অভিনেত্রী। তবে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হয়নি তাঁদের। সাবেক ছিটমহলে ঢোকার চেষ্টা করলেই বাধা দেয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী। আর এতেই বেজায় রেগে গিয়েছেন বুদ্ধিজীবিরা। নিজের দেশে গণ্ডীর ভিতর কেন কেউ অনায়াসে যাতায়াত করতে পারবেন না? প্রশ্ন তুলে প্রতিবাদে সরব হন অপর্ণা-বোলানরা।কেন ঢুকতে দেওয়া হল না? এই জায়গা তো ভারতের মধ্যেই পড়ছে, একজন নাগরিক নিজের দেশের যে কোনও জায়গায় ইচ্ছেমতো যেতে পারেন। দেশের স্পর্শকাতর কিছু এলাকায় অবশ্য শর্তসাপেক্ষে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, কিন্তু এক্ষেত্রে সেরকম কোনও সমস্যা না থাকলেও কেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীরা বাধা দিলেন? প্রশ্ন তুলেছেন অভিনেত্রী তথা বুদ্ধিজীবী মহলের অন্যতম মুখ অপর্ণা সেন।

প্রসঙ্গত, সীমান্ত এলাকায় ভোটার আইডি কার্ড কিংবা যে কোনও ধরনের পরিচয় পত্র দেখিয়ে প্রবেশ করার অনুমতি নিতে হয়। কিন্তু অপর্ণা সেনের মতো একজন জনপ্রিয় ব্যক্তিত্বের নাগরিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন তোলার তো কথা নয়! তিনি যে ভারতীয় নাগরিক, সেটাও আলাদা করে উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই। তবুও কেন সাবেক ছিটমহলের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিএসএফ জওয়ানরা বাধা দিলেন তাঁকে? এমন প্রশ্ন কিন্তু অনেকেই তুলেছেন।শনিবার বেলা নাগাদ বেশ কজন বুদ্ধিজীবীদের নিয়ে অপর্ণা সেন গিয়েছিলেন সেখানকার বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে। রেশন কার্ড কিংবা একটা মানুষের যে বেঁচে থাকার জন্য জল-আলো-খাবারের মতো নানান প্রাথমিক চাহিদা থাকে, সেগুলো পেতে সেখানকার বাসিন্দাদের কোনও অসুবিধে হচ্ছে কি না, সেসব খোঁজ নিতেই মূলত তাঁরা গিয়েছিলেন দিনহাটার করোলা ছিটমহলে। তবে বিএসএফদের দ্বারা বাঁধাপ্রাপ্ত হওয়ায় প্রতিবাদে সরব হন অপর্ণা-বোলানরা।

আমির খানের ভাগ্নে ইমরানের বাড়ি ছেড়ে আসার পরই "সুখবর"-টা দিলেন স্ত্রী অবন্তিকা

আমির খানের ভাইপো, তবু কাজ নেই, একটা টাকা নেই ! স্ত্রীও ছেড়ে গিয়েছে ! অসহায় অবস্থায় ইমরানমুম্বই: বেশ কয়েকদিন ধরেই ইন্ডাস্ট্রির অলিতে গলিতে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, বিচ্ছেদের মুখে ইমরান খান অবন্তিকার সম্পর্ক! কিন্তু ঠিক কী কারণে তাঁদের সাজানো সংসার ভেঙে যাচ্ছে, সে বিষয়ে অবশ্য মুখ খোলেননি ইমরান বা অবন্তিকা... কেউই। সূত্রের খবর, ইমরানের বাড়ি থেকে বের হয়ে আসার পর নিজের ভাইয়ের রেস্তোরাঁর ব্যবসায় যোগ দিয়েছেন অবন্তিকা। এরমধ্যেই তাঁর একটা সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নতুন করে জল্পনার আগুনে ঘি ঢালল। অবন্তিকার তাঁর ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে একটি চারা গাছের ছবি পোস্ট করেছেন। টবে রয়েছে একটি হার্ট-ও। লেখা রয়েছে, ""যতক্ষণ আমাদের প্রাণশক্তি অটুট রয়েছে, আমাদের কেউই হারাতে পারবে না।""ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছেন অবন্তিকা ? তাহকে কী ইমরানেরর কাছেই ফিরে যাচ্ছেন তিনি ? ইন্ডাস্ট্রির একাংশের অবশ্য দাবি, পোস্টটির মধ্যে দিয়ে তাঁর নতুন জীবন, নতুন করে পথা চলার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন অবন্তিকা।শোনা যায়, ইমরানের কোনও রোজগার না থাকায়, অবন্তিকার পরিবারই বিগত কয়েকবছর ধরে তাঁদের সংসারের সমস্ত খরচা চালাচ্ছিল। অভাব-অভিযোগের কারণেই জমতে থাকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অশান্তি। বাবা-মায়ের মধ্যে অশান্তি প্রভাব ফেলছিল তাদের সন্তান ছোট্ট ইমারার মধ্যেও। আর নিতে পারছিলেন না অবন্তিকা! শেষমেশ মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যান। এরপরই তাঁরা বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেন বলে খবর। শোনা যাচ্ছে, দীর্ঘদিন ধরে কোনও রোজগার না থাকায়, জমানো টাকা সব শেষ হয়ে যায় ইমরানের। আর্থিক অনটন থেকেই দম্পতির মধ্যে জমা নেয় তিক্ততা।

গান্ধী সংকল্প যাত্রায় মোদীর পাশে রয়েছেন কঙ্গনা রানাওত

মহানগর ওয়েবডেস্ক: প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন কর্মসূচিতে বলি তারকারা যোগ দিয়েছেন। তেমনই গান্ধী সংকল্প যাত্রায় মোদীর পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন কঙ্গনা রানাওত। বাপুর ১৫০ তম জন্মবার্ষিকীতে মোদী এই নয়া কর্মসূচির ঘোষণা করেছেন।

কঙ্গনার পাশাপাশি বহু তারকারা গান্ধী সংকল্প যাত্রায় নিজেদেরকে যুক্ত করেছেন। অতীতে মোদীর নানা কর্মসূচিতে এগিয়ে এসছেন কঙ্গনাও। এমনকি দ্বিতীয়বার মোদী সরকার আসায় নিজের খুশি জাহির করতে খুব একটা সময় নেননি অভিনেত্রী। তিনি বলেন, নতুন ভারত গড়তে চলেছেন মোদী। আমাদের সকলকে একত্রিত হতে হবে। দেশকে উন্নতির পথে নিয়ে যাবেন তিনি। অভিনেত্রীকে খুব শীঘ্রই দেখা যাবে তামিলনাড়ুর প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার বায়োপিকে। ইতিমধ্যেই কঙ্গনা প্রস্তুতি নিতে শুরু করে দিয়েছেন।কিছুদিন আগেই অভিনেত্রী লুক টেস্টিংয়ের জন্য আমেরিকায় পাড়ি দেন। কঙ্গনা ভারতনাট্যমের প্রশিক্ষণ নিতে শুরু করেছেন। অভিনেত্রীর টিমের তরফ থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবি পোস্ট করা হয়। যেখানে কঙ্গনাকে এই নৃত্যকলার প্রশিক্ষণ নিতে দেখা গিয়েছে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বায়োপিক নিয়ে আনন্দিত অভিনেত্রীও। ছবির নাম হচ্ছে "থালাইভা"।অভিনেত্রী থেকে রাজনীতির ময়দানে আসার কাহিনিকে তুলে ধরা হবে "থালাইভা"-তে। এই বিষয়ে কঙ্গনা বলেছেন, জয়ললিতার সঙ্গে তিনি নিজের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন। "থালাইভা"-র পর পরিচালক অশ্বিনী আইয়ারের "পাঙ্গা" ছবিতে দেখা যাবে তাঁকে। ছবির শুটিং শেষ করেছেন তিনি। এরপর ২০২০-তে দিলওয়ালিতে "ধাকড়" নিয়ে আসছেন কঙ্গনা।

ছেলে ও স্ত্রীয়ের সঙ্গে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন অমিতাভ বচ্চন

মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি হন অমিতাভ বচ্চনীমুম্বই: ৩ দিন পর হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন অমিতাভ বচ্চন। শুক্রবার রাতে মুম্বইয়ের নানাবতী হাসপাতাল থেকে ছাড়া হয় তাঁকে। মঙ্গলবার লিভারের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন অমিতাভ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, অমিতাভ বচ্চনের শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল। তবে, তিনি চিকিতসকদের পর্যবেক্ষণে থাকবেন।সাদা-লাল কম্বিনেশনের জ্যাকেট, সাদা হ্যাট... "কুল অ্যান্ড কাম" অবতারে বাড়ি ফিরলেন বলিউডের শাহেনশা। সঙ্গী ছেলে অভিষেক বচ্চন ও স্ত্রী জয়া বচ্চন। হাসপাতালে চিকিতসাধীন অবস্থাতেও সোশ্যাল মিডিয়ায় অ্যাক্টিভ ছিলেন বিগ বি। করবা চৌথের দিন হাসপাতাল থেকেই "রোম্যান্টিক" একটি ছবি পোস্ট করে শুভেচ্ছা জানান জয়াকে। বাড়ি ফিরেও লিখেছেন দীর্ঘ একটি ব্লগ... লেখার পড়তে পড়তে ফুটে উঠেছে তাঁর প্রতি ফ্যানেদের নিঃসর্ত ভালবাসার প্রসঙ্গ। ১১ অক্টোবর ছিল "বিগ বি দিবস"! নিজের জন্মদিনটা কাটিয়েছিলেন নাতনি আরাধ্যার সঙ্গে। সেই ছবিও পোস্ট করেন অমিতাভ।১৯৮২ সালে একটি দুর্ঘটনার পর থেকে গত ২০ বছর লিভারের মাত্র ২৫ শতাংশ ক্রিয়াশীল অমিতাভ বচ্চনের। কিছুদিন আগে তিনি জানিয়েছিলেন, ২০০০ সালে টিউবারকিউলোসিস-এর চিকিতসা হয়েছিল তাঁর। তিনি জানতেন না, তারও ৮ বছর আগে থেকেই সেই রোগ শরীরে বাসা বেঁধেছিল। হেপাটাইটিস-বি ভাইরাসেও আক্রান্ত হন অমিতাভ বচ্চন।

জিয়নকাঠি"-তে ঋষি ও জাহ্নবীর প্রেম এখনও জমে ওঠেনি

গত ২৩ সেপ্টেম্বর থেকে সান বাংলা-য় শুরু হয়েছে ধারাবাহিক "জিয়নকাঠি"।এই ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন জয় মুখোপাধ্যা, ঐন্দ্রিলা শর্মা ও মিশমী দাস। এই সোশাল ড্রামা দিয়েই দীর্ঘ কয়েক বছর পরে টেলিপর্দায় ফিরলেন জয় (ঋষি)।নতুন নায়িকার চরিত্রে, ঐন্দ্রিলা শর্মাও "জীবনজ্যোতি"-র পরে এলেন জাহ্নবী। ঋষি ও জাহ্নবীর এই গল্প বেশ অল্পদিনেই জমে উঠেছে। তবে এখানেও রয়েছে একটি ত্রিকোণ প্রেমের ছোঁওয়া। গ্রামের গরিব পরিবারের মেয়ে জাহ্নবী পড়াশোনায় অত্যন্ত ভালো, ৯৬ শতাংশ নম্বর নিয়ে সদ্য পাশ করেছে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা।আরও পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার স্বপ্ন রয়েছে তার। কিন্তু একদিকে আর্থিক অনটন আর অন্যদিকে মামা-মামীর পক্ষ থেকে বিয়ের চাপ- দুই নিয়েই জেরবার সে। জাহ্নবীর মা স্বামী-পরিত্যক্ত অবস্থায় তার দাদার কাছে থেকেই কোনওমতে মেয়েকে মানুষ করে সরকারি বাংলোয় কাজ করে। ঠিক এই অবস্থাতেই ওই গ্রামে নতুন পোস্টিং নিয়ে আসে ঋষি।অত্যন্ত সত সরকারি অফিসার হিসেবে তার নামডাক কিন্তু তার জীবনেও রয়েছে একটি অত্যন্ত বেদনাময় অধ্যায়।

আপনার প্রিয় সন্তানকে এ কটি কথা কখনো বলবেন না

সুদেষ্ণা গোস্বামী:সন্তানকে গর্ভধারণ করা থেকে তাকে প্রতিপালন করা অনেক বেশি কঠিন কাজ।তাই সন্তান প্রতিপালন করার ক্ষেত্রে পিতামাতাদের খুবই আন্তরিক হতে হয়।আপনার কিছু কিছু কথা আপনার সন্তানের ভবিষ্যত সুন্দর ভাবে সাজিয়ে দিতে পারে আবার কিছু কিছু কথা পুরোপুরি তাকে উলটপালট করে রেখে দিতে পারে। তাই যে কথাগুলো সন্তানকে উল্টো পথে ধাবিত করতে পারে সেগুলো আপনি বলবেন না সেগুলো নিয়ে আজ আলোচনা করব।১) তোমার বয়সে আমি আরো দায়িত্বশীল ছিলাম:কথাটি বলবেন না।এটি বলাতে তার মধ্যে কুপ্রভাব করতে পারে তার নিজের প্রতি আস্থা হারাতে পারে। তাই তুলনা একদম করবেন না।তোমার বয়সে আমি আরো দায়িত্বশীল ছিলাম:কথাটি বলবেন না।এটি বলাতে তার মধ্যে কুপ্রভাব করতে পারে তার নিজের প্রতি আস্থা হারাতে পারে। তাই তুলনা একদম করবেন না।২)তুমি সব সময় ভুল সিদ্ধান্ত নাও:আপনার সন্তানকে কখনো তার অপরিণত থাকার বিষয়ে বলবেন না। প্রতিটি মানুষই ভুল করতে পারে আর সে ভুলকরতে করতেই শিখবে এটাই নিয়ম। বরং তাকে সঠিক পথ দেখান কখনোই আপনার সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেবেন না।৩) তোমার ভাই বা বোনের মতো হও এটা কখনো বলবেন না:সবাই এক ক্ষমতা নিয়ে জন্মায় না। নিজে বলি সে এক এক রকমের হয়ে থাকে। বরং তাকে বলুন আরও ভালো করার বিষয়ে ভালোভাবে বুঝান।৪) আমাকে একা থাকতে দাও বলবেন না:সন্তানরা অনেক সময় অবিভাবকদের এই একা থাকার ব্যাপারটা মেনে নিতে পারে না। কারণ তাদের মাথায় দুশ্চিন্তা তো ঘুরপাক খায় না। শিশুমন খুব নরম হয়। তাকে বুঝিয়ে বলে কিছুক্ষণ সময় দিয়ে নিজে একা থাকার চেষ্টা করুন কিছুক্ষণের জন্য। শিশুমন অবহেলিত বোধ করে এবং অসহায় হয়ে পড়ে তাই সহনশীল হন।৫)এই কাজের জন্য তোমার লজ্জা হওয়া উচিত:এটি সন্তানের উপর বড় ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলতে পারে।সে খারাপ কাজ করতে পারে আর না বুঝেই এটি করে থাকতে পারে সন্তানকে ভালো-মন্দ বোঝানোর জন্য আপনাকে অনেক কোমল হতে হবে।৬)তুমি সবসময় আমাকে কষ্ট দেওয়ার চেষ্টা করো:পিতা-মাতার কথা চিন্তা না করে তার বাইরে গিয়ে অনেক সময় সন্তান তাদের কষ্ট দেয়। বুঝতে না পেরে এটি তারা করে থাকে অথবা আপনি যেভাবে ভাবছেন সে ভিন্নভাবে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছে। এর ফলে সে সিদ্ধান্ত নিতে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। প্রয়োজনে তার সিদ্ধান্তের ব্যাপারে আপনি নমনীয় ভাবে মতামত দিতে পারেন।৭) তোমার মত সন্তান না থাকাই ভালো:উপরের এই কথাটি সন্তানের আবেগে ভীষণ খারাপ প্রভাব ফেলে। এটি সন্তানকে বললে তাদের হৃদয় ভেঙে যায়।তাদের জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণা চলে আসে। খারাপ হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে।৮) খারাপবন্ধুদের এড়িয়ে চলো:শিশুদের জগত তাদের বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে তৈরি হয়। সারাজীবন তো আপনি পাহারা দিতে পারবেন না। তাই তাদের দুই ধরণের বন্ধুদের সাথে মিশতে দিন। ধীরে ধীরে সে ভালো-মন্দের বিচার করতে শিখবে।

সামনেই দীপাবলি, তাই এখন থেকেই দীপাবলিকে আলোক সজ্জায় সাজাতে ব্যস্ত মোমবাতি প্রস্তুতকারকরা। ছবি- নিজস্ব।

পরিবর্তনকামী বিজেপি সরকারও কংগ্রেসের মত জনবিরোধী কাজ করছে : এসইউসিআই (সি)

দুল্লভছড়া (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : পরিবর্তনের আওয়াজ তুলে ২০১৪ সালে কেন্দ্রে এবং ২০১৬ সালে রাজ্যে ক্ষমতায় আসে বিজেপি। কিন্তু ক্ষমতায় এসেই পরিবর্তন শব্দটা মুছে ফেলেছে বিজেপি। তারাও কংগ্রেসের মত দেশে একের পর এক জনবিরোধী নীতি কার্যকর করে চলছে। তফশিলি জাতি সংরক্ষিত ১ নম্বর রাতাবাড়ি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের মনোনীত প্রার্থী বীরেন্দ্র রবিদাসের সমর্থনে দুলভছড়া বাজার ও চা বাগানে এক নির্বাচনী পথসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে এই কথাগুলি বলেন এসইউসিআই (ক)-এর করিমগঞ্জ জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অরুণাংশু ভট্টাচার্য।

অরুণাংশু ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে আরও বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্যে পরিবর্তনের আওয়াজ তুলে বিগত লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ক্ষমতায় বসে পূর্বতন কংগ্রেস সরকারের মতোই একের পর এক জনবিরোধী নীতি কার্যকর করে চলেছে। কংগ্রেস সরকার যেমন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ ছিল ঠিক তেমনি বর্তমানে বিজেপি সরকারের আমলে পেঁয়াজ ৮০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও শাক-সবজি, মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির মূল্য সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। দেশের সাধারণ মানুষের ভোটে নির্বাচিত হয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার পুঁজিপতিদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বার্থে কাজ করে যাচ্ছে। সমস্ত রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, বিমা কোম্পানি, রেল পরিষেবা-সহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান জলের দরে পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন বিজেপি সরকার। এর ফলে প্রতিদিন হাজার হাজার শ্রমিক, কর্মচারীরা কাজ হারিয়ে বেকারে পরিণত হচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, দেশের আর্থিক অবস্থা আজ চরম সংকটে। দেশের অর্থনীতিবিদরা আশঙ্কা প্রকাশ করছেন যে দেশে মহামন্দা আসতে চলেছে। অথচ এই সমস্যা সমাধানে কোনও চেষ্টা বর্তমান বিজেপি সরকারের নেই। তাদের মূল উদ্দেশ্য সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে দেশের মানুষের ঐক্য বিনষ্ট করে দেশের পুঁজিপতিদের শাসন ও শোষণকে আরও মসৃণ করা। মোদীজির আচ্ছে দিন-এর প্রতিশ্রুতি আজ ফাঁকা আওয়াজে পরিণত হয়েছে।

উপনির্বাচনে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থী বীরেন্দ্র রবিদাস বলেন, নির্বাচন এলেই কংগ্রেস ও বিজেপি দলের নেতাদের চা শ্রমিকদের কথা মনে পড়ে।

নির্বাচন চলে গেলে তাদের দিকে তাকিয়ে দেখার কারও সময় থাকে না। নরেন্দ্র মোদী ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে শিলরের রামনগরের মাঠে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি প্রধানমন্ত্রী হলে বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার চা শ্রমিকদের মজুরি সমান করে দেবেন। কিন্তু বিজেপির কার্যকালের ৬ বছরে একবারও এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার কথা স্মরণ করতে পারলেন না প্রধানমন্ত্রী। চা শ্রমিকদের আজও জমির পাট্টা প্রদান করা হয়নি, সরকারের তরফে নানা গালভরা প্রতিশ্রুতি দিলেও চা শ্রমিকদের জীবনপ্রণালীতে কোনও পরিবর্তন আসেনি।

এদিকে দুল্লভছড়া থেকে রংপুর পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ ও দুল্লভছড়া-শিলচর যাত্রীরেল প্রতিদিন চালানোর গণদাবি আজও উপেক্ষিত। রাতাবাড়ির জনগণ অতীতে কংগ্রেস ও বিজেপি দলের প্রার্থীদের বিপুল ভোটে জয়ী করেও আজও চরম উপেক্ষা ও অবহেলার শিকার। তাই এই নির্বাচনে গণ-আন্দোলনের প্রকৃত শক্তি এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের প্রার্থী বীরেন্দ্র রবিদাসকে 'টর্চ' লাইট চিহ্নে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী করতে বক্তারা আহ্বান জানান।

ব্রেক্সিট ইস্যুতে পার্লামেন্ট অধিবেশনে এমপিদের মন জিততে মরিয়া জনসন

লণ্ডন, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : ব্রেক্সিট চুক্তির ভাগ্য নির্ধারণে ৩৭ বছরের মধ্যে প্রথমবার সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন বসছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। শনিবারের এ অধিবেশনে কনজারভেটিভ নেতা জনসন তার চুক্তির পক্ষে সাংসদদের সমর্থন আদায়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে।দীর্ঘ টানাপড়েন আর অনিশ্চয়তার পর ব্রেক্সিট চুক্তির বিষয়ে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছেছে ব্রিটেন উ বৃহস্পতিবার ব্রাসেলসে ইউরোপীয় নেতাদের এক বৈঠকের আগে দুই পক্ষের প্রতিনিধিরা চুক্তির বিষয়ে সমঝোতায় পৌঁছান।

ব্রেক্সিট চুক্তিতে পার্লামেন্টের অনুমোদন পেতে মরিয়া যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন উ এই অবস্থায় ব্রেক্সিট চুক্তির ভাগ্য নির্ধারণে ৩৭ বছরের মধ্যে প্রথমবার সাপ্তাহিক ছুটির আগের দিন শনিবার বসছে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। এই অধিবেশনে কনজারভেটিভ নেতা জনসন তার চুক্তির পক্ষে সাংসদদের সমর্থন আদায়ের সর্বোচ্চ চেষ্টা চালাবেন বলে অনুমান করা হচ্ছে। তবে বিরোধী লেবার পার্টির সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের পাশাপাশি নর্দার্ন আয়ারল্যান্ডের ডেমোক্রেটিক ইউনিয়নিস্ট পার্টি (ডিইউপি) আগেই জনসন-ইইউ চুক্তির বিরোধিতা করায় হাড্ডাহাড্ডি ভোটের আভাস দিচ্ছে। ব্রিটিশ গণমাধ্যমগুলো বলছে, লেবার সাংসদদের অন্তত ৯ জন জনসনের প্রস্তাবে সমর্থন দিতে পারেন।

নতুন সরকারের ব্রেক্সিট প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করায় গত মাসে বিভিন্ন দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া টোরি এমপিরাও এ চুক্তিকে স্বাগত জানাবেন বলে আশা করছেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী।চুক্তি নিয়ে ভোটাভুটি হওয়ার আগে জনসন পার্লামেন্টে ভাষণ দেবেন।

প্রধানমন্ত্রীকে এমপিদের প্রশ্নোত্তরের পর শুরু হবে বিতর্ক। কোন কোন সংশোধনীর ওপর ভোট হবে তা নির্ধারণ করবেন স্পিকার জন বারকাউ। আনুমানিক আড়াইটা থেকে ভোট শুরু হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, এর আগে ১৯৮২ সালে আর্জেন্টিনার ফকল্যান্ড দখলের পর এবারই প্রথম সাপ্তাহিক ছুটির দিন রবিবারের আগে হাউস অব কমন্স বসছে।

ভারত-মার্কিন প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবসা ১৮০০ কোটি ডলারে পৌঁছবে, জানাল পেন্টাগন

ওয়াশিংটন, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সরকারে দু'দেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্ক আরও মজবুত হয়েছে বলে দ্বর্থ্য ভাষায় জানাল পেন্টাগন। এখন দুদেশের সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবসা পৌঁছতে পারে ১৮০০ কোটি ডলারে। ২০০৮ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং জমানায় ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবসা কার্যত শূন্য ছিল।আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে বসছে ভারত-পাকিস্তানের 'ডিফেন্স টেকনোলজি অ্যান্ড ট্রেড ইনিসিয়েটিভ' (ডিটিটিআই) বৈঠক। দুই দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত ব্যবসা আরও ত্বরান্বিত করতে বসছে নবম তম ডিটিটিআই বৈঠক। মার্কিন প্রতিরক্ষা আধিকারিক এলেন লর্ডের সঙ্গে বৈঠক করবেন ভারতের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সচিব অপূর্ব চন্দ্র। লর্ড জানান, এই বৈঠকে অংশগ্রহণের জন্য মুখিয়ে রয়েছেন তিনি। তার আগে ভারত-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের পেন্টাগনের প্রশংসা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।উল্লেখ্য, 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্পে ভারতেই প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম তৈরির উপর জোর দিচ্ছে মোদী সরকার। এ ক্ষেত্রে বিনিয়োগে উৎসাহী মার্কিন প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি। লোকহিড মার্টিন, বোয়িংয়ের মতো সংস্থাও চাইছে দেশীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করতে। তবে, অনেকাংশে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে 'মেক ইন ইন্ডিয়ার' বেশ কিছু শর্ত।ভারত এফ-২১ কিনতে চায়, তাহলে ওই বিমান কাউকে বিক্রি করবে না। ভারতে বায়ুসেনার বিমান কেনা নিয়ে যে দরপত্র হেঁকেছে, তাতে অংশগ্রহণ করেছে লকহিড মার্টিন।

টেট পরীক্ষা প্রশ্ন ফাঁসের অভিযোগ এনে রাজধানী শিক্ষা ভবনে এনএসইউআই'র এর বিক্ষোভ র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে লোয়ার হাফলঙে ১২টি দোকান ও একটি অটো ভস্ম

হাফলং (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ডিমা হাসাও জেলা সদরের লোয়ার হাফলঙে ১২টি দোকান ও একটি অটো রিকশা সম্পূর্ণ ভস্ম হয়ে গেছে। শুক্রবার রাত অনুমানিক ২-টা নাগাদ লোয়ার হাফলঙে এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংগঠিত হয়েছে।

জানা গেছে, শুক্রবার রাতে আচমকা এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পর প্রথমে স্থানীয় বাসিন্দারা হাফলং পুলিশ ও অগ্নিনির্বাপক বাহিনীকে খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ অকুস্থলে উপস্থিত হলেও অভিযোগ, অগ্নিনির্বাপক বাহিনী আগুন লাগার দেড় ঘণ্টা পর ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়েছে।

এদিকে অগ্নি নির্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছার আগেই আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তের মধ্যে লগোয়া ১২টি দোকানকে গ্রাস করে ফেলে। অন্যদিকে অগ্নি নির্বাপক বাহিনীর অপেক্ষা না করে স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নেভানোর কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ঘণ্টা দেড়েক পর অগ্নি নির্বাপক বাহিনী অকুস্থলে উপস্থিত হলে স্থানীয়দের সহায়তায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রায় দুই ঘণ্টা সময় লেগেছে।

ইতিমধ্যে শুক্রবার রাতের এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে হাফলং পুলিশ। তবে এখন পর্যন্ত আগুন লাগার প্রকৃত কারণ জানা যায়নি। তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের সন্দেহ, অগ্নিকাণ্ডের পিছনে কোনও দুষ্কৃতকারীর হাত থাকতে পারে। প্রাথমিক ভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এই অগ্নিকাণ্ডে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ৫০ লক্ষ টাকার বেশি হবে। বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তরা হলেন অশোক ঘোষ, সন্তোষ সাহা, পিন্টু রঞ্জন দে, অসীম দে, বাসু চক্রবর্তী, আসরভ আলি, সঞ্জীব কর, আশিস ঘোষ, উদয় ঠাকুর, সুবল বিশ্বাস, কানাইয়ালাল সাহা ও সন্তোষ কুমার।

নোবেল জয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : সদ্য অর্থনীতিতে নোবেল জয়ী অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে মঙ্গলবার বৈঠক করবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ওইদিন তাঁদের মধ্যে আধঘন্টা কথা হবে বলে জানা গিয়েছে। নোটবন্দী সহ মোদী সরকারের আর্থিক নীতি নিয়ে সমালোচনা করছিলেন অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিজিৎ নোবেল পাচ্ছেন খবর জানাজানি হওয়ার পর তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তবে মোদীর অভিনন্দন দেরি হওয়ায় জন্য বিরোধীরা তাঁকে সমালোচনা করতে ছাড়েননি।গত লোকসভা ভোটের আগে জনগণের জন্য ন্যূনতম আয়ের ব্যবস্থা করতে কংগ্রসে ইস্তেহারে স্থান পেয়েছিল ন্যায় প্রকল্প যা তৈরিতে এই নোবেলজয়ী অভিজিতের একটা ভূমিকা ছিল। ফলে একদিকে কংগ্রেস সহ বিরোধীরা যেমন অভিজিতকে বর্তমান সরকারে বিরোধী তাদের লোক হিসেবে দাবি করতে থাকে। আর গত লোকসভা ভোটে বিজেপি জয়ের মধ্যে দিয়ে বামমনস্ক অভিজিতের ন্যায় প্রকল্প দেশের মানুষ প্রত্যাখ্যান করেছে বলেও কটাক্ষ করতে ছাড়েননি বিজেপি নেতারা।কিন্তু এই পরিস্থিতিতে খোদ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে নোবেলজয়ী অভিজিত বিনায়কের বৈঠক হবে কথা জানাজানি হওয়ায় বিষয়টি অন্যমাত্রা পাচ্ছে। বিভিন্ন মহল আশা করছে সম্ভবত প্রধানমন্ত্রী এবার বর্তমান পরিস্থিতিতে আর্থিক সংকটা কাটাতে এই অর্থনীতিবিদের পরামর্শ নিতে পারেন। কারণ ইতিমধ্যেই অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ইঙ্গিত দিয়েছেন কংগ্রেসকে পরামর্শ দিতে যেমন ন্যায় প্রকল্প কথা তিনি বলেছিলেন তেমনই আবার বিজেপি সরকার কোনও পরামর্শ চাইলে তিনি তা দেবেন। শুক্রবার রাতে নিউ ইয়র্ক থেকে নয়াদিল্লি এসে পৌঁছন তিনি। যদিও দিল্লি বিমানবন্দরে তাঁকে ঘিরে কোনও উন্মাদনা ছিল না। বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানাতে তাঁর আত্মীয় বা অনুগামী কারও উপস্থিতিও চোখে পড়েনি। জানা গিয়েছে, সোমবার দিল্লিতে তাঁর লেখা 'গুড ইকোনমিক্স ফর হার্ড টাইমস' বইটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ অনুষ্ঠান রয়েছে। তাছাড়া লিভার ফাউন্ডেশন অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল এর একটি অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত থাকবেন।

শনিবার সারা ভারত গণতান্ত্রিক নারী সমিতি উদ্যোগে আয়োজিত এক র‍্যালী। ছবি- নিজস্ব।

মিজোরাম : বেহাল জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে ট্রাকচালক ও মালিক সংস্থার অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট অব্যাহত

আইজল (মিজোরাম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : মিজোরামের বেহাল ৩০৬ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে রাজ্যের ট্রাক চালক ও মালিকদের ধর্মঘট অব্যাহত। যতক্ষণ বেহাল সড়ক সংস্কারে হাত পড়ছে না, ততক্ষণ এই ধর্মঘট চলবে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ আন্দোলনকারীরা। প্রসঙ্গত, গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে চলছে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘট।কাছাড়ের শিলচর (দক্ষিণ অসম)-এর সঙ্গে মিজোরামের কংপুইয়ের যোগাযোগ রক্ষাকারী ৩০৬ নম্বর (পূর্বতন ৫৪ নম্বর) জাতীয় সড়ক বহুদিন ধরে বিধ্বস্ত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বহুবার আবেদন জানানো হয়েছে। কোনও আবেদন ধোঁপে টেঁকেনি। তাই বাধ্য হয়ে পূর্ব ঘোষিত সূচি অনুযায়ী গত বৃহস্পতিবার থেকে অনির্দিষ্টকালীন ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। জানিয়েছেন মিজোরাম ট্রাক মালিক সংস্থা (এমটিওএ) এবং মিজোরাম ট্রাক চালক সংস্থার জনৈক পদাধিকারী। তিনি বলেছেন, ভগ্ন জাতীয় সড়কের দরুন বহু গাড়ি দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়েছে। ইহলীলা সাঙ্গ হয়েছে কয়েকজনের। তাছাড়া ওই সড়কে যাতায়াত করে তাদের গাড়ির আয়ুও বহু বছর কমে যায়। তাই বাধ্য হয়ে অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটের পথে হাঁটতে হচ্চে তাঁদের, বলেন এমটিওএ-র পদাধিকারীটি। আহূত ধর্মঘট আর কতদিন চলবে প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, যতদিন পর্যন্ত সড়ক সংস্কারে কর্তৃপক্ষ হাত না-দিচ্ছে ততদিন ওই পথে তাঁরা গাড়ি চালাবেন না।

চারিত্রিক অপবাদে বধূকে বিবস্ত্র করে মারধর নানুরে

নানুর, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) : চারিত্রিক অপবাদে বধূকে বিবস্ত্র করে মারধর। গোটা গ্রাম ঘোরানোর অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের নানুরে। আতঙ্কে বাড়ি ছেড়ে পুলিশ ফাঁড়িতে আশ্রয় বধূর।

একাধিক পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ায় সালিশি সভার সিদ্ধান্তে গৃহবধূকে বিবস্ত্র করে গ্রাম ঘোরানো হল। এমনই মধ্যযুগীয় বর্বরতা'র নজির নানুরের খুঁজুটিপাড়া গ্রামে। খবর পেয়ে পুলিশ গিয়ে উদ্ধার করে ওই গৃহবধূকে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খুজুটিপাড়ার বাসিন্দা টগরি লোহার নামে ওই মহিলা দুই সন্তানের মা। বছর তেরো আগে মোহন লোহারের সাথে তাঁর বিয়ে হয়। ২০১১ সালে দুই পুত্র সন্তানকে ফেলে রেখে পর পুরুষের সাথে পালিয়ে যায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এক বছর পর ফিরে এসে গ্রামের ভাড়া বাড়িতে ফের সংসার শুরু করে। বেশ কিছুদিন আগে ওই গ্রামের বাসিন্দা বছর ২৭ এর পিন্টু নাথ নামে অন্য এক বিবাহিত যুবকের সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন টগরি। কিন্তু সম্প্রতি তাদের মধ্যে এই সম্পর্কের মধ্যে ফাটল ধরে। তার ফলে ওদের দুজনের মধ্যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। এরপরেই বৃহস্পতিবার ওই যুবক আত্মহত্যা করে।

এই ঘটনায় গ্রামে সালিশি সভা বসানো হয়। মহিলারা সেই সালিশি সভায় জানায় ওই মহিলা গ্রামের একের পর এক ছেলের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে সংসার ভাঙছে। তাকে উচিত শিক্ষা দিতে হবে। শুক্রবার বিকালে তার দেহ গ্রামে আসতেই গ্রামের মহিলারা ক্ষেপে ওঠে। ওই মহিলার বাড়িতে চড়াও হয়। এবং ঘর থেকে তাকে টেনেহিঁচড়ে বের করেই মারধর শুরু করে গ্রামবাসীরা। এমনকি মহিলারা তাকে টেনেহিচড়ে বিবস্ত্র করে গোটা এলাকা ঘোরাতে থাকে। ছয়ের পাতায়

ক্যাব দেখিয়ে এনআরসি-ছুটদের বিপদে ফেলতে চাইছে বিজেপি কংগ্রেস নেতা রকিবুল

করিমগঞ্জ (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল (ক্যাব)-এর ফেরি করে জাতীয় নাগরিকপঞ্জি তথা এনআরসি-ছুটদের বিপদে ফেলতে চাইছে বিজেপি। ডিটেনশন ক্যাম্পে সদ্যমৃত দুলাল পালের অভিশাপ লাগবেই তাঁদের ওপর। রাতাবাড়ি উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ দিন করিমগঞ্জে দলীয় কার্যালয় ইন্দিরা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে শাসকদলের বিরুদ্ধে এভাবেই হামলা করেছেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা বিধানসভার বিরোধী দল কংগ্রেসের উপনেতা রকিবুল হুসেন। এনআরসি এবং ক্যাব নিয়েই বিজেপিকে আক্রমণ করে বলেন, সরকার প্রথম খসড়ায় বাদ-পড়া চল্লিশ লক্ষকে অনুপ্রবেশকারী বলেছিল। আর এখন বাদ-পড়া উনিশ লক্ষকে ক্যাবের দোহাই দিচ্ছে। এনআরসি থেকে যাঁরা বাদ পড়বেন তাঁরা কী-করে ক্যাব-এ আবেদন করতে পারবেন? এই প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, ক্যাব দিয়ে যাঁরা নাগরিকত্ব লাভ করবে তাদেরকে দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক করা হবে। অর্থাৎ এদের জমি কেনার অধিকার থাকবে না, ভোটে দাঁড়ানোর অধিকার থাকবে না, শুধু ভোটাধিকার থাকবে। একদিকে সরকার বাঙালি-দরদ দেখাচ্ছে আর অন্যদিকে অসম চুক্তির ৬ নম্বর দফা কার্যকর করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। অর্থাৎ মানুষকে আগামীতে আরও ভোগান্তিতে ফেলছে বিজেপি।

শনিবার সকালে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি পরিষ্কার ভাষায় বলেন, নাগরিকপঞ্জি থেকে বঞ্চিত কেউ ক্যাব-এ আবেদন করলেই আইনি জটিলতার শিকার হবেন। যে উনিশ লক্ষ লোক এনআরসিতে বাদ পড়েছেন তাদের সম্পর্কে বলেন, সুপ্রিমকোর্টে পাঁচটি নথি অগ্রাহ্য হওয়ার পরই তিনি এবং কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থ-সহ আরও কয়েকজন কংগ্রেস নেতা সুপ্রিমকোর্টে আপিল করেছিলেন। ফলস্বরূপ রিফিউজি সার্টিফিকেট, রেশন কার্ড গ্রাহ্য হয়। কিন্তু সেই সব তথ্য দেওয়া সত্ত্বেও তা গ্রহণ করা হয়নি। ফলে প্রকৃত সিটিজেনরাও বাদ পড়েছেন তালিকা থেকে।

তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেন, শোণিতপুর জেলার দুলাল পালের মৃতদেহ আজ ছয়দিন থেকে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসাপাতালের মর্গে রয়েছে। পরিবার লাশ গ্রহণ করছে না। এর চেয়ে বেদনাদায়ক আর কী হতে পারে? দুলালের অভিশাপ লাগবেই, ভয়ংকর পাপ।

রকিবুলের মতে, এখন চরম আর্থিক দুর্যোগে রয়েছে গোটা দেশ। আগে ইউরোপের অর্থনীতির সঙ্গে ভারতের তুলনা হত, এখন ভুটান নেপাল বাংলাদেশের কারেন্সির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছে ভারত। এই মন্তব্য করে রকিবুল বলেন, বছরে দুই কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল মোদীর? রাতাবাড়ির কতজন বেকার যুবক-যুবতী চাকরি পেয়েছেন? প্রতিশ্রুতি মতে কতজন মহিলা বিয়ের সময় সরকারি স্বর্ণ উপহার পেয়েছেন? এই সব প্রশ্ন তুলে রকিবুল বলেন, যারা পেয়েছেন তারা বিজেপিকে ভোট দিন আপত্তি নেই। তিনি আজ তার প্রাক্তন সতীর্থ হিমন্তবিশ্ব শর্মার নাম ধরে বলেন, ভোটের আগেই বন্ধু পরাজয় স্বীকার করে নিয়েছেন। এই বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর একটি ট্যুইট পড়ে শোনান। সেখানে লেখা রয়েছে, আমি কালিনগর বাগান পরিদর্শন করে দলীয় প্রার্থী বিজয় মালাকারের জয় নিয়ে কিঞ্চিত চিন্তায় আছি। এই ট্যুইট পড়েই শুরু হয় হিমন্তের সমালোচনা।

রাতাবাড়ির বিজেপি প্রার্থী বিজয় মালাকারকে চালানি আখ্যা দিয়ে রকিবুল বলেন, রাতাবাড়িতে কি যোগ্যতাসম্পন্ন কোনও স্থানীয় নেতা প্রার্থী হওয়ার মতো নেই যে বাইরে থেকে প্রার্থী আমদানি করতে হয়েছে? রাতাবাড়ির রাস্তাঘাট বেহাল, একবার যাতায়াত করলেই কোমর ভেঙে যায়। তাই ছয়ের পাতায়

তলানিতে এসে ঠেকেছে চিনের আর্থিক বৃদ্ধি

বেজিং, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছে চিনের আর্থিক বৃদ্ধি। গত প্রায় ৩০ বছরের মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সর্বনিম্ন পর্যায়ে পৌঁছেছে। আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য যুদ্ধের জেরে এই ফল পেতে হয়েছে চিনকে। সরকারি পরিসংখ্যানে দেখা গিয়েছে, এবছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত গত তিনমাসে চিনের অর্থনৈতিক বৃদ্ধির হার ছিল ৬ শতাংশ। আবার এই মেয়াদের মধ্যেই ৬. ১ শতাংশ বৃদ্ধির আশা করা হয়েছিল সরকারের তরফে।

চিন সরকার কর প্রক্রিয়ায় পরিবর্তন এনে অর্থনীতিকে ধরে রাখার চেষ্টা করার পরও মোট দেশের মোট উৎপাদনের হারে গতি শ্লথ হতে দেখা দিয়েছে।

চিন সরকারের বার্ষিক বৃদ্ধির হারের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে, ৬ থেকে ৬.৫ শতাংশ। এবছর বৃদ্ধির হার ৬ শতাংশ হওয়ার মানে, তা সর্বনিম্নে অবস্থান করছে। আর ১৯৯২ সালের প্রথম প্রান্তিকের তুলনায়ও প্রবৃদ্ধির এই হার সর্বনিম্ন।

আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যযুদ্ধের কারণে বিশ্বের দ্বীতিয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ চিনের অর্থনীতিতে এ শ্লথগতি বিশ্ব অর্থনীতিতেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে বলে আশঙ্কা আছে। তাই চিনের অর্থনীতির দিকটি নিবিড়ভাবে নজরে রেখেছে চিনের বিনিয়োগকারীরা।

চলতি বছরে ১,৪১,৪৮২ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে সীমান্তরক্ষা বাহিনী

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি.স.): ফের বড়সড় সাফল্য পেল দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের সীমান্ত রক্ষাবাহিনীঊ দক্ষিণবঙ্গ সীমান্তের সীমান্ত রক্ষাবাহিনীর সেনারা শুক্রবার মাঝরাতে ৩০০ বোতল ফেনসিডিল ও ১২ টি গরু পাচারের সময় বাজেয়াপ্ত করেছেঊ সীমান্তরক্ষা বাহিনীর তরফে এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানানো হয়েছে মালদহ, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাচার করা হচ্ছিল। শনিবার জানানো হয়েছে, গতকাল রাতে বিওপি হাকিমপুর ১১২ ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ সেনারা স্বরূপনগর থানার আওতাধীন সীমান্ত অঞ্চল থেকে ৩ জন বাংলাদেশি ১জন ভারতীয় নাগরিককে গ্রেফতার করেছেঊ ধৃতরা অবৈধভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা অতিক্রম করার সময় তাঁদের গ্রেফতার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে সীমান্ত রক্ষা বাহিনী। তাঁরা আরও জানিয়েছে, জেরার মুখে ধৃতরা স্বীকার করে নেয় তাঁরা ফড়ে অর্থাৎ দালালদের সাহায্যে ভারতে এসেছিল। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট থানায় তাঁদের হস্তান্তর করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, চলতি বছরে এই পর্যন্ত ৩০১ জন ভারতীয় এবং ১৩১৮ বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করেছে সীমান্তরক্ষা বাহিনীঊ পাশাপাশি ১,৪১, ৪৮২ বোতল ফেনসিডিল বাজেয়াপ্ত করেছে

কাশ্মীরের ভাগ্য ভারত ও কাশ্মীরবাসীই ঠিক করবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : ধ্বংসের পথে কাশ্মীরকে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু এখন পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। কাশ্মীরে ভাগ্য এখন ভারত ও কাশ্মীরবাসী ঠিক করবে। শনিবার হরিয়ানার সিরসার বিজয় সঙ্কল্প যাত্রায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শনিবার ছিল প্রচারের শেষদিন।

পঞ্জাব লাগোয়া সিরসায় এদিনের জনসভায় বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র মোদী। শিখ অধ্যুষিত জেলায় হওয়ায় পঞ্জাবীতে নিজের ভাষণ শুরু করেন তিনি। কাশ্মীর ইস্যুতে গুলাম নবি আজাদ এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সুর চড়ান প্রধানমন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, দুই-একটা পরিবারের ভরসায় কাশ্মীরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। দিল্লির গদির জন্য কাশ্মীরকে ধ্বংস করা যাবে না। কাশ্মীরের ভাগ্য পাকিস্তান বা অন্য কোনও দেশ ঠিক করবে না, তা ঠিক করবে ভারত ও কাশ্মীরবাসী। ৩৭০ ধারা অবলুপ্ত করতে অনেক বছর লেগে গিয়েছিল। কাশ্মীর এখন আরও দূরে নয়। লাদাখের প্রতিও অনেক বঞ্চনা করা হয়েছে।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

আফগানিস্তানে মসজিদে বিস্ফোরণ, নিহত ৬২

কাবুল, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : মসজিদে পরপর দুইটি বিস্ফোরণের জেরে নিহত ৬২ ও আহত ৬০। শুক্রবার দুপুরে নারকীয় ঘটনাটি ঘটেছে আফগানিস্তানের নানগারহার রাজ্যের হাসকা মীনা জেলার জো দারা এলাকার একটি মসজিদে।

রাজ্যের প্রশাসনের মুখপাত্র আতাউল্লা কোগইয়ানি জানিয়েছেন, শুক্রবার স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টা নাগাদ এই ভয়াবহ বিস্ফোরণটি হয়। মসজিদের ভেতরে আগে থেকেই বিপুল পরিমাণে বিস্ফোরক রাখা ছিল। জুমার নামাজ করতে আসা বিপুল সংখ্যাক মানুষ যখন মসজিদের ভেতর প্রবেশ করে, তখন বিস্ফোরণটি হয়। মনে করা হচ্ছে রিমোর্ট কন্টোল দিয়ে বিস্ফোরণটি ঘটানো হয়েছে। কোন সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এই বিস্ফোরণের দায় স্বীকার করেনি। কিন্তু প্রশাসনের শীর্ষ কর্তারা মনে করছেন তালিবান ও আইসিস মতো সন্ত্রাসবাদী সংগঠন এই হামলা চালিয়েছে। কারণ পূর্ব আফগানিস্তানে সক্রিয় এই দুইটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন।

আফগানিস্তান প্রেসিডেন্টের মুখোপাত্র সাদেক সিদ্দিকি এই হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন। স্থানীয় প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে আহতদের মধ্যে ২৩ জনকে জালালাবাদে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। বাকিরা হাসকা মীনায় চিকিৎসধীন। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি বিস্ফোরণের ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে মসজিদের ছাদ ভেঙে পড়ে। চারিদিকে চাপ চাপ রক্ত ও মৃতদেহ পড়েছিল। মৃতদেহগুলিকে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

ডিব্রুগড়ে বিধ্বংসী আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে ঘুমন্ত দুই শিশু ও এক মহিলা-সহ পাঁচজনের মর্মান্তিক মৃত্যু

ডিব্রুগড় (অসম), ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : ভয়ংকর এক অগ্নিকাণ্ডে দুই শিশু, এক মহিলা-সহ পাঁচ ব্যক্তির অগ্নিদগ্ধ হয়ে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। নিহতদের মধ্য একই পরিবারের চারজন। ঘটনা শুক্রবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ উজান অসমের ডিব্রুগড়ে সংঘটিত হয়েছে। হৃদয় বিদারক ঘটনার জন্য গভীর শোক ব্যক্ত করেছেন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, ডিব্রুগড়ের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রামেশ্বর তেলি, ডিব্রুগড়ের বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন প্রমুখ অনেকে। এদিকে নিহতদের মাথাপিছু চার লক্ষ টাকা করে অর্থসাহায্য তাঁদের নিকট আত্মীয়ের হাতে শিগগির তুলে দিতে জেলাশাসককে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার রাত তখন প্রায় দেড়টা। ডিব্রুগড়ের নিজ কদমণিতে জনৈক মায়া দেবীর বাড়িতে আচমকা আগুন ধরে। গোটা এলাকা তখন গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। ধীরে ধীরে আগুন মায়া দেবীর ঘরে বিস্তৃত হতে থাকে। ইত্যবসরে রান্নার গ্যাস সিলিন্ডার বিস্ফোরিত হলে আগুনের লেলিহান শিখা গোটা ঘরকে গ্রাস করে। তখনই নিদ্রাচ্ছন্ন মায়া দেবী ও ছেলে বিশাল সোনারের হুঁশ জাগে। ঘুমে ছিল বিশালের দুই ছেলে শিবু ও শঙ্কু। তাদের তুলে ঘর থেকে বেরোনোর অনেক চেষ্টা করেন বিশাল ও মায়া দেবী। কিন্তু পারেননি। এরই মধ্যে নুনু নামের তাঁদের এক গৃহপরিচারকও আগুনে আটকে পড়ে ।ইত্যবসরে প্রতিবেশীরা এসে আগুনের কবল থেকে ঘরের ভিতর আটক পাঁচজনকে উদ্ধারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। পারেননি। চোখের সামনে অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু বরণ করেন মায়া দেবী, ছেলে বিশাল সোনার, দুই নাতি শিবু ও শঙ্কু এবং গৃহপরিচারক নুনু। তবে বাড়ির কর্তা মায়া দেবীর স্বামী প্রাণে বেঁচে গেছেন বলে জানা গেছে। তাঁর নাম বা পরিচয় জানা সম্ভব হয়নি ।ইতিমধ্যে খবর পেয়ে তিনটি ইঞ্জিন নিয়ে ছুটে আসে দমকল বাহিনী। স্থানীয়দের সহায়তায় অক্লান্ত চেষ্টা করে প্রায় দেড় ঘণ্টা পর আগুন নিয়ণে আনে দমকল বাহিনী। ততক্ষণে মায়া দেবীর তিনটি ঘর ভস্মীভূত হয়ে যায়। আগুন লাগার কারণ এখনও স্পষ্ট হয়নি ।এদিকে মর্মান্তিক ঘটনার খবর পেয়ে গভীর শোক ব্যক্ত করে জেলাশাসককে ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী সনোয়াল। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ পেয়ে অকুস্থলে ছুটে গেছেন জেলাশাসক ও পুলিশ সুপার। ইতিমধ্যে আগুনে দগ্ধ পাঁচটি দেহের পিণ্ড উদ্ধার করে ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ময়না তদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

সুপার বরখাস্ত

● প্রথম পাতার পর

আদেশ জারি করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু হয়েছে, তাই তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাঁকে সাময়িক বরখাস্তের আদেশ জারি হয়েছে। তবে, বাদালকাণ্ডেই বনোজ বিপ্লব দাসের ঘাড়েও শাস্তির খড়গ ঝুলেছে, তা অনেকটাই স্পষ্ট হয়ে গেছে। অবশ্য, আরও কয়েকজন পুলিশ কর্মী বরখাস্ত হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এদিকে, চারদিনের পুলিশ রিমান্ড শেষে পূর্ত দপ্তরের প্রাক্তন ইঞ্জিনিয়ার ইন চিফ সুনীল ভৌমিককে আজ পূনরায় আদালতে তোলা হয়েছিল। আদালত তাকে ফের পাঁচ দিনের পুলিশ রিমান্ডে পাঠিয়েছে।

পরীক্ষার্থীরা

● প্রথম পাতার পর

ফাঁস হয়েছে বলে কুৎসা ছড়ানোর কাজে লিপ্ত হয়েছে একটি স্বার্থান্বেষী মহল। রাজ্যের শান্তিপ্রিয় মানুষের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে অবিশ্বাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করাই উদ্দেশ্য ওই অসাধু চক্রের। শিক্ষামন্ত্রীর দাবি, রাজ্য সরকারকে কালিমালিপ্ত করার উদ্দেশ্যে এবং বাদল চৌধুরীর আর্থিক কেলেঙ্কারিতে যুক্ত থাকার অভিযোগের বিষয়কে অন্যদিকে ঘুরিয়ে সাধারণ মানুষকে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। তিনি জোর গলায় বলেন, টেট-এর প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার সংবাদ সম্পূর্ণ মিথ্যা। সাথে তিনি যোগ করেন, ওই ঘটনাকে সামনে রেখে যদি কোনও ধরনের লেনদেন হয়ে থাকে রাজ্য প্রশাসনের উচিত উভয় পক্ষের বিরুদ্ধেই দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। শিক্ষামন্ত্রী আশ্বস্ত করেন, সমস্ত পরীক্ষার্থীরা নিশ্চিন্তে পরীক্ষা দিন।

প্রসঙ্গত, রবিবার টেট২ পরীক্ষায় ৫৮৩৪১ জন পরীক্ষার্থি পরীক্ষা দেবেন। ৮টি জেলায় মোট ২০৩ টি পরীক্ষা কেন্দ্রের টেট২ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। টিআরবিটি দেওয়া তথ্য অনুসারে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় সবচেয়ে বেশি পরীক্ষার্থী রয়েছেন। এই জেলায় ১৯১২০ জন পরীক্ষার্থী ৬২টি পরীক্ষা কেন্দ্রে টেট২ পরীক্ষা দেবেন। এছাড়া, সিপাহীজলা জেলায় ১৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৭১১৭জন, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় ২৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৬৯৬০ জন, গোমতী জেলায় ১৮টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৬৩৫৬ জন, খোয়াই জেলায় ১৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৫৭৭২ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৪৯৮৭ জন এবং ঊনকোটি জেলায় সবচেয়ে কম ১৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৩৮৭৯জন পরীক্ষার্থী টেট২ পরীক্ষা দেবেন।

তেমনি, আগামী ২৬ অক্টোবর টেট১ পরীক্ষায় ৭৬৪২৭ জন পরীক্ষার্থী ২৫০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে পরীক্ষায় বসবেন। টেট১ পরীক্ষায় পশ্চিম জেলায় সবচেয়ে বেশি ৬৮টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ২৩৭২০ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দেবেন। এছাড়া, দক্ষিণ জেলায় ৩৪টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ১০১৫৬ জন, সিপাহীজলা জেলায় ২৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৯৬৬২ জন, গোমতি জেলায় ২৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৮৬৫৪ জন, খোয়াই জেলায় ২৩টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৭৪১৪জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ২৯টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৬৫৩৭ জন, ধলাই জেলায় ৩০টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৫৫২৯ জন এবং ঊনকোটি জেলায় সবচেয়ে কম ১৫টি পরীক্ষা কেন্দ্রে ৪৭৫৫ জন টেট১ পরীক্ষা দেবেন। প্রসঙ্গত, বিএড এককালীন ছাড় পেয়ে ওই টেট১ এবং টেট২ পরীক্ষায় ১৩৪৭৬৮ জন পরীক্ষার্থী শিক্ষকতার চাকুরি পাওয়ার জন্য ঝাঁপাবেন।

নিখোঁজ গৃহবধূর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

থেকেই ওই গৃহবধূ নিখোঁজ ছিলেন। আজ তার মৃতদেহ এলাকার সরকাব্র রবার বাগানে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখতে পান এলাকাবাসী। মৃতদেহ উদ্ধারের খবর আসে মনু ফাঁড়িতে। খবর পেয়ে মনু ফাঁড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসে। পুলিশ জানিয়েছে, এই মৃত্যুর কারন নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এটি হত্যা না আত্মহত্যা তা স্পষ্ট করে বলা সম্ভব হচ্ছে না পুলিশের। কারণ, ওই গৃহবধূর মৃত্যুতে এখনও কোনও অভিযোগ জমা পড়েনি পুলিশের কাছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার স্বামী এই ঘটনা সম্পর্কে কিছু বলছে না। তবে, ময়না তদন্তের রিপোর্ট হাতে আসার পর পরবর্তী ধাপে এগোবে পুলিশ।

ই-রিক্সা চালকদের বিক্ষোভ

● প্রথম পাতার পর

ডিলার। এ ধরনের ফাঁদে ফেলে রিকশাগুলো ভেঙে ফেলার পর তারা চালকদের কাছে নগদ টাকা দেবরা জন্য চাপ দিচ্ছে। ই-রিকশা চালকদের পক্ষে নগদ টাকা দিয়ে নতুন করে ই-রিকশা ক্রয় করার মতো ক্ষমতা নেই। ডিলার সুযেন মালাকারে এহেন কার্যকপালে ক্ষুব্ধ হয়ে ই-রিকশা চালকরা শনিবার জিলারের বাড়িতে গিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। অবিলম্বে প্রতারক ডিলারকে গ্রেপ্তার এবং আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দবি উঠেছে। যাদের ই-রিকশা ভেঙে ফেলা হয়েছে তাদের প্রত্যেককে ই-রিকশা ব্যবস্থা করে দেবার জন্য জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছে। প্রত্যেক ই-রিকশা চালককে লাইসেন্স প্রদান, ইন্সুরেন্সের ব্যবস্থা করা, যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই তাদেরকে বৈধ কাগজপত্র প্রদানেরও দাবি জানিয়েছে ই-রিকশা চালকরা।

সেই পথেই হাঁটব ঃ বিপ্লব

● প্রথম পাতার পর

শুধু তাই নয়, ৬০ হাজার ভুয়ো রেশন কার্ড চিহ্নিত করা হয়েছে। তিনি বিরক্তির সুরে বলেন, জনগণের কষ্টার্জিত অর্থ এভাবেই বছরের পর বছর খরচ করছিল।

বিপ্লবের মতে, বিরোধীদের কাছে তার বিরুদ্ধে কোনও ইস্যুই নেই। তাই, ভিত্তিহীন বিষয়কে ইস্যু করার চেষ্টা চলছে। তিনি বলেন, বিরোধীরা খাদ্যভাবের কথা বলছেন। অথচ, রাজ্যে সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর একজনকেও খাদ্যের অভাবে ভুগতে হচ্ছে না। এদিন তিনি দাবি করেন, ত্রিপুরাকে মডেল রাজ্যে উন্নিত করার দায়িত্ব নিয়েছি। তাই, বিরোধীদের সমালোচনায় নয় মানুষের প্রত্যাশা পূরণে কাজ করতে চাইছি।

আহত তিন

● প্রথম পাতার পর

শুনতে পেয়ে স্থানীয় জনগণ ঘটনাস্থলে ছুটে যান। স্থানীয়রাই আহতদের উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান।

এদিকে, দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঊনকোটির জেলাশাসক, কুমারঘাটের মহকুমাশাসক ঘটনাস্থলে ছুটে যান। ট্রাকটি ছড়ার জল থেকে তুলে আনার জন্য ক্র্যানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু ওই লোহার ব্রিজটি সহসা সারাই করা সম্ভব হবে না বলে মহকুমাশাসক জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে জলাই গ্রামে ওই লোহার ব্রিজটি জীর্ণকায় দশায় পরিণত হয়েছিল। মাস ছয়েক আগে ওই ব্রিজটির সংস্কার করা হলেও আজ এই বিপত্তিকে ঘিরে সংস্কার কাজ নিম্নমানের হয়েছে বলে স্থানীয় জনগণ অভিযোগ তুলেছেন। জনৈক এলাকাবাসীর কথায়, বাম আমলে নির্মিত এই লোহার ব্রিজটি নির্মাণে নিম্নমানের কাজ হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। তা সত্ত্বেও মাস ছয়েক আগে সংস্কারের ক্ষেত্রেও নিম্নমানের কাজের প্রমাণ রাখা হয়েছে। এই দুর্ঘটনায় ব্রিজটি ভেঙে পড়ায় কৈলাসহর-কুমারঘাট যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে পড়েছে। কবে নাগাদ ব্রিজটি পুনরায় চালু হবে সে বিষয়ে ভোগান্তির আশঙ্কা করছেন স্থানীয় জনগণ।

ভিজিলেন্স তদন্ত শুরু

● প্রথম পাতার পর

কিন্তু বাস্তবে ওই বাসগুলির হস্তান্তর হয়নি দফতরের কাছে। কারণ সম্প্রতি বাসগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। তিনি জানান, ২০১৭ সালে ৬ জন অপারেটর ৩৮টি বাস বকেয়া রেখে কাগজে-কলমে ফিরিয়ে দিয়ে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির টাকাও বুঝে নিয়েছেন। তাঁর কথায়, নিয়ম অনুযায়ী বকেয়া থাকলে ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির টাকা ফেরত দেওয়ার বিধান নেই।

পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, জনৈক বাস অপারেটর অভিজিৎ পালের কাছে ৩টি গাড়ি ছিল। তিনি ২০১৭ সালে প্রতি গাড়িতে ১ লক্ষ ৩ হাজার ৮০০ টাকা বকেয়া রেখেই দফতরের কাছে হস্তান্তর করেছেন। তেমনি, উত্তম পালের কাছে ৬-টি, রনো সাহার কাছে ১৯টি, রঞ্জন শর্মার কাছে ৭-টি, কামাল সাহার কাছে ২-টি এবং দীপঙ্কর দেবের কাছে ১-টি গাড়ি ছিল। তাঁদের গাড়িগুলি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। পরিবহণ মন্ত্রীর দাবি, ওই গাড়িগুলি ব্যবহারের উপযোগী নয়। অথচ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে ওই অপারেটরদের বকেয়া থাকা সত্ত্বেও তাদের ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাই তিনি কেলেঙ্কারি হয়েছে বলে দাবি করেছেন। বেআইনিভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্যই ওই সময় দফতর বাস সমঝে না নিয়েই ব্যাঙ্ক গ্যারান্টির টাকা ফেরত দিয়েছে। তিনি এদিন স্পষ্ট ইঙ্গিত করেন, আরবান ট্রান্সপোর্টে রতন বিশ্বাস এমডি থাকাকালীন সমস্ত দুর্নীতি হয়েছে।

এদিন তিনি জানিয়েছেন, ১৭৩টি বাসের মধ্যে ৯৩টি বাস রাস্তায় চলাচল করছে। বাকি ৩০টি বাস ব্যবহারের উপযোগী নয় এবং ৫০টি টিআরটিসির কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে। তবে, ওই ৫০টি বাস সারাইয়ের পর চলাচলের উপযোগী হয়ে উঠবে। তাঁর কথায়, ইতিমধ্যে ওই বাসগুলি মেরামতের জন্য টিআরটিসিকে ৩৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ১৬টি গাড়ি ইতিমধ্যে সারাই হয়েছে। তাই, নতুন রুট খোঁজা হচ্ছে ওই বাসগুলি চালানোর জন্য। বাকি ৩৪টি বাসের মেরামতের কাজ চলছে, বলেন তিনি।

তাঁর কথায় মনে হয়েছে, বামফ্রন্ট জমানায় পরিবহণ দফতরে প্রায় ২৭ কোটি টাকার বাস কেলেঙ্কারি হয়েছে। তাতে, প্রাক্তন পরিবহণ মন্ত্রী এবং আরবান ট্রান্সপোর্টের প্রাক্তন এমডিও যুক্ত রয়েছেন। পরিবহণ মন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় জানিয়েছেন, বিগত সরকারের আমলে জনগণের টাকায় কিছু মানুষের ভূরিভোজের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিভাগীয় তদন্তে তার প্রমাণ মিলেছে। শুধু তা-ই নয়, ওই বাস ক্রয়ের সমস্ত হিসাব খুঁজে বের করার জন্য অডিট দফতরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতেও অনেক কাগজপত্র খোঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে অডিট রিপোর্ট দিয়েছে। তাই, কেলেঙ্কারির তদন্ত করার জন্য ভিজিলেন্সকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, জনগণের যাতায়াতে সুবিধার্থে পাবলিক ট্রান্সপোর্ট মজবুত করার ইচ্ছা ছিল ত্রিপুরা সরকারের। কিন্তু ওই কেলেঙ্কারির জন্য আপাতত তা সম্ভব হচ্ছে না।

মেনন

তিনের পাতার পর

খুললেন মেনন, এবার যার মন্ত্রিসভায় ঠাঁই হয়নি ।বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ করে তিনি বলেন, আপনি-আমি মিলে যে ভোটের জন্য লড়াই করেছি, আজিজ কমিশনকে ঘেরাও করেছি, আমরা এক কোটি ১০ লাখ ভুয়া ভোটার তালিকা ছিঁড়ে ফেলে নির্বাচন বর্জন করেছি মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরও। আজকে কেন ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ এবং জাতীয় নির্বাচনে মানুষ ভোট দিতে পারছে না? রাশেদ খান মেনন বলেন,উন্নয়ন মানে গণতন্ত্র হরণ নয়। উন্নয়ন মানে ভিন্ন মতের সংকোচন নয়। উন্নয়ন মানে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হরণ নয়। উন্নয়ন মানে গণতন্ত্রের স্পেস কমিয়ে দেওয়া নয়।

মারধর নানুরে

পাচের পাতার পর

ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে ওই এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে খুজুটিপাড়া ফাঁড়ি থেকে পুলিশএসে তাকে উদ্ধার করে। সেখানে আশ্রয় দেয়। পরে নানুর থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। অন্যদিকে মৃত যুবকের পরিবারের তরফ থেকেও ওই মহিলার বিরুদ্ধে থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। যদিও অধরা অভিযুক্তরা। এই নিয়ে মৃত যুবক পিন্টু নাথ এর স্ত্রী ঝুম্পা নাথ জানায়,"আমার স্বামীর সঙ্গে ওই মহিলার অবৈধ সম্পর্ক ছিল। সেটা আমি হঠাৎ জানতে পারি। ওই মহিলা আমার সোনার গহনা,টাকা,পয়সা যা ছিল সব নিয়ে নিয়েছে। তারপরেও আমার স্বামীকে চাপ দেয় আরও ৩০ হাজার টাকা দেওয়ার জন্য খুব চাপ দিতে থাকে। এত চাপের কারণেই আমার স্বামী বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে। এই সমস্ত ঘটনা আমার স্বামী মরার আগে সব আমাকে হাসপাতালে ভর্তি হযে বলেছে।" পুলিশ জানিয়েছে মহিলাকে উদ্ধার করা হযেছে।

কংগ্রেস নেতা রকিবুল

পাচের পাতার পর

নেতারা হেলিকপ্টার চেপে নির্বাচনী প্রচারে আসছেন। বিজেপি বাঙালির আপন, না-চা জনগোষ্ঠীর, এই মন্তব্যের যৌক্তিকতা দেখিয়ে বলেন, অসম সরকারে বর্তমান বাঙালি মন্ত্রী মাত্র একজন। অথচ কংগ্রেসের সময় চার-চার জন মন্ত্রী ছিলেন। আগে চা জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিও অনেক ছিলেন, কিন্তু এখন মাত্র দুজন। বিজেপি চাইছে চা জনগোষ্ঠীর লোকেরা ওদের বারান্দা পর্যন্ত যাক, ভেতরে যাতে ঢুকতে না পারেন। আর কংগ্রেস জাতিধর্মবর্ণের লোককে নিয়েই চলতে জানে। তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, যারা যারা ক্ষমতার দম্ভে দুর্নীতি করছেন তাদের নাম লিখে রাখুন, ২০২১-এ রাজ্যে কংগ্রেস ক্ষমতায় আসছে, আইনগতভাবে দুর্নীতিবাজ প্রত্যেকজনকে শাস্তি দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন রকিবুল। শুরুতে সাংবাদিক সম্মেলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরেন জেলা কংগ্রেস সভাপতি সতু রায়। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক আমিনুর রশিদ চৌধুরী, এনএসইউআই-এর জাতীয় সম্পাদক আজিম খান পাঠান, আবুল কালাম তাপাদার, উত্তম মজুমদার, পঙ্কজ নাগ প্রমুখ।

দাবি বিজেপি-কংগ্রেসের

আটের পাতার পর

৫৬ নম্বর খোনসা পশ্চিম (তফশিলি উপজাতি সংরক্ষিত)-এর বিধায়কের অকাল মৃত্যুতে ওই আসন শূন্য হয়। গত ১১ মে সন্দেহভাজন খাপলাং গোষ্ঠীর এনএসসিএন জঙ্গিদের গুলি-হামলায় ওই আসনের বিধায়ক ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-র তিরন আবোহ-সহ ১১ জনের মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছিল ।অন্যদিকে সিকিমের পোকলোক কামরাং, মারটাম রুমটেক (বিএল) এবং গ্যাংটক (বিএল) আসনেও ওই দিন অনুষ্ঠিত হবে উপনির্বাচন। সিকিমের তিন বিধানসভা আসনের তিন প্রার্থী দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। দুটি আসনে বিজয়ী হওয়াষ একটি করে তাঁরা ছেড়ে দিসে সংশ্লিষ্ট তিন আসনই শূন্য হয়ে যায়।

দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

আটের পাতার পর

প্রশিক্ষণ চলতি বছরের ১ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। অধিকর্তা চাকমা জানান, গান্ধীগ্রামের আরকে নগরে ছয় হেক্টর এলাকায় মরিঙ্গা গাছের চাষ শুরু হয়েছে। এই মরিঙ্গা গাছের বিষয়বস্তুর ওপর একটি নোট তৈরি করার জন্য সংশ্লিষ্ট দফতরকে নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব।

এদিনের বৈঠকে ছাগল প্রজনন প্রকল্পে ৪১৪টি সিরোহী প্রজাতির ছাগল বিলির প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্দিষ্ট এলাকা চিহ্নিত করে ক্লাস্টার পদ্ধতির মাধ্যমে এই প্রজাতির ছাগল বিলি করা প্রয়োজন। এতে করে পর্যবেক্ষণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ করাও সুবিধা হবে। আলোচনাচক্রমে রাজ্যে মহিষের সংখ্যা বৃদ্ধি করার বিষয়টিও প্রাধান্য পায়।

আবেদন এসডিএফ-এর

আটের পাতার পর

জায়গা নেই। এই সংকট কাটাতে ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীকে আবেদন জানিয়েছে এসডিএফ। সংগঠনের প্রতিনিধিরা বলেন, "গতকাল বিধানসভায় অধ্যক্ষ এবং বিভিন্ন দলের মুখ্যসচেতক সহ একাধিক বিধায়কের সাথে দেখা করেছি। অধ্যক্ষ আমাদের সোমবার আবার সময় দিয়েছেন। ওই দিন আমরা রাজ্যের সমস্ত মন্ত্রী ও বিধায়কদের কাছে চিঠি দিয়ে আবেদন জানাব। তাঁরা যেন এগিয়ে এসে রাজ্য সরকার মারফত অধ্যাদেশ জারি করিয়ে এই মূল্যবান আসনগুলো রক্ষা করে গ্রামীন স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। আসনগুলো নষ্ট হলে একদিকে বিশেষজ্ঞের অভাব আরও বাড়বেঊ তেমনই এমডি/এমএস করার সুযোগ বাতিল হলে নতুন পাশ করা চিকিৎসকরা আর সরকারি চাকরিতে যোগ দেবন না। ফলে সামগ্রিকভাবে চিকিৎসকের অভাবে সরকারি স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বে। ফুলে ফেপে উঠবে কর্পোরেট স্বাস্থ্য ব্যবস্থা। মানুষ টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা যেতে বাধ্য হবে।

চুরাইবাড়ি জুড়ে দীপাবলির উচ্ছ্বাস

আটের পাতার পর

ধরে আমরা সবাই ক্লাবের কালীপুজোর প্যান্ডেলের শুভারম্ভ হবে।পাশাপাশি রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে ক্লাব কর্তৃপক্ষরা চিঠি দিয়ে নিমন্ত্রিত করেছেন সুতরাং মুখ্যমন্ত্রীও আমরা সবাই ক্লাবে পুজোতে আসবেন বলেও ক্লাব কর্তৃপক্ষরা জানান।ক্লাব কর্তৃপক্ষরা আরো জানান যে,দুর্গাপুজোর মত কালীপুজোয় দশমী ধর্মনগর শহরে গত বছর থেকে চালু করেছেন উনারা।ধর্মনগর শহরের বিধায়ক বিশ্ববন্ধু সেনের একটি স্বপ্ন ছিল যে কালী পূজোয় দশমী হবে,তাই গত বছর থেকে মহাধুমধামে কালীপুজো দশমী শুরু হয় ধর্মনগর শহরে।এবারও আমরা সবাই ক্লাব এক সারা জাগানো দশমী করবে বলেও ক্লাব কর্তৃপক্ষ জানান।এদিকে অ্যাথলেটিক ক্লাবের এবারের বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা।এবছর অ্যাথলেটিক ক্লাবের পূজো ৫৮ বছরে পা দিল।এবারে তাদের থিম সম্পূর্ণ মৃৎশিল্পীদের জীবনেকে ঘিরে।ক্লাব কর্তৃপক্ষদের আশা ওনারা এবছর দর্শনার্থীদের কিছু নতুনত্ব দেওয়ার প্রচেষ্টা করে যাচ্ছেন।পাশাপাশি লাইটিংয়ে রয়েছে বিশেষ আকর্ষণ।সম্পূর্ণ পিক্সেল লাইটের উপর থাকছে অ্যাথলেটিক ক্লাবের লাইটিং।অপরদিকে এরিয়ান ক্লাবের এবারের থিম রাজস্থানের শীষ মহল।এ্যারিয়ান্স ক্লাবের এবারের বাজেট ১৫ লক্ষ টাকা।এবারে তাদের পুজো ৪৯ তম বছরে পা দিলো। তাছাড়াও বাকি ক্লাব গুলি দর্শনার্থীদের মন কাড়তে নানা কুটির শিল্প, নানা কাল্পনিক আদলে তৈরি মন্দির তৈরি করছেন।ব্যবহার করছেন ফোম,থার্মোকল, ফাইবার, মশারির নেট সহ মাটির পুতুল।এককথায় সবকটি বড় বাজেটের পুজো উদ্যোক্তাদের এক অঘোষিত প্রতিযোগিতা। তবে ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে কালীপুজো মানে অনেকটাই ভিন্ন মাত্রায় আনন্দ। ভিন্নমাত্রায় ঐক্যের মিলন বন্ধন।গোটা শহর আলোয় মুখরিত।

পাশাপাশি ধর্মনগর শহরের বিধায়ক তথা বিধানসভার উপাদক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন জানান,কালীপুজো ধর্মনগর শহরে বরাবরই উচ্চমার্গের হয়ে থাকে।এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।ধর্মনগর শহরে সাধারণ মানুষ শান্তি ও সুশৃঙ্খল ভাবে সারারাত পুজো দেখেন।চলে পুজোর আগের দিন থেকে ৪/৫ দিন।।বিশ্ব বন্ধু সেন আরো জানান,আলোর উৎসব দীপাবলিতে শুধু শহরকে আলোকিত করবো তা নয়।আমরা সরকারি তরফ থেকেও গোটা শহরে চতুর্মুখী লাইট দিয়ে পার্মানেন্টলি আলোকিত করার চেষ্টা করছি। উনি আরো বলেন ধর্মনগরের শহরের কয়েকটি ক্লাব রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে কালি পূজোর নিমন্ত্রণ করেছেন তাই মুখ্যমন্ত্রী ধর্মনগর শহরে পুজো দেখতে আসবেন বলেও আশাবাদী ধর্মনগরবাসী হিসাবে বিধায়ক তথা উপাদক্ষ বিশ্ববন্ধু সেন।তাছাড়া কালী পূজার বিসর্জন নিয়ে বিশ্ববন্ধু সেন বলেন,গত বছর থেকে ধর্মনগর শহরে কালী পুজোর বিসর্জন শুরু হয়েছে।এবারও হবে তবে বিসর্জনটা মনমুগ্ধকর শান্তিপূর্ণ ও চিত্রাকর্ষন হবে।

এমনকি একটি বিশেষ সূত্রে জানা যায়,এবারে ধর্মনগর শহরে কালীপুজোর জমজমাট ও চিত্তাকর্ষন বিসর্জনে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব উপস্থিত থাকবেন বলেও জানা গেছে।

খেলা

রোহিত-রাহানের দাপটে ভারত ২২৪/৩, খারাপ আলোয় আগেই দিন শেষ

শনিবার খারাপ আলো আর বৃষ্টির জন রাঁচি টেস্টের প্রথম দিনে শেষ হল নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুটা আগেই। আগামিকাল মাচ শুরু হবে ৩০ মিনিট আগে। অর্থাত সাড়ে ন'টার বদলে খেলা শুরু হবে সকাল ন'টায়।দিনের শেষে ভারত তিন উইকেট হারিয়ে স্কোরবোর্ডে তুলেছে ২২৪ রান। সেঞ্চুরিকারী রোহিত শর্মা অপরাজিত আছেন ১১৭ রানে। রাহানে বাট করছেন ৮৩ রানে। আর ১৭ রান করতে পারলেই শতরানের দেখা পাবেন তিনিও।এদিন জেএসসিএ ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম কমপ্লেক্সে টস জিতে বাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বিরাট কোহলি। কিন্তু কাগিসো রাবাদার দাপটে ভারত শুরুতেই মুখ থুবড়ে পড়ে। ময়াঙ্ক আগরওয়াল (১০) ও চেতশ্বর পূজারা (০) শিকার হন রাবাদার। টিম ইন্ডিয়ার কাপ্টেন কোহলিও এদিন এসে ভারতকে অক্সিজেন জোগাতে পারেননি। অ্যানরিচ নোকিয়ার বলে তাঁকেও ফিরতে হয় মাত্র ১২ রানে। লাঞ্চে ভারতের স্কোরবোর্ড ছিল ৩ উইকেটে ৭১।সেখান থেকে রোহিত-রাহানের বাটে ভর করে ভারত ভদ্রস্থ স্কোর তোলে। ১৮৫ রানের পার্টনারশিপ করে তাঁরাই দলকে বড় রানের আশা দেখাচ্ছেন। রাঁচিতে ফের ঝলসে ওঠেন রোহিত। অনবদ ইনিংস উপহার দেন হিটমান। ক্রিকেটের দীর্ঘতম ফর্মাটে ৬ নম্বর সেঞ্চুরির সঙ্গেই পূর্ণ করে ফেললেন ২০০০ রান। অনদিকে রাহানেও তাঁকে যোগ সঙ্গত দেন। সেঞ্চুরির পথে তিনিও।সিরিজের ফয়সালা আগেই হয়ে যাওয়ায় কার্যত নিয়মরক্ষার ম্যাচ। রাঁচিতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অবশ্য শুরুতেই ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখে পড়ে ভারত। সিরিজে প্রথমবার। যদিও রোহিত শর্মা ও অজিঙ্ক রাহানের পার্টনারশিপে প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠেছে ভারত। বৃষ্টির জন্য নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই প্রথম দিনের খেলা শেষ করে দিতে বাধ্য হন আম্পায়াররা। ৫৮ ওভারের শেষে ভারতের রান ৩ উইকেটে ২২৪। রোহিত ১১৭ ও রাহানে ৮৩ রানে অপরাজিত।দক্ষিণ আফ্রিকার অফস্পিনার ডেন পায়েতকে লং অফের ওপর দিয়ে ছক্কা মেরে সেঞ্চুরি সম্পূর্ণ করেন রোহিত। চলতি সিরিজে এটি তাঁর তৃতীয় সেঞ্চুরি। একটি টেস্ট সিরিজে সবচেয়ে বেশি ছক্কা মারার রেকর্ডও ভেঙে দিলেন রোহিত। তিনি এখনও পর্যন্ত চলতি সিরিজে মেরেছেন ১৬টি ছক্কা। ওয়েস্ট ইন্ডিজের শিমরন হেটমায়ার বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ২০১৮-১৯ মরসুমে দুই টেস্টের সিরিজে ১৫টি ছক্কা মেরেছিলেন। সেটাই ছিল এখনও পর্যন্ত রেকর্ড।এই ম্যাচেও টস হেরেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক ফ্যাফ ডুপ্লেসি। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ইনিংসের পঞ্চম ওভারেই কাগিসো রাবাডার বলে ফিরে যান ভারতীয় ওপেনার মায়াঙ্ক অগ্রবাল (১০ রান)। চেতেশ্বর পূজারা কোনও রান না করেই ফেরেন সেই রাবাডার বলেই। অধিনায়ক বিরাট কোহলিকেও (১২ রান) দ্রুত তুলে নেন এনরিক নর্টজে।তবে পরিস্থিতি সামাল দেন রোহিত ও রাহানে। রোহিত শুরু থেকেই ছিলেন সাবলীল মেজাজে। তিনি হাফসেঞ্চুরি সম্পূর্ণ করে ক্রিজে। রাহানেও হাফসেঞ্চুরি সম্পূর্ণ করেছেন। দেশের মাটিতে এটাই রাহানের টেস্টে দ্রুততম হাফসেঞ্চুরি। ৭০ বলে ৫০ রান সম্পূর্ণ করেন রাহানে। হাফসেঞ্চুরি করার পথে তিনি মেরেছেন ৮টি বাউন্ডারি। দুজনের সেঞ্চুরি পার্টনারশিপও হয়ে গিয়েছে। এই দুই ব্যাটসম্যান ভারতীয় দলকে বড় রানের পথে নিয়ে যাচ্ছেন।শুধু ওয়ানডে টি-টোয়েন্টি না, ব্যাট হাতে ধরলে অপরপক্ষের বোলারের বুকেও যে আতঙ্ক তৈরী করতে পারে তা আরও একবার দেখিয়ে দিলো রোহিত শর্মা। আগামী দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে চলমান টেস্ট সিরিজে ওপেনিং করার সুযোগ পেয়েই পরপর দুটি ইনিংসে দুটি সেঞ্চুরি করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন বাঘ বাঘ'ই থাকে। আর সেই আতঙ্ক মিটতে না মিটতেই আজ রাঁচির মাঠে তৃতীয় টেস্টে আবারও একখান সেঞ্চুরি হাঁকিয়ে বুক কাঁপিয়ে দিলো দক্ষিণ আফ্রিকার। অতঃপর আকাশের দিকে ব্যাট তুলে বুঝিয়ে দিলো টিম ইন্ডিয়ার রাজা আসলে রোহিত'ই।একদা এই রাঁচিতে পরপর তিনবার ধাক্কা খেয়েছিলো ক্যাপ্টেন বিরাট। এমনই পরিস্থিতিতে রোহিত বুঝিয়ে দিলো টিমটার নাম ইন্ডিয়া। রোহিত ১৩০ বলে আজ সর্বোচ্চ ৬ নম্বর সেঞ্চুরি করলেন। ৪ টি ছক্কা এবং ১৩ টি চার মেরে সেঞ্চুরি করেন রোহিত। সেই সঙ্গে টেস্ট ক্রিকেটে দুহাজার রান পূর্ণ করলেন রোহিত।

বিরাট কোহলিকে নিয়ে বিশেষ মন্তব্য করলেন শোয়েব আখতার

সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে জয়ের পর বিরাট কোহলির প্রশংসায় মজলেন প্রাক্তন পাকিস্তান পেসার শোয়েব আখতার।এই ম্যাচে জয়ের সুবাদে টেস্ট সিরিজ জয় করলো ভারত। সিরিজে তৃতীয় অর্থাত অন্তিম টেস্ট ম্যাচে রাঁচিতে মুখোমুখি হতে চলেছে দুই দল। দ্বিতীয় টেস্টে প্রথম ইনিংসে কোহলির ২৫৪ * এবং মায়াঙ্ক আগরওয়াল এর ১০৮ রানের সুবাদে পাহাড় প্রমাণ রান গড়ে ভারত। ইনিংস ডিক্লেয়ার করা হয় ৬০৫/১।জবাবে ২৭৫ রানে শেষ হয়ে যায় সাউথ আফ্রিকার ইনিংস। ৩২৬ রানের লিড নিয়ে প্রোটিয়াসদের ফলো - অন করান বিরাট।প্রসঙ্গত, কোহলি প্রথম ভারত অধিনায়ক যিনি সাউথ আফ্রিকাকে ফলো অন করান।ফের আরেকবার ব্যাটিং বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয় সাউথ আফ্রিকা ক্রিকেট দল।ভারতের বোলিং বিভাগের কাছে মুখ থুবড়ে পড়ে তারা।ইনিংস শেষ করে ১৮৯ রানে।ভারত টেস্ট জেতে এক ইনিংস এবং ১৩৭ রানে।এদিন অধিনায়ক বিরাটের ভুয়সী প্রশংসা শোনা গেল শোয়েব আখতারের মুখে।মাত্র ৪৬ রান দুরে যখন নিজের প্রথম টেস্ট ত্রিশতরান থেকে কোহলি, তখন দলের স্বার্থে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে দেন তিনি।কোহলি কে ' নির্ভিক অধিনায়ক ' আখ্যায় আখ্যায়িত করলেন শোয়েব।পাশাপাশি ভারতকে অভিনন্দন জানালেন ঘরের মাঠে পর পর ১১ টি টেস্টে জয়লাভের জন্য।' আমি আগেই জানিয়েছিলাম অধিনায়ক হিসেবে কোহলি নিজেকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে যাবে বিশ্বকাপের পর।কারন ও নিজের ভুল থেকে শিক্ষা নিয়েছে।ব্যাটিং অর্ডারের সমস্যার সমাধান করেছে।এই মুহূর্তে গোটা বিশ্বের অন্যতম সেরা অধিনায়ক ও।" অভিনন্দন ভারতকে ঘরের মাঠে পরপর ১১ টি টেস্টে জয়লাভের জন্য।ও একজন নির্ভিক অধিনায়ক যে কখনও নিজের ব্যক্তিগত রান নিয়ে ভাবেনি।নিজে যখন ২৫৪ রানে দাড়িয়ে তখন নির্ভয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার করেছে।' এমনটাই মন্তব্য করেছেন শোয়েব।সাউথ আফ্রিকার বিপক্ষে দ্বিতীয় টেস্টে সুবাদে আরও ৪০ পয়েন্ট পেয়ে ওয়াল্ড টেস্ট চ্যাম্পিয়ানশিপের টেবিলে ২০০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষ স্থানে আছে ভারত।

কিংস ইলেভেন পানাব দলেই থাকছেন অশ্বিন

সম্প্রতি তৈরী হয়েছিল জল্পনা, যে আগামী মরশুমে দিল্লি ক্যাপিটালসের জার্সিতে দেখা যেতে পারে অশ্বিনকে।যদিও সম্প্রতি কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব দলের মালিক নেস ওয়াদিয়া জানান এবারের ন্যায় আগামী বছর

পানাবের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করবেন এই ক্রিকেটার।এই বিষয়ে ফ্রানাইজির মধ্যে কথা হলেও এখনো পাকাপাকি কোনও সিদ্ধান্তে আসা যায়নি।'কিংস ইলেভেন বোর্ড মনে করছেন অশ্বিন দলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য, এবিষয়ে দিল্লি দলের সাথে কথা হলেও এখনো কোনও রকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।' মন্তব্য নেসের।সুত্রের খবর অনুযায়ী দিল্লি এবং পানাব, দুই দল অশ্বিনকে নিয়ে চুক্তি পাকাপোক্ত করলেও কিছু মনিটারিং ইস্যুর জন্যে আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলো না। সদ্য পানাবের কোচ হওয়া অনিল কুম্বলের থেকে বরাবর প্রশংসা পেয়ে এসেছেন অশ্বিন।২০১৭ সালে একটি সাক্ষাতকারে অশ্বিন জানিয়েছিলেন তিনি টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসর নেবেন ৬১৮ টি উইকেট নিয়ে।যা অনিল কুম্বলের থেকে একটি কম।প্রসঙ্গত, যেকোনো ফর্ম্যাটে ভারতের হয়ে সর্বোচ্চ উইকেট শিকারি অনিল কুম্বলে।২০১৮ সালে কিংস ইলেভেন পানাবের অধিনায়ক নির্বাচিত হন অশ্বিন।অনেকেই এমন সিদ্ধান্তকে তখন চমকপ্রদ মনে করেন।যদিও অধিনায়ক হিসেবে সেইবার আইপিএলের প্রথম অর্ধে দারুণ কাজ করে ছিলেন তিনি।একসময় তাদের প্লে অফে যাওয়ার বিষয়টি একেবারে পাকাপোক্ত মনে করা হলেও শেষ অবধি তা সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি।লিগ টেবিলের সাত নম্বর স্থানে শেষ করে তারা। ২০১৯ এর আইপিএলের প্লে অফে উঠতে ব্যর্থ হয় পানাব। ১৪ ম্যাচে ছয়টিতে জয়লাভ পায় তারা।এরপর থেকেই অশ্বিনের পানাব ছাড়ার প্রসঙ্গ ওঠে।যদিও এখন মনে করা হচ্ছে, এমনটা হচ্ছে না।তবে আগামী মরশুমে তাকে অধিনায়কের ভুমিকায় নাও দেখা যেতে পারে।বরং দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে কে এল রাহুল কে।২০২০ "র আইপিএলে অনিল কুম্বলে ছাড়াও আরও নতুন মুখ দেখা যাবে পানাব কোচিং ইউনিটে।যোগ দেবেন সুনীল জোশি, কোর্টনি ওয়ালশ।এছাড়াও ফিল্ডিং কোচের পদে আসতে পারেন জন্টি রোডস।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন টি ২০ সিরিজে খেলবেন না কোহলি

নয়াদিল্লি: বাংলাদেশের বিরুদ্ধে আসন্ন টি ২০ সিরিজে দেখা যাবে না ভারতীয় দলের অধিনায়ক বিরাট কোহলিকে। গত মার্চে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের ম্যাচের সিরিজ থেকে একটানা খেলছেন কোহলি। সেজন্য ওয়ার্কলোডের বিষয়টি মাথায় রেখে আসন্ন সিরিজে খেলবেন না তিনি।কোহলি শেষবার বিশ্রাম নিয়েছিলেন জানুয়ারিতে। তখন নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজের শেষ দুটি ম্যাচ ও টি ২০ সিরিজ খেলেননি তিনি। এরপর থেকে ধারাবাহিকভাবে খেলে চলেছেন তিনি।সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তিন ম্যাচের টি ২০ সিরিজে কোহলিকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। টিম ম্যানেজমেন্টের সূত্র উদ্ধৃত করে সংবাদসংস্থা জানিয়েছে, একটানা ক্রিকেট খেলছেন কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সিরিজে দলে ছিলেন। আইপিএলে খেলেছেন। এরপর বিশ্বকাপ, ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে সিরিজ এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সিরিজে খেলছেন তিনি। তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। তাই তিনি আগামী টি ২০ সিরিজ খেলবেন না। খেলোয়াড়দের বিশেষ করে, যাঁরা সমস্ত ফরম্যাটেই খেলছেন, তাঁদের ওয়ার্কলোড সামলানোর বিষয়টি দলের কাছে অগ্রধিকারের বিষয়। খেলোয়াড়রা যাতে তরতাজা থাকেন এবং যখন সময়ই তাঁরা যাতে নিজেদের সেরাটা দিতে পারেন, তা নিশ্চিত করাই এর উদ্দেশ্য।টি ২০ সিরিজে না খেললেও বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজ খেলবেন তিনি। আসলে কোহলি আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, পাঁচদিনের ফরম্যাট তাঁর অত্যন্ত পছন্দের। এছাড়াও চলতি আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত যাতে জয়ী হতে পারে সেজন্য কোহলি সর্বতো চেষ্টা করবেন।টি ২০ সিরিজের জন্য দল বেছে নেওয়া হবে ২৪ অক্টোবর।

দাদা সব চ্যালেঞ্জ খুব সহজেই পার করবেন, আশা প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের

বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তবে প্রেসিডেন্ট পদে তাঁর মেয়াদ হবে মাত্র দশ মাস। মেয়াদ দীর্ঘায়িত হওয়ার আশা ব্যক্ত করে এবার সৌরভকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রাক্তন ভারতীয় ওপেনার ও বর্তমানে বিজেপি সাংসদ গৌতম গম্ভীর।সর্ব ভারতীয় এক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁর এক কলামে গম্ভীর লেখেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট এখন পরপর উইনার স্কোর করছে। পরবর্তী বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন প্রাক্তন ভারতীয় অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সাধারণত আমরা দেখেছি, বিসিসিআই-এর কর্মপদ্ধতিতে স্বচ্ছতার অভিব থাকে। তবে প্রাক্তন এক ক্রিকেটারের প্রশাসনের শীর্ষস্থান গ্রহণ করা এক বিশাল ব্যপার। এটা কী করে হল সেই বৃত্তান্তে আমি যেতে চাই না। আমি শুধু এই বিষয়টা নিয়ে খুশি যে এক প্রাক্তন ক্রিকেটার প্রশাসনের শীর্ষে বসতে চলেছেন। সিএবি-র শীর্ষে থাকাকালীনও দাদা যে সব বদল এনেছিলেন তা যুগান্তকারী। তবে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট পদে দাদাকে অনেক চ্যালেঞ্জ পার করতে হবে। অবশ আমি যদি দাদাকে চিনে থাকি তবে আমি নিশ্চিত তিনি সেই সব চ্যালেঞ্জ খুব সহজেই পার করবেন। তবে আমি সত্যি চাই যাতে দাদা ১০ মাসের বেশি সময় এই পদে থাকতে পারেন। নয়ত দাদার প্রেসিডেন্ট পদে বসার কোনও অর্থ থাকবে না।'এদিকে গম্ভীর আশা প্রকাশ করেন যে বিসিসিআই প্রেসিডেন্ট হিসাবে বাকি প্রশাসকদের থেকে পর্যাপ্ত সাহায্য পাবেন। এই বিষয়ে গম্ভীর লেখেন, 'আমি চাই যে যারা যারা এখন দাদাকে তাঁর সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন তাঁরা সবাই মিলে দাদাকে তাঁর কাজ করতে সাহায্য করবেন। জগমোহন ডালমিয়ার সাহায্য নিয়ে যেভাবে দাদা দল পরিচালনা করতে পেরেছেন। আমি চাই সেই একই রকম সাহায্য দাদাকে ফের দেওয়া হোক যাতে এবার প্রশাসনে থেকে দাদা ভারতীয় ক্রিকেটকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।'পাশাপাশি ব্রায়াল লারার ভারতীয় পেসারদের প্রশংসায় আপ্লুত বলেও জানান গম্ভীর। জসপ্রীত বুমরা, মহম্মদ শামি, ইশান্ত শর্মা ও উমেশ যাদব সম্বলিত ভারতীয় ক্রিকেট দলের বর্তমান পেস আক্রমণ এই মুহূর্তে বিশ্বসেরা বলে দাবি করেন ক্যারিবিয়ান লেজেন্ড ব্রায়ান চার্লস লারা। এই বিষয়ে গম্ভীর বলেন, 'আমি এই বক্তব্য শুনে খুব খুশি। আমি তাঁর সঙ্গে এই বিষয়ে পুরোপুরি একমত।'২৩ তারিখ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির আসনে বসতে চলেছেন প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তার পরের দিনই ঘরের মাঠে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ ও টেস্ট সিরিজের দল নির্বাচন। সেখানেই নতুন সভাপতির সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা অধিনায়ক বিরাট কোহলির। কিন্তু ভারতীয় দল সুত্রের খবর, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজে খেলবেন না অধিনায়ক কোহলি। বিশ্রাম দেওয়া হবে তাঁকে। সভাপতির আসনে সৌরভ বসার পর বাংলাদেশের বিরুদ্ধেই প্রথম ক্রিকেট সিরিজে নামতে চলেছে ভারত। নভেম্বরের তিন তারিখ দিল্লিতে প্রথম টি২০ ম্যাচ।ভারতীয় দল সুত্র থেকে খবর, দলের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্ট অনুয়ায়ী বিশ্রাম দেওয়া হবে বিরাটকে। কারণ মার্চ মাস থেকে টাকা ক্রিকেট খেলছেন কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একদিনের সিরিজ, তারপর আইপিএল, বিশ্বকাপ, ওয়েস্ট ইন্ডিজ সফর এবং এখন দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজ। বিরাট বর্তমান ভারতীয় দলে কয়েকজন ক্রিকেটার আছেন যারা, তিন ফরম্যাটেই জাতীয় দলের হয়ে খেলেন। সেই সব ক্রিকেটারদের ওপর চাপ কমাতে তাদের কিছুদিন অন্তর বিশ্রামে পাঠানো হয়। সেই নিয়ম অনুসরণ করেই এবার বিরাটকে বিশ্রাম দেওয়ার পালা।বিরাট না থাকলে স্বভাবতই ভারতীয় দলকে নেতৃত্ব দেবেন রোহিত শর্মা। তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ ও দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে ভারতে আসছে বাংলাদেশ। টি২০ সিরিজে না খেললেও টেস্ট সিরিজে আবার দলে ফিরবেন বিরাট। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ চলছে। শীর্ষে থাকা ভারতীয় দল অন্য প্রতিপক্ষের থেকে অনেকটাই এগিয়ে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দু'ম্যাচের টেস্ট সিরিজে পয়েন্টের দিক থেকে আরও অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ পাবে টিম ইন্ডিয়া। তাই বিরাট টেস্ট ম্যাচ কোনও ভাবেই মিস করতে চান না।

ধোনির অবসর প্রসঙ্গ উঠতে বিশেষ মন্তব্য করলেন শেন ওয়াটসন

২০১৯ এর ক্রিকেট বিশ্বকাপের পর আর জাতীয় দলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে দেখা যায়নি মহেন্দ্র সিং ধোনিকে।নিজের ক্রিকেট ভবিষ্যত নিয়েও এখনও অবধি বিশেষ কিছু মন্তব্য করতে দেখা যায়নি তাকে।তাই স্বাভাবিক ভাবেই তার পরবর্তী সিদ্ধান্ত নিয়ে আগ্রহ তৈরি হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।যদিও প্রাক্তন অজি অলরাউন্ডার এবং ধোনির চেন্নাই সুপার কিংস দলের সতীর্থ শেন ওয়াটসনের বক্তব্য, ধোনি জানে ওকে কি করতে হবে, তাই সার্বিক ভাবে সমস্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি ওর উপর ছেড়ে দেওয়া হোক।বিশ্বকাপের পর ভারতীয় আর্মিতে জয়েন করে দেশের সেবা করেছেন ধোনি।এরপর পরিবার নিয়ে ছুটি কাটাতে পারি দেন আমেরিকায়।সেখানে গল্ফ টুর্নামেন্ট খেলতে দেখা গেছিলো তাকে।শোনা যাচ্ছে বলিউডে অভিষেক হতে পারে তার, ছবিতে তার সাথে অভিনয় করতে পারেন স্বয়ং সনয় দত্ত।

PNIeT NO- 15/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2019-20

Online percentage rate bids in single bid system is invited for the following work:

Sl No	Name of work	Estimated cost	Earnest Money	Tender Fee	Time of Completion	Deadline for online bidding	Place, Time and date of opening of online bid	Website for online bidding	Class of Bidder
1	Name of Work: - Construction of 01(one) nos. semi. permanent pump house, in/c. related allied works for DTW scheme at Ramani Para under Purba Karamcherra VC within the jurisdiction of DWS Sub-Division Manu DNIe-T No.05/EE/PWD(DWS)/AMB/ 2019-20	Rs. 1972920.00	Rs. 19729.00	Rs. 1000.00	60(Sixty) days	U pto 15.00 Hrs on 02/11/2019	O/o The Exeucitve Enigneer, DWS Division, Ambassa at 16.30 Hrs on 05/11/2019	http://tripuratenders.gov.in	Appropriate Class/ Category as per Nle-T

All details can be seen in the office of the undersigned, NB : This detailed press notice & bid documents for the work can seen on website www.tripuratenders.gov.in at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website vvww.trip uratend ers.gov.in

For details please visit www.tripuratenclers.govin & for any query please contract : 03826-267230 / M8787354471

For and on behalf of Governor of Tripura

(Er. H. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Ambassa,
Dhalai District, Tripura

ICA/C-1368/19

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT 09/EE/ RD-TLM/19-20 Dt: 17/10/2019

The Executive Engineer, RD Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 P.M on 01/11/ 2019 for 03(Three) nos construction works. For details visit website- https://tripuratenders.gov.in and contact 03825-26209 / 8731074766 / 9862139398. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/illegible
Executive Engineer
RD Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA/C-1379/19

PRESS NOTICE INVITING TENDER

PNIT No. PT-10/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dated: 15/10/2019

On behalf of the Governor of Tripura, The Executive Engineor, RD Kumarghat Division, Unakoti, Tripura invites e-tender from eligible bidders up to 3.00 PM on 06/11/2019 for 06 (Sixr) nos. works [(1) DNIT.No.22/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dt.15/ 10/2019 (2) DNIT.No.23/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dt.15/10/ 2019 (3) DNIT.No.24/EE/RD/KGT/DIV/2019-20, Dt.15/10/2019 (4) DNIT.No.25/EF/RD /KGT/DIV /2019-20, Dt.15/10/2019 (5) DNIT.No.26/EE/RD /KGT/DIV /2019-20, Dt.15/10/201, K6) DNIT.No.27/EE/RD /KGT/DIV /2019-20, Dt.15/10/2019 l. For details visit website https://tripuratenders.gov.in/ eprocure.gov.in or www.tsu.tr .nic.in tender and contact at Ph. No.9436477874 (M)/ email- een 1kgt(@)gmail.com.

Executive Engineer
RD Kumarghat Division
Kumarghat, Unakoti Tripura.

ICA/C-1374/19

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকল সুবিধভোগী কৃষকভাইবোন, জিলা, মহকুমা কৃষি ও উদ্যান আধিকারিক সহ সমস্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত সব্জি বীজ সরবরাহকারীদের জ্ঞাতার্থে জানানো যাইতেছে যে, কৃষি ও উদ্যান মহকুমা ভিত্তিক নিম্নে বর্ণিত পরিবর্তিত তারিখ অনুযায়ী কৃষকভাইবোনদের ক্যাম্পের মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত যে কোনো প্রকল্পে সব্জি বীজ সরবরাহের কর্মসূচী দেওয়া হইল।

এই বিষয়ে সমস্ত নির্বাচিত কৃষকভাইবোন, কৃষি আধিকারিক এবং বীজ সরবরাহকারীদের আন্তরিক সহযোগিতা কাম্য

ক্রমিক নং	জিলা	তারিখ
১	পশ্চিম জিলা	২৩/১০/২০১৯
২	খোয়াই	২৪/১০/২০১৯
৩	সিপাহিজলা	২৫/১০/২০১৯
৪	গোমতী	২৬/১০/২০১৯
৫	ধলাই	২৭/১০/২০১৯
৬	উত্তরজিলা ঊনকোটি	২৯/১০/২০১৯

অধিকর্তা
উদ্যানপালন ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ অধিকার,
ত্রিপুরা সরকার, আগরতলা

ICA/D-1135/2019-20

আগরতলা পুর নিগম
আগরতলা
: পুর বিজ্ঞপ্তি :

নং.F./1(P.N)/PUB/PRO/AMC/15 তাং ১৮/১০/২০১৯

এতদ্বারা আগরতলা পুর নিগম এলাকার সকল রিক্সা চালকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উচ্চ আদালতের আদেশ (W.P(C) (PIL NO.9/2018) তারিখ ৩০/০৭/২০১৯ইং) অনুসারে ত্রিপুরা রাজ্য সরকার প্যাডেল রিক্সায় ইলেকট্রনিক মোটর, বেটারী বা অন্য কোন আধুনিক যন্ত্র ব্যবহৃত রিক্সা চালকদের জন্য স্বাবলম্বনের মাধ্যমে একটি নতুন প্রকল্পের সূচনা করেছেন। এই প্রকল্পে সকল ইলেকট্রনিক মোটর, বেটারী বা অন্য কোন আধুনিক যন্ত্র ব্যবহৃত রিক্সার পরিবর্তে চালকগণ ই-রিক্সা কিনতে পারবেন। ই-রিক্সার ক্রয় মূল্য (জি.এস.টি) সহ মোট ১ লাখ ৮৪ হাজার টাকা মাত্র। তার মধ্যে রিক্সা চালককে (সুবিধাভোগীকে) মোট ক্রয় মূল্যের ৫ শতাংশ অর্থাৎ ৯ হাজার ২ শত টাকা বহন করতে হবে। আর রাজ্য সরকার প্রতি ই-রিক্সায় ৩০ শতাংশ অর্থাৎ ৫৫ হাজার টাকা ভর্তুকি দেবে এবং বাকি টাকা ব্যাংক লোনের মাধ্যমে নিতে পারবেন। এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য রাজ্য সরকারের পরিবহন দপ্তরকে নোডাল দপ্তরের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

এই সুবিধা গ্রহণের জন্য রিক্সা চালকগণকে (সুবিধাভোগীগণকে) আগামী ১৭ই অক্টোবর ২০১৯ইং থেকে ১৫ই নভেম্বর ২০১৯ইং তারিখের মধ্যে আবেদন করতে হবে।

আবেদন করবেন এই ঠিকানায়

To,
The Joint Transport Commissioner
Paribahan Bhavan, Agartala
OR
To
The Assistant Municipal Commissioner
Central Zone
Agartala Municipal Corportaion

যোগ্যতা নিম্নরূপ ঃ

১) রিক্সা চালককে (সুবিধাভোগীকে) অবশ্যই ভারতীয় নাগরিক হতে হবে।
২) রিক্সা চালকের (সুবিধাভোগীর) বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
৩) এক পরিবার থেকে মাত্র ১ জনই এই সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।
৪) রিক্সা চালককে (সুবিধাভোগীকে আবেদনপত্রের সঙ্গে প্রজেক্ট রিপোর্ট জমা দিতে হবে। প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করতে পরিবহন দপ্তর সাহায্য করবে।
৫) রিক্সা চালককে (সুবিধাভোগীকে) আবেদন পত্রের সঙ্গে আধার কার্ডের ফটোকপি জমা দিতে হবে।

ধন্যবাদান্তে
স্বা:
মিউনিসিপ্যাল কমিশনার
আগরতলা পুর নিগম

প্রাণীসম্পদকে ভিত্তি করে রাজ্যে রোজগার সৃষ্টি সম্ভব, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর।। প্রাণীসম্পদকে ভিত্তি করে রাজ্যে রোজগার সৃষ্টি সম্ভব বলে দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শনিবার সচিবালয়ের ১ নং কনফারেন্স হল-এ প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মসূচির অগ্রগতি নিয়ে এক পর্যালোচনা সভায় তিনি এ-ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান সৃষ্টির যে সমস্ত সুবিধা রয়েছে তা কাজে লাগানোর জন্য সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী ছাড়াও সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের মন্ত্রী সান্ত্বনা চাকমা, মুখ্যসচিব ইউ ভেঙ্কটেশ্বরলু, অতিরিক্ত মুখ্যসচিব কুমার অলক, প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের বিশেষ সচিব শৈলেন্দ্র সিং আলোচনায় অংশ নিয়েছেন।

এদিন পর্যালোচনা সভায় দুগ্ধ এবং ডিম উৎপাদন বাড়িয়ে রাজ্যকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তোলার উপর বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। আজ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শুধুমাত্র ডিম আমদানি করতে গিয়েই রাজ্যের বড় পরিমাণ অর্থ প্রতি বছর বহিঃরাজ্যে চলে যাচ্ছে। ডিমের উৎপাদন বাড়ানোর মধ্য দিয়ে রাজ্যের মানুষের কাছে এই অর্থ রাখা যাবে। তাতে ডিমের উৎপাদন যেমন বাড়বে, তেমনি রোজগারের সুযোগও সৃষ্টি হবে। প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরকে সে অনুযায়ী কর্মসূচি নেওয়া প্রয়োজন বলে তিনি পরামর্শ দেন। তাঁর কথায়, এজন্য দফতরের আধিকারিকদের দায়িত্ব স্থির করে অগ্রসর হতে হবে। বাড়াতে হবে কাজের গতি। প্রয়োজনে নিতে হবে আধুনিক প্রযুক্তির সুবিধা। মুখ্যমন্ত্রী শূকরের মাংস প্রক্রিয়াকরণের উপরও গুরুত্বারোপ করে সংশ্লিষ্ট দফতরকে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিতে বলেছেন। বৈঠকে তিনি গোমতি কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রডিউসার্স ইউনিয়ন লিমিটেডের উৎপাদিত আইসক্রিমের স্বাদে রাজ্যের ক্যুইন আনারস ব্যবহার করার জন্য উদ্যোগ নিতে পরামর্শ দিয়েছেন। পাশাপাশি গুণগতমান যাতে বজায় থাকে সেই বিষয়েও নজর রাখা প্রয়োজন বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

তিনি মনে করেন, আইসক্রিমের ব্র্যান্ডিং এবং উপস্থাপনা উন্নতীকরণের পাশাপাশি প্রচারের দিকটিও দেখা আবশ্যক। তাতে মানুষ এর প্রতি আকৃষ্ট হবেন। সরকারি বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গোমতি ডেয়ারির তৈরি দুগ্ধজাত সামগ্রী ব্যবহারের বিষয়ে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরকে বিভিন্ন গবাদি পশু ও উৎপাদিত সামগ্রী নিয়ে একটি বড় ধরনের মেলার আয়োজন করার পরামর্শ দিয়েছেন।

এদিনের পর্যালোচনা সভায় প্রাণীসম্পদ বিকাশ দফতরের অধিকর্তা দিলীপ কুমার চাকমা সর্বশেষ সভায় গৃহীত বিভিন্ন সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে যে সব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন, ডেয়ারি এন্ট্রাপ্রেনারশিপ ডেভেলপমেন্ট প্রকল্পের আওতায় ২৭৪ জন সুবিধাভোগীকে ব্যাঙ্ক ঋণের জন্য অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং আরও ৬৫০ জন সুবিধাভোগীর ঋণের আবেদন মঞ্জুর করার প্রক্রিয়া চলছে। নার্বাড-এর মাধ্যমে ভরতুকিতে এই ঋণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। তিনি জানান, বর্তমান রাজ্য সরকারের সময়কালে গোলাঘাটি এবং বামুটিয়া ব্লকের দুর্গাবাড়িতে দুটি কমার্শিয়াল লেয়ার ফার্ম শুরু হয়েছে। যেখানে ১০ হাজার লেয়ার মুরগি রয়েছে এবং প্রতিদিন ডিম দিচ্ছে। এছাড়াও ডুকল ব্লকে নেস্ট প্রোটিন প্রাইভেট লিমিটেড নতুন একটি ফিড মিক্সিং প্ল্যান্ট চালু করেছে। এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের এ ধরনের বেসরকারি উদ্যোগীদের চিহ্নিত করে তাদের প্রয়োজনীয় সহায়তা করার জন্য দফতরকে এক বছরের কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য উদ্যোগ নিতে বলেন।

বৈঠকে মেলাঘরের রুদ্রসাগরের পাশাপাশি ডুম্বুর জলাশয়ে হাঁস বিতরণের বিষয়টি আলোচনায় প্রাধান্য পায়। বৈঠকে দফতরের অধিকর্তা চাকমা জানান, এখন পর্যন্ত ১৭৬ জন গো-প্রজনন কর্মী কৃত্রিম প্রজননের কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। আরও ৩৬ জন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গো-প্রজনন কর্মীদের কৃত্রিম প্রজননের উপর প্রশিক্ষণ এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম দেওয়া হয়েছে। আরও ৫০ জনের

ছয়ের পাতায় দেখুন

ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ এবার করবুক ব্লকের বাস্তকারের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, অমরপুর, ১৯ অক্টোবর ।। নির্মাণ কাজে ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল করবুক ব্লকের জনৈক বাস্তুকারের বিরুদ্ধে। অত্যন্ত নিম্নমানের নির্মান সামগ্রী দিয়ে মার্কেট স্টলের ছাদ ডলাই করা হচ্ছে। অবশেষে এলাকার ব্যবসায়ীদের বাঁধাদানের ফলে আপাতত নির্মাণ কাজ স্থগিত রাখা হয়েছে। করবুকে ব্লকের অন্তর্গত যতনবাড়ি বাজারে একটি দ্বিতল মার্কেট স্টল নির্মাণ করা হচ্ছে। ব্লকের মাধ্যমে নির্মাণ কাজটি করানো হচ্ছে। নির্মাণ কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে ব্লকের বাস্তুকার প্রদীপ কুমার ত্রিপুরাকে। শনিবার সকাল থেকে মার্কেট স্টলটির ছাদ ডালাই এর কাজ শুরু হয়। তখন ব্যবসায়ীরা দেখতে পায় অত্যন্ত নিম্নমানের ইটের টুকরো(সুড়কি) দিয়ে ডালাই এর কাজ চলছে। বিষয়টি বাস্তুকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে নির্মাণ কাজ বন্ধ রাখার দাবি জানানো হয়। কিন্তু বাস্তুকার প্রদীপ কুমার ত্রিপুরা ব্যবসায়ীদের কথা কর্নপাত না করে ডালাই কাজ চালিয়ে যান। পরবর্তী সময় যতনবাড়ি ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মিহির পাল বিষয়টি শাসক দলের নেতৃত্বদের জানান। স্থানীয় নেতা ভাস্কর ভট্টাচার্য ঘটনাস্থলে ছুটে এসে দেখতে পান খুবই নিম্নমানের নির্মাণ সামগ্রী দিয়ে মার্কেট স্টলের ছাদ ডালাই করা হচ্ছে। বাস্তুকার জানান ব্লকের সাপ্লাইয়ার হিসাবে নূতন বাজার ঝড়ঝড়িয়া এলাকার রামকৃষ্ণ বীক্স কম্পানি থেকে এই নিম্নমানের ইটের সুড়কি গুলি সরবরাহ করা হয়েছে। দুই আঙুলের মাঝে রেখে সামান্য চাপ দিলেই সুড়কি গুলি গুড়া হয়ে যাচ্ছে। সুড়কির গুনমান খারাপ দেখেও বাস্তুকার কোন আপত্তি না করায় তার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। করবুক ব্লকের বিডিও জয়ন্তদেব বর্তমানে ছুটিতে রয়েছেন। আর এই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই বাস্তুকার বাঁকা পথে মোটা দাগের অর্থ কামাই করার ধান্দায় নির্মাণ কাজে দুর্নীতি করছে বলে অভিযোগ। ব্যবসায়ী ও এলাকার বেকার যুবকদের সুবিধার্থে সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে মার্কেট স্টল নির্মাণ করে দিতে চাইছে। তাই কাজের গুণমান যাতে ঠিক থাকে এই ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক মিহির পাল। এদিকে স্থানীয় নেতা ভাস্কর ভট্টাচার্য টেলিফোনে করবুক ব্লকের বিডিওকে নির্মাণ কাজে দুর্নীতির বিষয়টি জানান। বিডিও জয়ন্ত দেব আপাতত নির্মাণ কাজটি বন্ধ রাখতে বলেন। আগামী ২৯ অক্টোবর তিনি ছুটি থেকে ফিরে এসে বিষয়টি তদন্ত করে দেখবেন বলে জানান।

চুরাইবাড়ি জুড়ে দীপাবলির উচ্ছ্বাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ১৯ অক্টোবর ।। আলোর উৎসব দীপাবলি।আর হাতে মাত্র ৭ দিন তারপর গোটা রাজ্য মেতে উঠবে আলোর উৎসব দীপাবলিতে।রাজ্যের সবকটি বড় বাজেটের পুজো ও বারোয়ারী পূজা গুলি সেরার সেরা দর্শনার্থীদের কাছে তুলে ধরার জন্য দিন-রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন।সার্বজনীন পূজা কমিটি ও ক্লাব কর্তৃপক্ষরা কোনো খামতি রাখছেননা।অধিকাংশ প্যান্ডেল গুলিতেই নদীয়া নবদ্বীপের শিল্পীরা দুর্গো পুজোর আগে থেকেই প্যান্ডেল তৈরি করে আসছেন।যদিও অন্যান্য বছরের তুলনায় এবছর অনেকটা আর্থিক মন্দা ও সা-সামগ্রীর বাজার অগ্নিমূল্য।সুতরাং পুজো উদ্যোক্তাদের অনেকটা হিমশিম খেতে হচ্ছে তবুও উনারা দর্শনার্থীদের কাছে নতুনত্ব উপহার দিতে দিনরাত একাকার করে যাচ্ছেন।তবে কালীপুজো মানে উত্তরের ধর্মনগর শহরের পুজো।গোটা রাজ্যের মধ্যে ধর্মনগর শহরে বড় বাজেটের কালী পুজো হয়ে থাকে।এবারও তার ব্যতিক্রম নয়।ধর্মনগরের কালীপুজো চিরাচরিতভাবে ধুমধামের মাধ্য দিয়ে হয়ে থাকে।রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত ও বহিঃ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভক্ত প্রাণ দর্শনার্থীরা কালী পুজো দেখতে ধর্মনগর শহরে ছুটে আসেন।প্রতিটি মন্ডপে মন্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড় কালীপুজোর আগের দিন থেকে শুরু করে চলে ৪/৫ দিন পর্যন্ত।গোটা ধর্মনগর শহর বিভিন্ন রকমারি লাইটের আলোয় আলোকিত হয়ে পড়ে।অন্যান্য বছর ধর্মনগর এলাকায় ছোট-বড় প্রায় ১০০ এর অধিক কালীপুজোয় হয়ে থাকলেও এবছর মোট ৫৮ টি পুজো হচ্ছে।তারমধ্যে শহরের রয়েছে ২৮ টি এবং গ্রামে রয়েছে ৩০ টি।ধর্মনগর শহরের প্রাণকেন্দ্রে প্রতি বছরের ন্যায় এবারও ৭/৮ টি বিগ বাজেটের পুজো রয়েছে।সেই ক্লাব গুলি হল আমরা সবাই ক্লাব, অ্যাথলেটিক ক্লাব, এ্যারিয়েন্স ক্লাব,ওয়াই এম সি,বয়েজ ক্লাব,নবযুগ সঙ্গ,নেতাজি ক্লাব এবং রেলওয়ে ইয়ং ম্যান অ্যাথলেটিক ক্লাব।তার মধ্যে সবথেকে বড় বাজেটের পুজো হলো নয়াপাড়ার আমরা সবাই ক্লাব।আমরা সবাই ক্লাবের এবারের বাজেট ১৮ লক্ষ টাকা। তাদের থিম পদ্মাবতী সিনেমায় ব্যবহৃত সুবিশাল প্রাসাদকে নিয়ে।পাশাপাশি আমরা সবাই ক্লাব কর্তৃপক্ষরা জানান,আমরা সবাই ক্লাবের পুজো ২৭ তম বছরে পা দিলো।এমনকি আমরা সবাই ক্লাব এবারও ধর্মনগর শহর সহ রাজ্যের মধ্যে সেরার সেরা স্থান দখল করতে সক্ষম হবে।উনারা প্রতিবছর দর্শনার্থীদের কাছে কিছু নতুনত্ব দেওয়ার প্রয়াস করেন এবারও এক ভিন্ন মাত্রায় উনাদের প্রয়াস।ক্লাব কর্তৃপক্ষরা আরো জানান,উনাদের লাইটিংয়ের রয়েছে পাবজি গেইমের উপর বিশেষ আকর্ষণ।কালীপুজোর আগে দিন ধর্মনগরের বিধায়ক তথা বিধানসভার উপাধ্যক্ষ বিশ্ববন্ধু সেনের হাত

ছয়ের পাতায় দেখুন

পূজো দিতে এসে অসুস্থ অসমের ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১৯ অক্টোবর ।। মাতাবাড়িতে পূজা দিতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়লেন একই পরিবারের ৪জন। সুদূর আসাম থেকে আসা এক পরিবারের চারজন অসুস্থ হয়ে বর্তমানে গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। শনিবার ৫১ পীঠের অন্যতম পীঠস্থান মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দিরে পূজা দিতে এসেছিল আসাম থেকে একটি পরিবারে। সদস্যরা দুপুর ১২টার পর হঠাৎ চারজন মাতা ঘুরে পরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে উদয়পুর দমকল অফিসে খবর দেওয়া হয় মাতাবাড়ি ম্যানেজারের অফিস থেকে। একটি ইঞ্জিন ছুটে যায় মাতাবাড়িতে। এবং তাদের নিয়ে আসা হয় উদয়পুর টেপানিয়াস্থিত গোমতী জেলা হাসপাতালে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক, সুদর্শন বোরা (৬১), অষ্টমী বোরা(৫৮), দীপাঙ্কিতা বোরা(২১) ও আস্মান দাস(৯) এই চারজনকে হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা শুরু করেনা। চিকিৎসার পর তাদের অবস্থা স্বাভাবিক হচ্ছে। এ ঘটনায় মাতাবাড়ির চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

দুর্ঘটনার মুখে টমটম

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৯ অক্টোবর ।। শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ রাজধানী মোটরস্ট্যান্ড সংলগ্ন বিওসি-র সামনে থেকে তিন যুবককে নিয়ে টমটম চালক কলেজটিলা লেইকের পরে যায়। সেখানে কতিপয় তিন যুবককে নামিয়ে টমটম চালক ভাড়া খোজলে কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে তিন যুবক মিলে মদের বোতল ভেঙে চালকের বুক ও পেট চিড়ে দেয়। রক্তাক্ত অবস্থায় টমটম চালক তার ভাড়াটিয়া বাড়ি চন্দ্রপুরের দিকে আসতে থাকে কিন্তু রাস্তাতেই অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে যায়। পরে দমকলকর্মীরা তাকে উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে আসে। টমটম চালকের নাম প্রসেনজিন সেন পিতা প্রদীপ সেন।

বিরল প্রজাতির প্রাণী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশালগড়, ১৯ অক্টোবর ।। বিরল প্রজাতির প্রাণীকে উদ্ধার করল কুমারঘাট বনদপ্তরের কর্মীরা। উদ্ধার হওয়া প্রাণীটির নাম মাক্স পাম সিবেট বলে জানিয়েছেন কুমারঘাট মহকুমা বন আধিকারিক বাবুল মগ।

তিনি জানান এই প্রানীটি বিশেষত দক্ষীন এশিয়ায় দেখা যায়, এইদিকে এগুলি খুবই বিরল। পেচারথলের জনৈক ব্যাক্তি এই প্রাণীটিকে কয়েকদিন ধরেই পালছিলেন। খবর পেয়ে বনকর্মীরা সেখান থেকে এটিকে উদ্ধার করে তাদের হেফাজতে নিয়ে আসেন। বর্তমানে এটি কুমারঘাট জেলা বন আধিকারিকের কার্যালয়ে রয়েছে। সেখান থেকে এটিকে সিপাহিজলা চিড়িয়াখানায় পাঠানো হবে।

উপনির্বাচনের সরব প্রচার শেষ, চার আসনেই তাদের প্রার্থীরা জয়ী হবেন, দাবি বিজেপি-কংগ্রেসের

গুয়াহাটি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : যবনিকা ঘটেছে চার আসনে উপনির্বচনের সরব প্রচার। প্রচারাভিযানের শেষ দিন প্রতিদ্বন্দ্বী মূল দুই দল বিজেপি ও কংগ্রেসের নেতারা জোরের সঙ্গে দাবি করেছেন, সবকটি আসনে তাঁদের নিজের নিজের প্রার্থীরা বিপুল ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হবে।

শনিবার বিজেপির প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস দাবি করেছেন, রাজ্যের চার আসন ১ নম্বর রাতাবাড়িতে বিজয় মালাকার, ১০৬ নম্বর সোনারিতে নবনীতা সন্দিকৈ, ৭৪ নম্বর রাঙাপাড়ায় রাজেন বরঠাকুর এবং ৪৪ নম্বর জনিয়ায় তফিকুর রহমান হেসে-খেলে বিজয়ী হবেন। গত কয়েকদিন চার নির্বাচনী এলাকায় প্রচারাভিযানে গিয়ে এই বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে তাঁর।

তিনি বলেন, সব আসনে কর্মঠ, উদ্যমী এবং মজবুত প্রার্থী দিয়েছেন তাঁরা। চার কেন্দ্রেমী বিজেপির সব নির্বাচনী সমাবেশে জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি আশাব্যঞ্জক। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, নেডা-র আহ্বায়ক তথা মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা-সহ বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদ, এমন-কি তিনি নিজে প্রতিটি কেন্দ্রে বহু সমাবেশ করেছেন। মানুষের উচ্ছ্বাস দেখে অভিভূত তিনি, বলেন রঞ্জিত দাস। তিনি আরও বলেন, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকারের জনকল্যাণমুখি কাজকর্মে জনসাধারণ খুশি, তাই তাঁরা বিজেপি প্রার্থীদেরই ভোট দেবেন বলে স্থির করেছেন ভোটাররা, দাবি বিজেপির প্রদেশ সভাপতির।

এদিকে কংগ্রেসের রাতাবাড়িতে কেশবপ্রসাদ রজক, সোনারিতে সুশীল সুরি, জনিয়ায় সামসুল হক এবং রাঙাপাড়ায় কার্তিক কুর্মি বিপুল ভোটের ব্যবধানে জয়ী হবেন বলে দাবি করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা। তিনি বলেন, বিজেপির প্রতি মানুষের মোহ ভঙ্গ হয়েছে। একের পর এক জনবিরোধী কাজ করছে বিজেপি সরকার। কেন্দ্রের পাঁচ এবং রাজ্য তিন বছরের বিজেপি আমলে মানুষ দিশাহারা হয়ে গেছেন। কোনও প্রতিশ্রুতিই বর্তমান সরকার পালন করেনি, তা ভোটারদের কাছে শুনেছেন তাঁরা, বলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি রিপুন বরা।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, দেশের দুই রাজ্যের পাশাপাশি উত্তর-পূর্বাঞ্চলের তিন রাজ্যের নয়টি আসন যথাক্রমে অসমে চার, মেঘালয়ে এক, অরুণাচল প্রদেশে এক এবং সিকিমে তিন আসনে আগামী ২১ অক্টোবর উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

অসমের যে চার আসনে উপ-নির্বাচন হবে সেগুলি ১ নম্বর রাতাবাড়ি, ১০৬ নম্বর সোনারি, ৪৪ নম্বর জনিয়া এবং ৭৪ নম্বর রাঙাপাড়া। চার আসনের বিধায়করা গত লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন। ফলে বিধানসভায় চার আসনই শূন্য হয়ে পড়েছিল। রাতাবাড়ি আসন শূন্য হয়ে যায় বিজেপি বিধায়ক কৃপানাথ মালাহ দলীয় টিকিটে করিমগঞ্জের সাংসদ পদে বিজয়ী হলে। একইভাবে সোনারির বিজেপি বিধায়ক তথা মন্ত্রী তপন গগৈও দলের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছিলেন যোরহাটের সাংসদ হিসেবে। বিধায়ক তথা মন্ত্রী পল্লবলোচন দাস তেজপুরের সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পর রাঙাপাড়া বিধানসভা আসন শূন্য হয়ে পড়ে। অনুরূপভাবে জনিয়া বিধানসভা আসন শূন্য হয়ে যায় কংগ্রেসি বিধায়ক আব্দুল খালেক বরপেটা কেন্দ্রের সাংসদ নির্বাচিত হলে। প্রসঙ্গত, রাতাবাড়ির বিধায়ক তথা বর্তমানের সাংসদ অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ছিলেন।

এদিকে, মেঘালয়ের ইস্ট খাসি হিলস-এর ২৬ নম্বর শেল্লা উপজাতি তফশিলি কেন্দ্রের ইউনাইটেড ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (ইউডিপি)-র টিকিটে নির্বাচিত বিধায়ক তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, বর্তমান রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ ড় ডনকুপার রয়ের আকস্মিক মৃত্যুতে আসনটি শূন্য হয়েছিল। গত ২৮ জুলাই হরিয়ানার গুরুগ্রামে মেডান্টা মেডিসিটি হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন রাজ্য রাজনীতির এই ব্যক্তিত্ব।

এছাড়া অরুণাচল প্রদেশের

ছয়ের পাতায় দেখুন

শেষ হল মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটের প্রচার

নয়াদিল্লি, ১৯ অক্টোবর (হি.স.) : শনিবার শেষ হল মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানায় বিধানসভা ভোটের প্রচার। দুই রাজ্যের ২১ অক্টোবর সোমবার ভোটগ্রহণ। ২৪ অক্টোবর ভোটের ফল ঘোষণা।

আগামী সোমবার ২১ অক্টোবর মহারাষ্ট্রে ২৮৮টি বিধানসভা আসনে ভোট হচ্ছে। এই রাজ্যে প্রার্থীর সংখ্যা মোট ৩২৩৭জন। ভোটদাতার সংখ্যা ৮ কোটি ৯৭ লক্ষ ২২ হাজার ১৯ জন। অন্যদিকে, ৯০ আসনের হরিয়ানা বিধানসভায় ভোট প্রার্থী ১১৬৯জন। মোট ভোটদাতা ১ কোটি ৮২ লক্ষ ৮২ হাজার ৫৭০ জন। মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা। আজ প্রচারের শেষদিনে হরিয়ানার দুটি জায়গায় নির্বাচনী সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। এদিন রাজ্যের এলনাবাদের সিরসায় প্রথম সভা করেন প্রধানমন্ত্রী উ তাঁর দ্বিতীয় নির্বাচনী সভা ছিল রেওয়াড়িতে। অন্যদিকে মহারাষ্ট্রে একাধিক নির্বাচনী সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তথা বিজেপি সভাপতি অমিত শাহের। ওইদিন এই দুই রাজ্যের পাশাপাশি বিহারের সমস্তীপুর এবং মহারাষ্ট্রের সাতারা এই দুটি লোকসভা আসনেও উপ-নির্বাচনে গ্রহণ হবে উ এছাড়া ১৮টি রাজ্যের ৬৪টি বিধানসভা কেন্দ্রে উপ-নির্বাচনের ভোটগ্রহণ করা হবে উ শেষ বেলায় জমিয়ে প্রচার করল সব পক্ষ।

এমডি/এমএস-এর ২৮৫ টি আসন বাঁচাতে রাজ্যের কাছে আবেদন এসডিএফ-এর

কলকাতা, ১৯ অক্টোবর (হি. স.) :এবছর এমডি এবং এমএস পাঠ্যক্রমে ভর্তি হওয়া ২৮৫ টি আসন বাতিলের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করল সার্ভিস ডক্টর্স ফোরাম (এসডিএফ)।

এবছর সর্বভারতীয় স্তরের অত্যন্ত কঠিন পরীক্ষা 'নিট-পিজি '১৯' উত্তীর্ণ হয়ে ২৮৫ জন সরকারী চিকিৎসক এমডি / এমএস পাঠ্যক্রমে ভর্তি হয়েছেন। এরা সকলেই তিন বছর বা তার বেশিদিন গ্রামে চাকরি করার পরেই এই পরীক্ষায় বসার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই নিয়মেই গত প্রায় দু দশক ধরে এ রাজ্যে সরকারী হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তাররা এমডি / এমএস-এ ভর্তি হন। জুন মাস থেকে (প্রায় পাঁচ মাস) সকলেরই ক্লাস শুরু হয়ে গেছে।

শনিবার কলকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এসডিএফ-এর সাধারণ সম্পাদক ডা: প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, যে নিয়মে সরকার এই ২৮৫ জনকে ভর্তি নিয়েছে সেই নিয়মকে চ্যালেঞ্জ করে সরকারি চাকুরি করেন না এমন কিছু চিকিৎসক হাইকোর্টে মামলা করেন। সম্প্রতি উচ্চ আদালতের নির্দেশে কেবলমাত্র ২৮৫ জন সরকারি ডাক্তারের আসন বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। ফলে এবছরের জন্য মূল্যবান এই ২৮৫টি আসনের পুরোটাই নষ্ট হবে। কারন সুপ্রিম কোর্টের রায় মোতাবেক ৩১ মে'র পরে আর কোনও ভর্তি নেওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস বলেন 'বর্তমানে রাজ্যের গ্রামীন স্বাস্থ্যপরিষেবায় ৯০ শতাংশের উপর বিশেষজ্ঞর পদ ফাকা পড়ে রয়েছেউ তার প্রভাবে গোটা রাজ্যের স্বাস্থ্যপরিষেবা ভেঙে পড়ার মুখে। এমডি / এমএস পাশ করে সরকারি স্বাস্থ্য-ব্যবস্থাতেই বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করবেন। কিন্তু এবছর সে প্রথায় ছেদ ঘটলো। ফলে বিশেষজ্ঞর সংকট আরও মারাত্মক হবে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হবেন গ্রামের সাধারণ মানুষ যাদের সরকারী হাসপাতাল ছাড়া যাবার

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।